সমাজ বিজ্ঞান ওয়ার্ক বুক

অষ্টম শ্রেণি

প্রস্তুতকরণ

রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ, ত্রিপুরা সরকার ।

© এস সি ই আর টি, ত্রিপুরা কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

অষ্টম শ্রেণির সমাজ বিজ্ঞান ওয়ার্ক বুক

প্রথম প্রকাশ- সেপ্টেম্বর, ২০২১

প্রচ্ছদ : অশোক দেব, শিক্ষক

অক্ষর বিন্যাস : এস সি ই আর টি, ত্রিপুরা
সহযোগিতায় জেলা শিক্ষা আধিকারিকের কার্যালয়, উত্তর জেলা।

মুদ্রক : সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইণ্ডাস্ট্রিয়াল
সোসাইটি লিমিটেড ১৩ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট,
কলকাতা-৭২

প্রকাশক

অধিকর্তা

রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ, ত্রিপুরা।

রতন লাল নাথ
মন্ত্রী
শিক্ষা দপ্তর
ত্রিপুরা সরকার

বার্তা

শিক্ষার প্রকৃত বিকাশের জন্য, শিক্ষাকে যুগোপযোগী করে তোলার জন্য প্রয়োজন শিক্ষাসংক্রান্ত নিরন্তর গবেষণা। প্রয়োজন শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সকলকে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রশিক্ষিত করা এবং প্রয়োজনীয় শিখন সামগ্রী, পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের বিকাশ সাধন করা। এস সি ই আর টি ত্রিপুরা রাজ্যের শিক্ষার বিকাশে এসব কাজ সুনামের সঙ্গে করে আসছে। শিক্ষার্থীর মানসিক, বৌদ্ধিক ও সামাজিক বিকাশের জন্য এস সি ই আর টি পাঠ্যক্রমকে আরো বিজ্ঞানসম্মত, নান্দনিক এবং কার্যকর করবার কাজ করে চলেছে। করা হচ্ছে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার অধীনে।

এই পরিকল্পনার আওতায় পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের পাশাপাশি শিশুদের শিখন সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য তৈরি করা হয়েছে ওয়ার্ক বুক বা অনুশীলন পুস্তক। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ছাত্র-ছাত্রীদের সমস্যার সমাধানকে সহজতর করার লক্ষ্যে এবং তাদের শিখনকে আরো সহজ ও সাবলীল করার জন্য রাজ্য সরকার একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, যার নাম 'প্রয়াস'। এই প্রকল্পের অধীনে এস সি ই আর টি এবং জেলা শিক্ষা আধিকারিকরা বিশিষ্ট শিক্ষকদের সহায়তা গ্রহণের মাধ্যমে প্রথম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ওয়ার্ক বুকগুলো সুচারুভাবে তৈরি করেছেন। ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত বিজ্ঞান, গণিত, ইংরেজি, বাংলা ও সমাজবিদ্যার ওয়ার্ক বুক তৈরি হয়েছে। নবম দশম শ্রেণির জন্য হয়েছে গণিত, বিজ্ঞান, সমাজবিদ্যা, ইংরেজি ও বাংলা। একাদশ দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ইংরেজি, বাংলা, হিসাবশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, অর্থনীতি এবং গণিত ইত্যাদি বিষয়ের জন্য তৈরি হয়েছে ওয়ার্ক বুক। এইসব ওয়ার্ক বুকের সাহায্যে ছাত্র-ছাত্রীরা জ্ঞানমূলক বিভিন্ন কার্য সম্পাদন করতে পারবে এবং তাদের চিন্তা প্রক্রিয়ার যে স্বাভাবিক ছন্দ রয়েছে, তাকে ব্যবহার করে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করতে পারবে। বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষায় লিখিত এইসব অনুশীলন পুস্তক ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করা হবে।

এই উদ্যোগে সকল শিক্ষার্থী অতিশয় উপকৃত হবে। আমার বিশ্বাস, আমাদের সকলের সক্রিয় এবং নিরলস অংশগ্রহণের মাধ্যমে ত্রিপুরার শিক্ষাজগতে একটি নতুন দিগন্তের উন্মেষ ঘটবে। ব্যক্তিগত ভাবে আমি চাই যথাযথ জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীর সামগ্রিক বিকাশ ঘটুক এবং তার আলো রাজ্যের প্রতিটি কোণে ছড়িয়ে পড়ুক।

(রতন লাল নাথ)

পুস্তকটি যারা তৈরি করেছেন

শ্রী পল্লব দাস, শিক্ষক

শ্রীমতি শতরূপা দত্ত চৌধুরী, শিক্ষিকা

শ্রী সুশান্ত দাস, শিক্ষক

পরিমার্জনায়

শ্রীমতি সায়ন্তিকা সেন, শিক্ষিকা

শ্রীমতি ভাস্বতী সেনগুপ্তা দেবনাথ, শিক্ষিকা

শ্রীমতি রশ্মিতা দেব, শিক্ষিকা

শ্রীমতি আলোশিখা নাথ, শিক্ষিকা

শ্রীমতি শর্মিলা দেববর্মা, শিক্ষিকা

সূচিপত্র

আমাদের অতীত দিনগুলো

প্রথম অধ্যায় ঃ কীভাবে কখন এবং কোথায়	1
দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ ভারতে ব্রিটিশ শাসনের সূচনা ও বিস্তার	5
তৃতীয় অধ্যায় ঃ দেশীয় রাজ্য দখল ও শাসন	11
চতুর্থ অধ্যায় ঃ উপজাতি, দিকু এবং স্বর্ণ যুগের স্বপ্ন	16
পঞ্চম অধ্যায় ঃ ১৮৫৭ সালের গণবিদ্রোহ ও পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ	21
সপ্তম অধ্যায় ঃ বয়ন শিল্পী, লৌহ শিল্পী এবং কারখানা মালিকরা	26
অষ্টম অধ্যায় ঃ দেশীয়দের সভ্য করে তোলা এবং জাতিকে শিক্ষিত করা	32
নবম অধ্যায় ঃ নারী জাতপাত এবং সংস্কার আন্দোলন	37
একাদশ অধ্যায় ঃ ভারতের স্বাধীনতা লাভ	42
দ্বাদশ অধ্যায় ঃ স্বাধীনোত্তর ভারত	48

আধুনিক ভূগোল

প্রথম অধ্যায় ঃ সম্পদ	53
দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ ভূমি, মৃত্তিকা, জল, স্বাভাবিক উদ্ভিদ ও বন্যপ্রাণী সম্পদ	56
তৃতীয় অধ্যায় ঃ খনিজ সম্পদ ও শক্তি সম্পদ	59
চতুর্থ অধ্যায় ঃ কৃষি	64
পঞ্চম অধ্যায় ঃ শিল্প	68
ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ মানব সম্পদ	72

সমাজ ও রাজনৈতিক জীবন

প্রথম অধ্যায় ঃ ভারতের সংবিধান	76
দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কে ধারণা	79
তৃতীয় অধ্যায় ঃ আমাদের সংবিধান কেন প্রয়োজন	82
চতুর্থ অধ্যায় ঃ আইন সম্পর্কে ধারণা	86
পঞ্চম অধ্যায় ঃ বিচার বিভাগ	89
ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা	93
সপ্তম অধ্যায় ঃ প্রান্তিক জনগোষ্ঠী সম্পর্কে ধারণা	96
অষ্টম অধ্যায় ঃ প্রান্তিক অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম	100
নবম অধ্যায় ঃ গণপরিষেবা	105
দশম অধ্যায় ঃ আইন এবং সামাজিক ন্যায় বিচার ও মানবাধিকার	109

প্রথম অধ্যায়
কীভাবে কখন এবং কোথায়

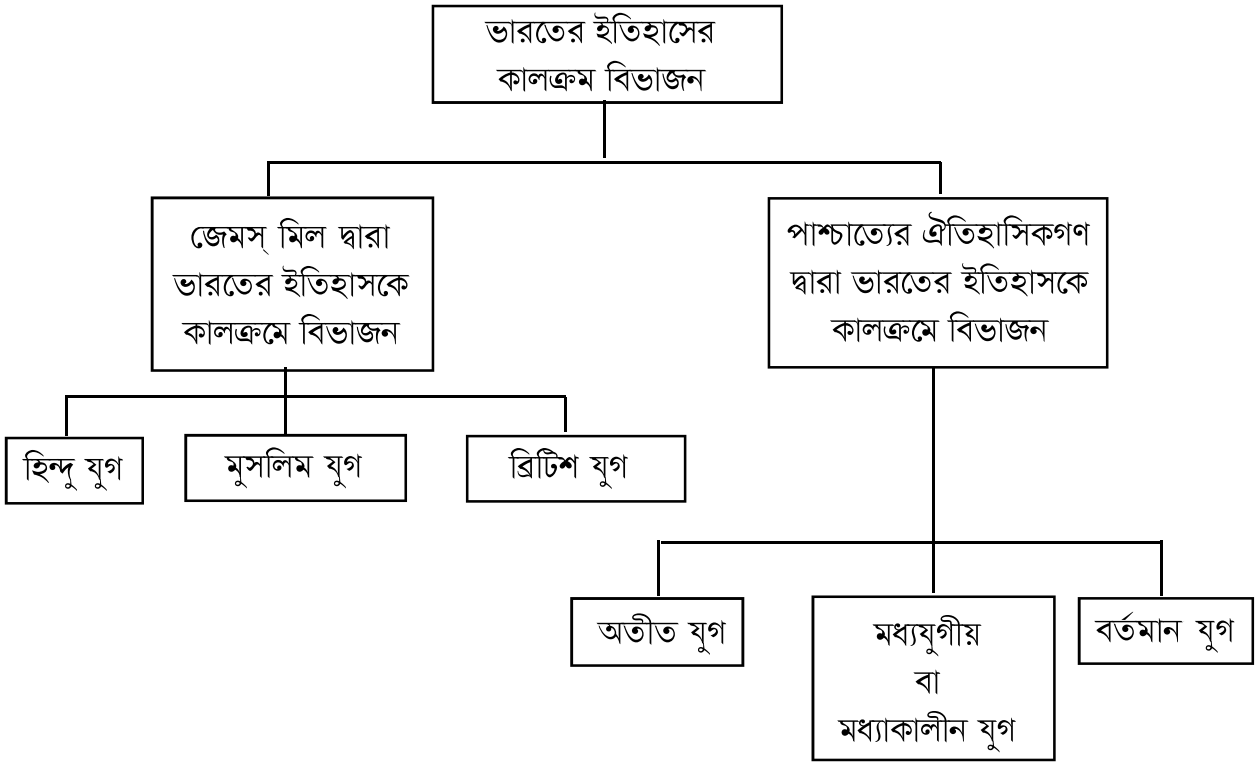

বিষয় সংক্ষেপ

● ইতিহাস মনগড়া কাল্পনিক কাহিনি নয়, ঘটে যাওয়া অতীত হচ্ছে ইতিহাস। সময়ের সাথে সাথে যে পরিবর্তনগুলি হয় তা নিয়েই ইতিহাস গড়ে উঠে।

● ১৭৮২ সালে জ্যামস্ রেনেল প্রথম ভারতের মানচিত্র প্রস্তুত করেন।

● আমরা নির্দিষ্ট ঘটনাগুলিকে গুরুত্ব দান করি বলে তারিখগুলি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে।

● জেমস্ মিল তার তিন খণ্ডে প্রকাশিত পুস্তক 'A History of British India' যেটি ১৮১৭ সালে প্রকাশিত হয়েছিল এই পুস্তকে তিনি ভারতের ইতিহাসকে তিন ভাগে ভাগ করেছিলেন। হিন্দু যুগ, মুসলিম যুগ এবং ব্রিটিশ যুগ।

● ইতিহাসবিদরা ভারতীয় ইতিহাসকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন - অতীত যুগ, মধ্যযুগ বা মধ্যকালীণ এবং বর্তমান যুগ।

● মিল মনে করতেন এশিয়ার সভ্যতা ইউরোপের সভ্যতা থেকে নিম্নমানের, তিনি তাঁর পুস্তকে উল্লেখ করেছেন ব্রিটিশরা ভারতে আসার আগে হিন্দু এবং মুসলমানদের স্বৈরাচারিতা দেশকে শাসন করতো। মিলের মত অনুযায়ী ভারতীয়দের উন্নতি এবং সুখের স্বার্থে ব্রিটিশদের ভারতের সম্পূর্ণ ভূখণ্ড দখল করা উচিত।

● ১৭৭৩ সালে ওয়ারেন হেস্টিংস্ ভারতের প্রথম গভর্ণর জেনারেল হয়েছিলেন।

● যখন একটি দেশ অন্যদেশে আধিপত্য স্থাপন করে এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটায় তখন আমরা এই প্রক্রিয়াকে ঔপনিবেশিক শাসন বলি।

● ব্রিটিশরা প্রশাসনিক কাজে ব্যবহার করা তথ্যগুলি লেখার প্রয়োজনীয়তা বোধ করতেন। তাদের মতে এগুলি ছিল গুরুত্বপূর্ণ। এই জন্য ব্রিটিশরা তাদের পরিকল্পনা, নীতি এবং নির্দেশাবলী গুলিকে লিখে রাখতেন। তাঁরা তাদের সরকারী কাগজপত্রগুলি সংরক্ষনশালায় সংরক্ষন করে রাখতেন।

● ঔপনিবেশিক কালে সমীক্ষা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সমীক্ষা থেকে ব্রিটিশদের নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চলে তাদের শাসন কীরূপ ছিল এসম্পর্কে জানা যায়।

● মানুষের দিনলিপি, আত্মজীবনী ঐ সময়কার শিক্ষিত মানুষজন সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য প্রদান করে।

প্রশ্নাবলী

১। সঠিক উত্তর নির্বাচন করঃ- (প্রতিটির মান - ১)

ক) সাধারণত ভারতে জনগণনা হয় -

অ) প্রত্যেক পাঁচ বছর অন্তর আ) প্রত্যেক দশ বছর অন্তর

ই) প্রত্যেক এগারো বছর অন্তর ঈ) প্রত্যেক বারো বছর অন্তর।

খ) ভারতের প্রথম গভর্ণর জেনারেল ছিলেন -

অ) লর্ড কার্জন আ) ওয়ারেন হেস্টিংস্

ই) লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক ঈ) রবার্ট ক্লাইভ।

গ) কে প্রথম ভারতের মানচিত্র প্রস্তুত করেছিলেন ?

অ) জ্যামস্ রেনেল আ) জেমস্ ওয়াটসন

ই) রবার্ট ক্লাইভ ঈ) ওয়ারেন হেস্টিংস্।

ঘ) লিখিত কাগজপত্র এবং নথিগুলি তৈরী করা হতো যাদের দ্বারা তারা হল -

অ) শিক্ষিত সম্প্রদায় আ) অশিক্ষিত সম্প্রদায়

ই) কৃষক সম্প্রদায় ঈ) শ্রমজীবি সম্প্রদায়।

ঙ) ভারতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে সিপাহি বিদ্রোহ হয়েছিল -

অ) ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে আ) ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে

ই) ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে ঈ) ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে

২। শূন্যস্থান পূরণ করঃ (প্রতিটির মান - ১)

ক) ভারতের ইতিহাসবিদরা ভারতের ইতিহাসকে ———————— ———————— ও ———————— যুগে বিভক্ত করেছেন।

খ) ভারতের ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল প্রশাসনিক কাজে ব্যবহার করা ————————।

গ) 'A History of British India' এই পুস্তকটি প্রকাশিত হয়েছিল ———————— সালে।

ঘ) জ্যামস্ রেনেলকে ———————— ভারতের মানচিত্র প্রস্তুত করতে বলেছিলেন। ।

ঙ) ব্রিটিশ আমলের ———————— গভর্ণর জেনারেলকে শক্তিশালী দেখিয়েছিলেন।

৩। স্তম্ভ মেলাওঃ

ক - স্তম্ভ	খ - স্তম্ভ
ক) জ্যামস্ রেনেল	অ) স্কট অর্থনীতিবিদ
খ) লর্ড ক্যানিং	আ) নৌ-বিদ্রোহ
গ) জেমস্ মিল	ই) লিপি
ঘ) ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে	ঈ) গভর্ণর জেনারেল
ঙ) লিপিকার	উ) ইতিহাসের উপাদান
চ) আত্মজীবনি	ঊ) ভারতের মানচিত্র

৪। অল্প কথায় উত্তর দাওঃ (প্রতিটি প্রশ্নের মান - ১)

ক) জেমস্ মিল কে ছিলেন ?

_____

খ) ভারতের প্রথম মানচিত্র কবে প্রস্তুত হয় ?

_____

গ) ভারতে শাসন ব্যবস্থার সঠিক পরিচালনার জন্য ব্রিটিশরা কোন্ জিনিসকে অধিক গুরুত্ব দিতেন ?

_____

ঘ) ভারতের শেষ ভাইসরয় কে ছিলেন ?

_____

ঙ) ভারতের জাতীয় সংগ্রহশালা কবে প্রতিষ্ঠিত হয় ?

_____

৫। নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাওঃ (প্রতিটি প্রশ্নের মান - ২/৩)

ক) ইতিহাস কী ?

খ) ঔপনিবেশিক বলতে কী বোঝ ?

গ) ভারত সম্পর্কে জেমস্ মিলের ধারণা কী ছিল আলোচনা কর।

ঘ) ইতিহাসে তারিখের কী গুরুত্ব রয়েছে তা লিখ।

ঙ) আমরা কেন ইতিহাসকে কালক্রমে বিভাজিত করি ?

৬। নিচের প্রশ্নগুলির বিস্তৃতভাবে উত্তর দাওঃ (প্রতিটি প্রশ্নের মান - ৪/৫)

ক) ব্রিটিশদের দ্বারা গ্রামগুলিতে কী ধরনের সমীক্ষা করানো হত এবং ইহার পেছনে কারণসমূহ আলোচনা করো।

খ) ব্রিটিশদের প্রশাসনিক কাজে ব্যবহার করা সরকারী তথ্য সমূহ কীভাবে ইতিহাসবিদ্দের ২৫০ বছরের ভারতের ইতিহাস রচনায় সহায়তা করেছিল ?

গ) ইতিহাসবিদ্রা কীভাবে ভারতের ইতিহাসকে বিভাজিত করেন ? এই ধরণের বিভাজনের সমস্যাগুলি কী ছিল তা লিখ।

চলো করে দেখি

তুমি যে গ্রামে বা শহরে বসবাস কর সেই গ্রামের একটি ঐতিহাসিক সমীক্ষা কর। এই সমীক্ষা রিপোর্ট অনুযায়ী তুমি তোমার গ্রামের/ শহরের ইতিহাস সম্পর্কে কিছু লিখ। এ ব্যাপারে তুমি তোমার গ্রামের বা শহরের বয়ঃজেষ্ঠদের সাহায্য নিতে পারো।

উত্তরমালা

১। (ক) (আ) প্রত্যেক দশ বছর অন্তর (খ) (আ) ওয়ারেন হেস্টিংস্ (গ) (অ) জ্যামস্ রেনেল
(ঘ) (অ) শিক্ষিত সম্প্রদায় (ঙ) (ই) ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে।

২। (ক) হিন্দু, মুসলিম এবং ব্রিটিশ (খ) সরকারি তথ্যগুলি (গ) ১৮১৭ সালে
(ঘ) রবার্ট ক্লাইভ (ঙ) চিত্রগুলি।

৩। (ক) - ঊ (খ) - (ঈ) (গ) - (অ) (ঘ) - (আ) (ঙ) - (ই) (চ) - (উ)।

৪। (ক) জেমস্ মিল ছিলন একজন স্কটিশ অর্থনীতিবিদ। (খ) ১৭৮২ সালে।
(গ) সমীক্ষা বা জরিপ কার্যকে অধিক গুরুত্ব দিতেন। (ঘ) লর্ড মাউন্টবেটেন।
(ঙ) ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে।

৫। (ক) নমুনা প্রশ্নোত্তরঃ- ইতিহাস মনগড়া কাল্পনিক কাহিনি নয়, ঘটে যাওয়া অতীতই হচ্ছে ইতিহাস।
মানব সমাজের জীবনযাত্রার সামগ্রিক কাহিনিই হচ্ছে ইতিহাস।

দ্বিতীয় অধ্যায়
ভারতে ব্রিটিশ শাসনের সূচনা ও বিস্তার

বিষয় সংক্ষেপ

● শেষ শক্তিশালী মোঘল সম্রাট ছিলেন ঔরঙ্গজেব। তিনি ১৭০৭ সালে মারা যান।

● ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি রানি এলিজাবেথের কাছ থেকে পূর্ব দিকে বানিজ্য করার আইনগত অধিকার লাভ করে।

● ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ভাস্কো-ডা-গামা নামে একজন পর্তূগীজ নাবিক ইউরোপ থেকে ভারতে আসার সমুদ্রপথ আবিষ্কার করেন।

● ইউরোপিয়ান কোম্পানি গুলি ভারতের উন্নতমানের তুলা, রেশম, লঙ্কা, লবঙ্গ, এলাচ ও দারুচিনি কিনতে আগ্রহী ছিল। ভারতীয় বাজার দখলের তীব্র বাসনা ইউরোপিয় কোম্পানিগুলিকে নিজেদের মধ্যে তীব্র যুদ্ধ শুরু করতে বাধ্য করে।

● ১৬৫১ সালে হুগলি নদীর তীরে প্রথম ইংরেজ ফ্যাক্টরি স্থাপন করা হয়।

● ১৭১৭ সালে মোঘল সম্রাট ফারুকশিয়ার ব্রিটিশ কোম্পানিকে একটি ফরমান প্রদান করে এতে কোম্পানিকে শুল্কমুক্ত বানিজ্য করার অধিকার দেওয়া হয়। কোম্পানি পরবর্তী সময়ে নিজ স্বার্থে এই ফরমানকে ব্যবহার করে এবং ইহার ফলে বাংলার রাজস্বের বিপুল ঘাটতি দেখা দেয়।

● বাংলার নবাব আলিবর্দী খাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সিরাজ-উদ্‌দৌল্লার সাথে কোম্পানির সংঘর্ষের সূত্রপাত হয় যখন সিরাজ-উদ্‌দৌল্লা কোম্পানির রাজস্ব মুকুব নাকোচ করে এবং কোম্পানির দূর্গ নির্মান বন্ধ করে দেন। এই ঘটনাবলিকে কেন্দ্র করেই ১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন সিরাজ-উদ্‌দৌল্লা এবং কোম্পানির মধ্যে পলাশির যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। এই যুদ্ধে সিরাজ পরাজিত হন।

● সিরাজ-উদ্‌দৌল্লার পর তাঁর সেনাপতি মিরজাফরকে বাংলার নবাব করা হয়।

● ১৭৬৫ সালে মোঘল বাদশাহ দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ আলম কোম্পানিকে দেওয়ানি প্রদান করেন এর ফলে কোম্পানি বাংলার বিপুল রাজস্ব ব্যবহারের অনুমতি লাভ করে।

● লর্ড ওয়েলস্‌লি অধীনতা মূলক মিত্রতা নীতি প্রবর্তন করেন। এই নীতিতে বলা হয়েছিল যে সকল রাজারা এই নীতিতে স্বাক্ষর করবে তারা তাদের রাজ্যে স্বাধীন সামরিক বাহিনি রাখতে পারবে না। তাদেরকে কোম্পানি সুরক্ষা প্রদান করবে। বিনিময়ে স্বাক্ষরকারি রাজাকে কোম্পানির সৈন্যের ভরনপোষনের দায়িত্বভার নিতে হবে।

● কিছু কিছু ক্ষেত্রে কোম্পানি সরাসরি সংঘাতে লিপ্ত হয়, যেমন মহীশূর। মহীশূর রাজ্যটি হায়দর আলি তারপর তার পুত্র টিপু সুলতান শাসন করেন। টিপু সুলতান তাঁর রাজ্যের বন্দরগুলি দিয়ে চন্দন, লঙ্কা, এলাচ রপ্তানি বন্ধ করে দেন।

● ব্রিটিশ ও টিপু সুলতানের মধ্যে চারটি যুদ্ধ সংগঠিত হয়। এরমধ্যে শ্রীরঙ্গপত্তনমের যুদ্ধে টিপুসুলতানকে পরাজিত করার মাধ্যমে ব্রিটিশরা মহীশূর রাজ্যটি দখল করে।

● মারাঠারাও বিভিন্ন যুদ্ধে ব্রিটিশদের কাছে পরাজিত হয়।

● রানী চেনাম্মা কিটুরের রানী খুব সাহসিকতার সাথে ব্রিটিশদের সাথে লড়াই করেন এবং তিনি ১৮২৪ সালে বন্দী হন এবং ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে কারাগারে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ১৮৩০ সালে সম্পূর্ণ কিটুর রাজ্যটি ব্রিটিশদের দ্বারা দখলীকৃত হয়।

● সত্ববিলোপ নীতির প্রবক্তা ছিলেন লর্ড ডালহৌসি। এই নীতিতে বলা হয়েছিল কোনো দেশীয় রাজা অপুত্রক অবস্থায় মারা গেলে তার রাজ্যটি কোম্পানির দখলে চলে আসবে এবং রাজ্যের রাজার দত্তক পুত্র গ্রহণের অধিকার থাকবে না।

● ১৭৭৩ সালে রেগুলেটিং আইন অনুসারে কলকাতায় একটি সুপ্রিম কোর্ট স্থাপিত হয় এবং স্যার এলিজ ইম্পে ছিলেন সুপ্রিম কোর্টের প্রথম বিচারপতি।

কিছু গুরুত্বপূর্ণ সাল এবং ঘটনাবলিঃ-

১৪৯৮ খ্রীঃ	ভাস্কো-ডা-গামা ইউরোপ থেকে ভারতে আসার জলপথ আবিষ্কার করেন।
১৬০০ খ্রীঃ	রানী প্রথম এলিজাবেথ কোম্পানিকে পূর্ব দিকে বানিজ্য করার অধিকার দান করে।
১৭০৭ খ্রীঃ	ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু।
১৭১৭ খ্রীঃ	মোঘল সম্রাট ফারুকশিয়ার কোম্পানিকে ফরমান প্রদান করে।
১৭৫৬ খ্রীঃ	সিরাজ-উদ্-দৌল্লা বাংলার নবাব হন।
১৭৬১ খ্রীঃ	আফগান ও মারাঠাদের মধ্যে তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধ সংগঠিত হয়।
১৭৬৪ খ্রীঃ	বক্সারের যুদ্ধের সূত্রপাত হয়।
১৭৬৫ খ্রীঃ	কোম্পানি মোঘল বাদশাহ শাহ-আলমের কাছ থেকে বাংলার দেওয়ানি লাভ করে।
১৭৮২ খ্রীঃ	ইংরেজ ও মারাঠাদের মধ্যে সালবাই এর সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়।
১৭৯৯ খ্রীঃ	টিপুসুলতান ও কোম্পানির মধ্যে শ্রীরঙ্গপত্তনমের যুদ্ধ সংগঠিত হয়।

প্রশ্নাবলী

১। সঠিক উত্তর নির্বাচন করোঃ (প্রতিটির মান - ১)

ক) শেষ শক্তিশালী মোঘল বাদশাহ ছিলেন -

(অ) বাবর (আ) আকবর (ই) শাহজাহান (ই) ঔরঙ্গজেব।

খ) ব্রিটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কার কাছ থেকে পূর্ব দিকে বানিজ্য করার অধিকার লাভ করে ?

(অ) রানী ভিক্টোরিয়ার কাছথেকে (আ) রানি মেরীর কাছথেকে

(ই) রানি প্রথম এলিজাবেথের কাছথেকে (ঈ) রানী মেরী আতায়েনেতের কাছথেকে।

গ) প্রথম ইংরেজ ফ্যাক্টরি স্থাপন করা হয় -

(অ) গঙ্গা নদীর তীরে (আ) যমুনা নদীর তীরে (ই) হুগলি নদীর তীরে (ঈ) পদ্মা নদীর তীরে।

ঘ) সিরাজ-উদ-দৌল্লা ছিলেন -

(অ) ওড়িষ্যার নবাব (আ) হায়দ্রাবাদের নবাব (ই) জুনাগরের নবাব (ঈ) বাংলার নবাব।

ঙ) সিরাজ-উদ-দৌল্লার পর বাংলার নবাব হন -

(অ) মিরকাশিম (আ) মিরজাফর (ই) মুর্শিদ কুলি খাঁ (ঈ) আলিবর্দি খাঁন।

চ) ব্রিটিশ কোম্পানি বাংলার দেওয়ানি লাভ করে -

(অ) ১৭৬৩ সালে (আ) ১৭৬৪ সালে (ই) ১৭৬৫ সালে (ঈ) ১৭৬৭ সালে।

ছ) ১৭৭৩ সালে রেগুলেটিং আইন অনুসারে সুপ্রিম কোর্ট স্থাপিত হয় -

(অ) কলকাতায় (আ) হায়দ্রাবাদে (ই) চুচুড়ায় (ঈ) দিল্লিতে।

জ) রানী চেনাম্মা ছিলেন -

(অ) বাংলার রানী (আ) কিটুরের রানী (ই) আগ্রার রানী (ঈ) দিল্লির রানী।

২। শূন্যস্থান পূরণ করোঃ (প্রতিটির মান - ১)

ক) মিরজাফর মারা যান ——————————।

খ) পেশোয়া কথার অর্থ ছিল ——————————।

গ) —————————— ছিলেন পলাশির যুদ্ধে সিরাজ-উদ্-দৌল্লার সেনাপতি।

ঘ) —————————— ছিল মারাঠাদের রাজধানী।

ঙ) তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধে ———— পরাজিত হন।

৩। নিচের বাক্যগুলি থেকে সত্য-মিথ্যা নির্ণয় করোঃ (প্রতিটির মান - ১)

ক) ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি পাঞ্জাব দখল করে। ☐

খ) হায়দর আলি ছিলেন মহিশূর রাজ্যের অধিপতি। ☐

গ) রণজিৎ সিংহ ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে মারা যান। ☐

ঘ) ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট দ্বারা রবার্ট ক্লাইভকে দুর্নিতির অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়। ☐

৪। **স্তম্ভ মেলাওঃ**

ক - স্তম্ভ	খ - স্তম্ভ
(ক) সত্ত্ববিলোপ নীতি	(অ) লর্ড ওয়েলেস্‌লি
(খ) অধীনতা মূলক মিত্রতা নীতি	(আ) লর্ড ডালহৌসি
(গ) ফরমান	(ই) মুঘল বাদশাহ দ্বিতীয় শাহ আলম
(ঘ) দেওয়ানি	(ঈ) ফারুকশিয়র

৫। অল্প কথায় উত্তর দাওঃ (প্রতিটি প্রশ্নের মান - ১)

ক) কবে ঔরঙ্গজেব মারা যান ?

খ) কে ভারতে আসার সমুদ্রপথ আবিষ্কার করেন ?

গ) বক্সারের যুদ্ধের সময় বাংলার নবাব কে ছিলেন ?

ঘ) শ্রীরঙ্গপত্তনমের যুদ্ধ কবে সংগঠিত হয় ?

ঙ) কিটুর রাজ্যের বর্তমান নাম কী ?

চ) ভারতের প্রথম গভর্ণর জেনারেল কে ছিলেন ?

ছ) মহিশূরের বাঘ নামে কে পরিচিত ছিলেন ?

৬। নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাওঃ (প্রতিটি প্রশ্নের মান - ২/৩)

ক) ফারুকশিয়রের ফরমান কী ? এর দ্বারা ব্রিটিশরা কী সুযোগ সুবিধা লাভ করে ?

খ) কোন্ বিষয়গুলি ইউরোপিয় কোম্পানিগুলিকে ভারতে বানিজ্য করার জন্য উৎসাহিত করে ?

গ) কোন্ তিনটি গ্রাম নিয়ে কলকাতা নগরী গড়ে উঠে ?

ঘ) সালবাই এর সন্ধি কবে কাদের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয় ?

ঙ) অধীনতা মূলক মিত্রতা নীতি কী ছিল ?

চ) সত্ব বিলোপ নীতি কী ? কে এটির প্রবর্তন করেন ?

ছ) ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ কোম্পানি দ্বারা বাংলায় দেওয়ানি লাভের গুরুত্ব আলোচনা কর।

জ) পলাশির যুদ্ধের গুরুত্ব লিখ।

৭। বিস্তৃত ভাবে উত্তর দাওঃ (প্রতিটি প্রশ্নের মান - ৪/৫)

ক) পলাশির যুদ্ধের মূল কারণ সমূহ আলোচনা কর।

খ) কিভাবে মহিশূর রাজ্যটি ব্রিটিশদের দ্বারা অধিকৃত হয় ?

গ) মারাঠা এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির মধ্যে সংঘর্ষের বিস্তৃত বিবরণ দাও।

চলো করে দেখি

তোমরা প্রত্যেক সহপাঠিরা তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে পড়। প্রত্যেক দলকে এক একটি বিষয়কে নাটকের মাধ্যমে উপস্থাপন করতে হবে। বিষয়গুলি হল -

১। পলাশির যুদ্ধ।

২। সত্ববিলোপ নীতি।

৩। অধীনতা মূলক মিত্রতা নীতি।

উত্তরমালা

১। (ক) (ই) ঔরঙ্গজেব (খ) (ই) রানি প্রথম এলিজাবেথের কাছ থেকে (গ) (ই) হুগলি নদীর তীরে (ঘ) (ঈ) বাংলার নবাব (ঙ) (আ) মিরজাফর (চ) (ই) ১৭৬৫ সালে (ছ) (অ) কলকাতায় (জ) (আ) কিটুরের রানী।

২। (ক) ১৭৬৫ খ্রিঃ (খ) প্রধানমন্ত্রী (গ) মিরজাফর (ঘ) পুনে (ঙ) মারাঠারা।

৩। (ক) সত্য (খ) সত্য (গ) মিথ্যা (ঘ) সত্য

৪। (ক) - (আ) (খ) - (অ) (গ) - (ঈ) (ঘ) (ই)

৫। (ক) ১৭১৭ খ্রিঃ (খ) ভাস্কো-ডা-গামা (গ) মিরজাফর (ঘ) ১৭৯৯ খ্রিঃ (ঙ) কর্ণাটক (চ)ওয়ারেন হেস্টিংস্ (ছ) টিপু সুলতান।

নমুনা প্রশ্নোত্তর

৬। (ক) ফারুকশিয়র ছিলেন মোঘল সম্রাট যিনি ১৭১৭ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে বিনা শুল্কে বানিজ্য করার আদেশ দেন। তাঁর এই আদেশ ফারুকশিয়রের ফরমান নামে পরিচিত।
এই ফরমান দ্বারা কোম্পানি বাংলায় বিনা শুল্কে বানিজ্য করার অধিকার লাভ করে।

তৃতীয় অধ্যায়
দেশীয় রাজ্য দখল ও শাসন

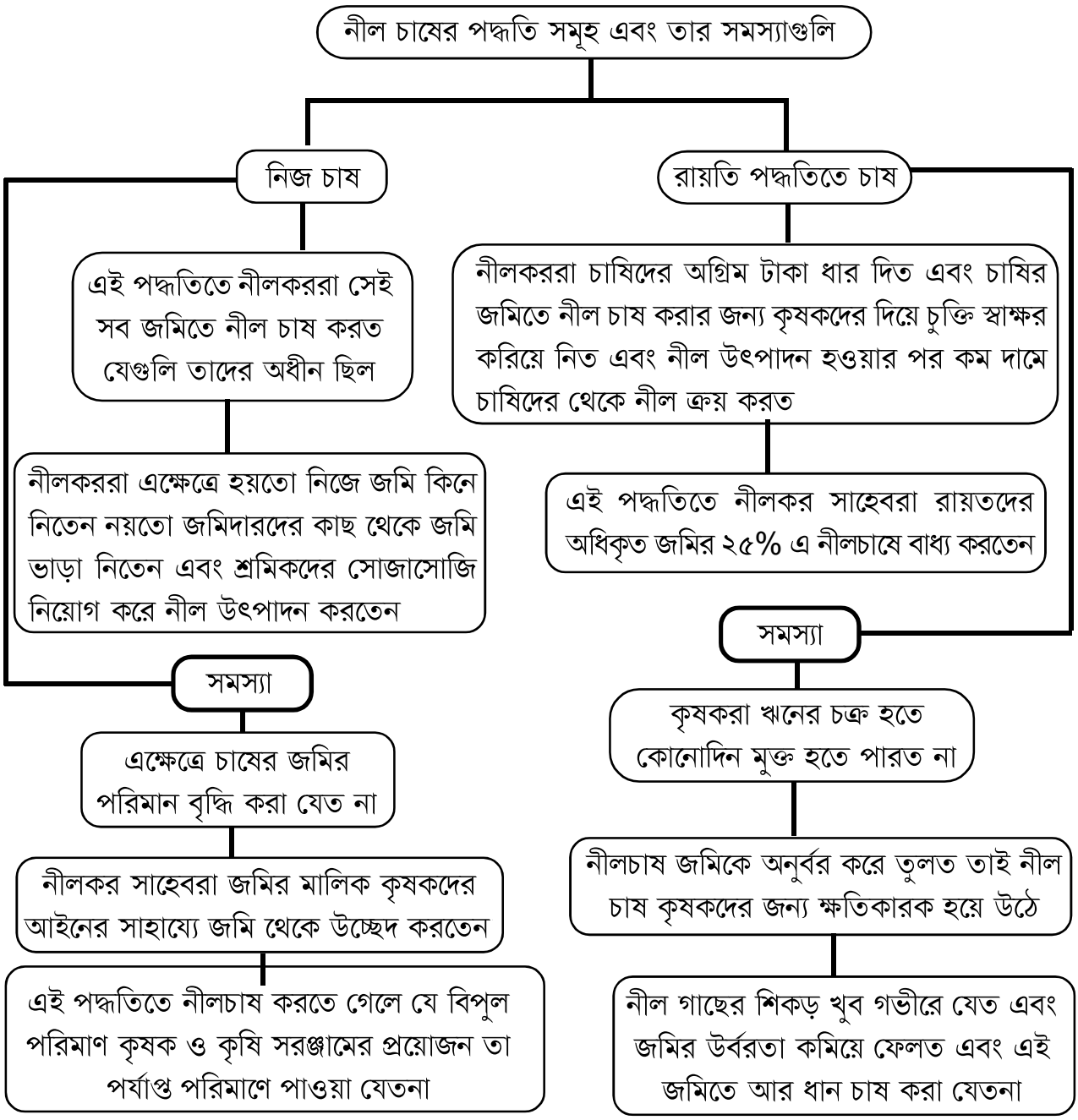

বিষয় সংক্ষেপ

● ১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দে ১২ই আগষ্ট মোঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম কোম্পানিকে দেওয়ান নিযুক্ত করেন। দেওয়ান হিসাবে কোম্পানি তার অধিকৃত অঞ্চলের প্রধান অর্থনৈতিক শাসক হয়ে ওঠে।

● ১৭৭০ খ্রিষ্টাব্দে একটি ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষে এককোটি মানুষ বাংলায় মারা যায়। এই ঘটনা ১১৭৬ বঙ্গাব্দে ঘটেছিল বলে তাকে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর বলা হয়। বঙ্কিম চন্দ্রের 'আনন্দমঠ' গ্রন্থে তার বিস্তারিত বিবরন পাওয়া যায়।

● ১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিশ বাংলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তন করেন। এই নীতির মূলে রাজারা এবং তালুকদাররা জমিদারির স্বীকৃতি লাভ করে এবং তখন রাজস্বের পরিমাণ স্থায়ীভাবে নির্ধারিত করা হয়।

● চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যর্থ হবার পর জন্য হোল্ট ম্যাকেঞ্জি মহলওয়ারি বন্দোবস্ত প্রবর্তন করেন। এই ব্যবস্থায় রাজস্ব প্রদানের দায়িত্ব ছিল মোড়লদের হাতে।

● দক্ষিণ ভারতে এক নতুন ধরনের বন্দোবস্তের সূচনা হয় একে রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত বলে। এই পদ্ধতিতে সরাসরি কৃষকদের সাথে জমি স্থায়ি বন্দোবস্ত করা হয় এবং জমি জরিপ করে রাজস্ব ধার্য করা হয়।

● অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে কোম্পানি আফিম এবং নীলচাষ প্রসারে উদ্যোগী হয়।

● নীল চাষের দুই পদ্ধতি ছিল – নিজ ও রায়তি।

● নীল আবাদকারীদের প্রতিনিধিদের গোমস্তা বলা হত।

● ১৮৫৯ সালে মার্চ মাসে বাংলায় নীল বিদ্রোহের সূত্রপাত হয়।

● নীল বিদ্রোহকে নিয়ে দীনবন্ধু মিত্র নিলদর্পন নাটক রচনা করেন। এই নাটকটি ইংরেজী অনুবাদ করেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। পরে এটি পাদ্রি জেমস লঙ প্রকাশিত করেন যার পরিনামে তার জেল হয়েছিল।

● ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে নিলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে গান্ধিজী বিহারের চম্পরনে কৃষক আন্দোলন শুরু করেন।

● নীল বিদ্রোহের পরে ব্রিটিশ সরকার নীল কমিশন গঠন করেন এবং ব্রিটিশ সরকার নীল উৎপদনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন এবং পরবর্তী সময় রাসায়নিক নীল আবিষ্কার হওয়ার পর নীল চাষ চিরতরে অবলুপ্ত হয়।

প্রশ্নাবলি

১। সঠিক উত্তর নির্বাচন করোঃ (প্রতিটির মান - ১)

ক) মোঘল বাদশাহ দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ আলম দ্বারা ব্রিটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে বাংলার দেওয়ান হিসাবে নিযুক্ত করেন - (অ) ১৭৬৩ খ্রিষ্টাব্দে (আ) ১৭৬৪ খ্রিষ্টাব্দে (ই) ১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দে (ঈ) ১৭৬৬ খ্রিষ্টাব্দে।

খ) মহলওয়ারি বন্দোবস্ত চালু করেন -

(অ) লর্ড কর্ণওয়ালিশ (আ) রবার্ট ক্লাইভ

(ই) থমাস মনরো (ঈ) হোল্ট ম্যাকাঞ্জি।

গ) ইউরোপের কাপড় উৎপাদকেরা বেগুনী ও নীল রং তৈরী করতে কোন গাছের উপর নির্ভর করত ?

(অ) পাট গাছের উপর (আ) নীল গাছের উপর

(ই) উড গাছের উপর (ঈ) ধান গাছের উপর।

ঘ) মহাত্মা গান্ধী চম্পারণ সত্যাগ্রহ আন্দোলন করেছিলেন -

(অ) আফিম উৎপাদকদের বিরুদ্ধে (আ) তুলা উৎপাদকদের বিরুদ্ধে

(ই) চা-উৎপাদকদের বিরুদ্ধে (ঈ) নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে।

ঙ) দেওয়ানি লাভের সময় ভারতের গভর্ণর জেনারেল কে ছিলেন ?

(অ) রবার্ট ক্লাইভ (আ) লর্ড কর্ণওয়ালিশ

(ই) টমাস মনরো (ঈ) লর্ড ওয়েলেসলি।

২। শূণ্যস্থান পূরণ করোঃ (প্রতিটির মান - ১)

ক) মহলওয়ারি বন্দোবস্তের মধ্যে প্রত্যেক গ্রামকে বলা হতো ————।

খ) অষ্টাদশ শতকে ভারত ছিল বিশ্বের বৃহত্তম ———— সরবরাহকারী দেশ।

গ) ১৭৭০ এ একটি ভয়ঙ্কর ———— এক কোটি মানুষ বাংলায় মারা যায়।

ঘ) অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে কোম্পানি ———— এবং ———— বৃদ্ধিতে উদ্যোগী হয়।

ঙ) ইউরোপে যে গাছটি সহজলভ্য ছিল সেটি ছিল ———— গাছ।

২। সঠিক উত্তর নির্বাচন করোঃ (প্রতিটির মান - ১)

ক) নীল চাষে অল্প পরিমান জমির প্রয়োজন হয়। ☐

খ) মহিলারা সাধারণত নীল গাছগুলিকে ভেটস নামক একটি বিশেষ পাত্রে বহন করত। ☐

গ) চাষিরা নীল চাষে খুশি ছিল। ☐

ঘ) নীলচাষ জমিকে উর্বর করে তুলত। ☐

ঙ) ঊনবিংশ শতকে রাসায়নিক নীল আবিষ্কৃত হয়েছিল। ☐

৪। অল্প কথায় উত্তর দাওঃ (প্রতিটি প্রশ্নের মান - ১)

ক) 'আনন্দমঠ' নামক বিখ্যাত উপন্যাসটি কার লেখা ?

_____

খ) কবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হয় ?

_____

গ) 'নীলদর্পন' নাটকটি কার রচনা ?

_____

ঘ) গোমস্তা কারা ?

_____

ঙ) সত্ব বলতে কী বোঝ ?

_____

চ) জমি থেকে কাটার পর নীল গাছগুলিকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হত ?

_____

ছ) নীল চাষ করার পর ঐ জমির অবস্থা কী রকম হত ?

_____

জ) কবে নীল বিদ্রোহের সূত্রপাত হয় ?

_____

৫। নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাওঃ (প্রতিটি প্রশ্নের মান - ২/৩)

ক) নীল চাষের যে দুটি পদ্ধতি ছিল সেই দুটি পদ্ধতির নাম লিখ।

_____

খ) স্থায়ী ভূমিব্যবস্থায় কেন রাজস্বের পরিমান স্থায়ী ভাবে নির্ধারণ করা হয় ?

_____

গ) ইউরোপীয় কাপড় উৎপাদকেরা কীভাবে বেগুনি ও নীল রং তৈরী করত ?

_____

ঘ) নীল চাষের সমস্যাগুলি কী ছিল ?

_____

ঙ) অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে কেন ভারতীয় নীলের চাহিদা বৃদ্ধি পায় ?

_____

চ) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কুফলগুলি লিখ।

_____

৬। বিস্তৃত ভাবে উত্তর দাওঃ (প্রতিটি প্রশ্নের মান - ৪/৫)

ক) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর।

খ) মহলওয়ারি বন্দোবস্ত সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা কর।

গ) ভূমি বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে থমাস মনরো ও আলেকজেণ্ডার রিড এর অবদান বিবৃত কর।

ঘ) নীল বিদ্রোহ কী ছিল ? এই বিদ্রোহের কারণ ও ফলাফল সমূহ আলোচনা কর।

চলো করে দেখি

গান্ধিজীর দ্বারা শুরু হওয়া চম্পারন আন্দোলন সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি ও ছবি সংগ্রহ করো এবং এই আন্দোলনে স্থানীয় নেতারা যে ভূমিকা পালন করেছিল তা জানতে চেষ্টা কর।

উত্তরমালা

১। (ক) (ই) ১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দে (খ) (অ) হোল্ট ম্যাকাঞ্জি (গ) (ই) উড গাছের উপর
(ঘ) (ঈ) নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে। (ঙ) (অ) রবার্ট ক্লাইভ

২। (ক) মহল (খ) নীল (গ) দুর্ভিক্ষ (ঘ) আফিম, নীল (ঙ) উড।

৩। (ক) মিথ্যা (খ) সত্য (গ) মিথ্যা (ঘ) মিথ্যা (ঙ) সত্য।

৪। (ক) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টপাধ্যায়।

(খ) ১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দে।

(গ) দীনবন্ধু মিত্রের লেখা।

(ঘ) গোমস্তারা ছিল ব্রিটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রতিনিধি এবং এরা কোম্পানি এবং কৃষক শ্রমিকদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার কাজ করত।

(ঙ) নীলচাষের রায়তি পদ্ধতিতে আবাদকারীরা বলপ্রয়োগ করে রায়তদের দিয়ে একটি চুক্তিপত্র সই করিয়ে নিত

যা সত্ব নামে পরিচিত ছিল।

চ) নীলগাছ কাটার পর তা Vats বা বিশেষ পাত্রে করে কারখানাতে নিয়ে যাওয়া হত।

ছ) নীল চাষ করার পর ঐ জমি তার উর্বরতা হারিয়ে ফেলত।

জ) ১৮৫৯ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসে।

৫। নমুনা প্রশ্নোত্তর ঃ-

(ক) নীলচাষের দুটি পদ্ধতি ছিল - নিজ পদ্ধতি ও রায়তি পদ্ধতি।

চতুর্থ অধ্যায়
উপজাতি দিকু এবং স্বর্ণ যুগের স্বপ্ন

বিষয় সংক্ষেপ

● ছোট নাগপুর গ্রামের স্থাণীয় উপজাতিরা বহিরাগতদের দিকু বলত।

● কিছু উপজাতি অংশের মানুষ জুমচাষের সাথে যুক্ত ছিলেন। জুমচাষ সাধারনত বনের মধ্যে টুকরো জমিতে করা হত। এই ধরনের চাষ সাধারনত পাহাড়ি এবং উত্তর-পূর্ব ও মধ্য ভারতের জঙ্গলভূমিতে দেখা যেত।

● খোন্দরা ছিল উড়িষ্যা জঙ্গলের একটি সম্প্রদায়। তারা সংঘবদ্ধভাবে শিকার করত এবং নিজেদের মধ্যে মাংস ভাগ করে নিত। স্থাণীয় তাঁতিরা এবং চর্মকাররা খোন্দদের দ্বারস্থ হত, যখন তাদের কাপড় এবং চামড়া রং করতে কুসুম ও পলাশ ফুলের প্রয়োজন হত।

● অনেক উপজাতি গোষ্টী পশুপালন করে জীবিকা নির্বাহ করত। পাঞ্জাবের বনগুঞ্জাররা এবং অন্ধ্রপ্রদেশের লাবাড়িরা ছিল গবাদি গৃহপালিত পশুপালক।

● ব্রিটিশরা উপজাতিদের স্থায়িভাবে বসবাস করতে বাধ্য করেছিল এবং তাদের স্থায়িভাবে কৃষিকাজ করতে বলেছিল। ব্রিটিশ আধিকারিকরা গোন্দ ও সাঁওতালদের মতো স্থায়ী বসবাসকারি উপজাতি গোষ্টিগুলোকে শিকারি সংগ্রাহক ও জুমচাষীদের থেকে সভ্য মনে করত।

● উপজাতি অংশের লোকেরা তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করার জন্য মহাজন ও ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে প্রচুর পরিমানে ঋণ নিয়েছিল ফলে তারা সম্পুর্ণভাবে মহাজন ও ব্যবসায়ীদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে এবং তাদের দারিদ্রের মধ্যে দিন কাটাতে হতো।

● ব্রিটিশরা রাজস্বের উৎস বৃদ্ধি করতে চেয়েছিল এজন্য তারা ভূমির স্থায়ী বন্দোবস্তের প্রনয়ন করেন।

● ব্রিটিশরা উপজাতি অংশের লোকেদের জীবনে হস্তক্ষেপ করতে শুরু করে। এর অঙ্গ হিসাবে তারা বনের উপর নিয়ন্ত্র ন স্থাপন করে। নতুন বন আইন প্রনয়ন করে। এই বন আইনে বনকে সংরক্ষিত বনাঞ্চলে বিভক্ত করা হয় যেখানে উপজাতি অংশের লোকেদের প্রবেশকে নিষিদ্ধ বলে ঘোষনা করা হয়।

● অনেক উপজাতি অংশের লোকেরা এই বন আইনের বিরোধীতা করতে শুরু করে তারা এই আইনকে অমান্য করে এবং এই আইনকে বেআইনি বলে গণ্য করে। অনেক উপজাতি গোষ্টী এর প্রতিবাদে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে।

● রেলের স্লিপারের জন্য গাছ কাটতে শ্রমিকের অভাব হওয়ার দরুন ব্রিটিশ সরকার বনের কিছু অংশে জুম চাষ করতে জুমচাষিদের অনুমতি প্রদান করে।

● ভারতবর্ষে সংঘটিত উপজাতি বিদ্রোহগুলির মধ্যে অন্যতম বিদ্রোহ ছিল মুন্ডা বিদ্রোহ। রাচি অঞ্চলে এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন বিরসা মুন্ডা। তার নেতৃত্বে সমস্ত মুন্ডা সম্প্রদায় বিদ্রোহে সামিল হন। মুন্ডারা এই বিদ্রোহে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে, মিশনারিদের বিরুদ্ধে আক্রমন চালায়।

কিছু গুরুত্বপূর্ণ সাল এবং ঘটনাবলী

১৮৩১-৩২ সাল = কোল বিদ্রোহ

১৮৫৫ সাল = সাঁওতাল বিদ্রোহ

১৮৭০ সাল = বিরসা জন্ম গ্রহন করেন

১৯০০ সাল = বিরসা মুন্ডা কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান

১৯০৬ সাল = আসামে সাংমা বিদ্রোহ সংগঠিত হয়েছিল

১৯১০ সাল = বস্তার বিদ্রোহ

১৯৩০ সাল = মধ্যপ্রদেশ বন সত্যাগ্রহ সংগঠিত হয়েছিল

১৯৪০ সাল = ওয়ারলি বিদ্রোহ

প্রশ্নাবলি

১। সঠিক উত্তর নির্বাচন করঃ- (প্রতিটির মান - ১)

ক) বিরসা জন্মগ্রহণ করেন –

(অ) ওরাও পরিবারে (আ) ভীল পরিবারে (ই) মুন্ডা পরিবারে (ঈ) সাওতাল পরিবারে।

খ) মুণ্ডারা বসবাস করত –

(অ) মধ্যপ্রদেশে (আ) বীরভূমে (ই) ছোটনাগপুর অঞ্চলে (ঈ) উত্তর প্রদেশে।

গ) স্থানান্তর কৃষির অপর নাম ছিল –

(অ) সমষ্টিগত চাষ (আ) অর্ধ চাষ (ই) জুমচাষ (ঈ) সোপান কৃষিচাষ

ঘ) উপজাতি গোষ্টির লোকেরা তাদের জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান কোথা থেকে পেত ?

(অ) জল থেকে (আ) বন থেকে (ই) আগুন থেকে (ঈ) সোনা থেকে।

ঙ) উড়িষ্যার জঙ্গলে কোন্ উপজাতি গোষ্টীর লোকেরা বসবাস করত ?

(অ) ভীলরা (আ) মুন্ডারা (ই) খোন্দরা (ঈ) দিকুরা।

চ) খুলুর গাড্ডিরা ছিল –

(অ) ছাগল পালক (আ) মেষ পালক (ই) কৃষক (ঈ) পশুচারণকারী।

ছ) বিরসা কী স্থাপন করতে চেয়েছিলেন ?

(অ) মুন্ডা রাজত্ব (আ) ব্রিটিশ রাজত্ব (ই) কোল রাজত্ব (ঈ) ভীল রাজত্ব।

২। শূণ্যস্থান পূরণ করঃ (প্রতিটির মান - ১)

ক) সাঁওতালরা হাজারিবাগ অঞ্চলে ———————— চাষ করত।

খ) লাবাদিরা ছিল ———————— অঞ্চলের গবাদি গৃহপালিত পশুপালক।

গ) বিরসার অনুগামিরা বিরসা রাজ্যের প্রতীক স্বরূপ ———————— পতাকা উঠায়।

ঘ) উপজাতি অঞ্চলগুলিতে ———————— ছিল গুরুত্বপূর্ণ লোক।

ঙ) বিরসা কোম্পানিতে কিছুসময় অতিবাহিত করেছিল একজন প্রখ্যাত ———————— রূপে।

চ) আসামে সাংমা বিদ্রোহ সংগঠিত হয়েছিল ———————— সালে।

৩। নিচের বাক্যগুলি থেকে সত্য-মিথ্যা নির্ণয় করোঃ (প্রতিটির মান - ১)

ক) ব্রিটিশরা উপজাতি লোকদের দিকু বলত। ☐

খ) বাইগারা উড়িষ্যায় বসবাস করত। ☐

গ) বিরসাকে সাঁওতাল ও ওরাওরা অনুসরন করতেন। ☐

ঘ) ব্রিটিশরা উপজাতিদের জীবনধারা, ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ করতে চাইতেন। ☐

ঙ) ব্রিটিশদের জুমচাষিদের স্থায়িভাবে বসবাস করার প্রচেষ্টা সফল হয়েছিল। ☐

৪। অল্প কথায় উত্তর দাওঃ (প্রতিটি প্রশ্নের মান - ১)

ক) পতিত জমি বলতে কি বোঝায় ?

_____

খ) বিরসা কাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেছিল ?

_____

গ) বাইগা কারা ছিল ?

_____

ঘ) দিকু বলতে কাদের বোঝানো হত ?

_____

ঙ) ব্রিটিশ আধিকারিকরা কাদের সভ্য বলে মনে করত ?

_____

চ) খোন্দরা কোন্ গাছগুলি থেকে তেল বের করত ?

_____

ছ) বিরসা কোথায় বড় হয়েছিলেন ?

_____

৫। নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাওঃ (প্রতিটি প্রশ্নের মান - ৩)

ক) উপজাতি সমাজের সংস্কার সাধনের জন্য বিরসা মুন্ডাদের কী করতে বলেছিল ?

খ) ব্রিটিশরা কেন বনকে সংরক্ষিত বন বলে ঘোষনা করত ?

গ) সাঁওতাল বিদ্রোহের কারণ সমূহ আলোচনা কর।

ঘ) ব্রিটিশদের বনবিভাগ ঔপনিবেশিক আমলে গাছ কাটার জন্য ভারতে কিভাবে শ্রমিক সংগ্রহ করেছিল তা লিখ।

ঙ) উপজাতিরা কেন মহাজনদের শত্রু বলে মনে করত ?

৬। নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাওঃ (প্রতিটি প্রশ্নের মান - ৫)

ক) বিরসা মুন্ডা কে ছিলেন ? তাঁর আন্দোলনের গুরুত্ব আলোচনা কর।

খ) জুমচাষ কী ? উপজাতিদের দ্বারা তা কিভাবে করা হত আলোচনা কর।

চলো করে দেখি

ক) উনিশ শতকে ভারতে গঠিত হওয়া কিছু উপজাতি বিদ্রোহেগুলির নামের তালিকা তৈরী কর এবং এই বিদ্রোহগুলির ছবিসহ তাদের সম্পর্কে ঐতিহাসিক তথ্যাদি সংগ্রহ কর।

খ) ভারতের রাজনৈতিক মানচিত্রের মধ্যে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিকে চিহ্নিত কর এবং তাদের গোষ্ঠীর নামগুলি লিখ।

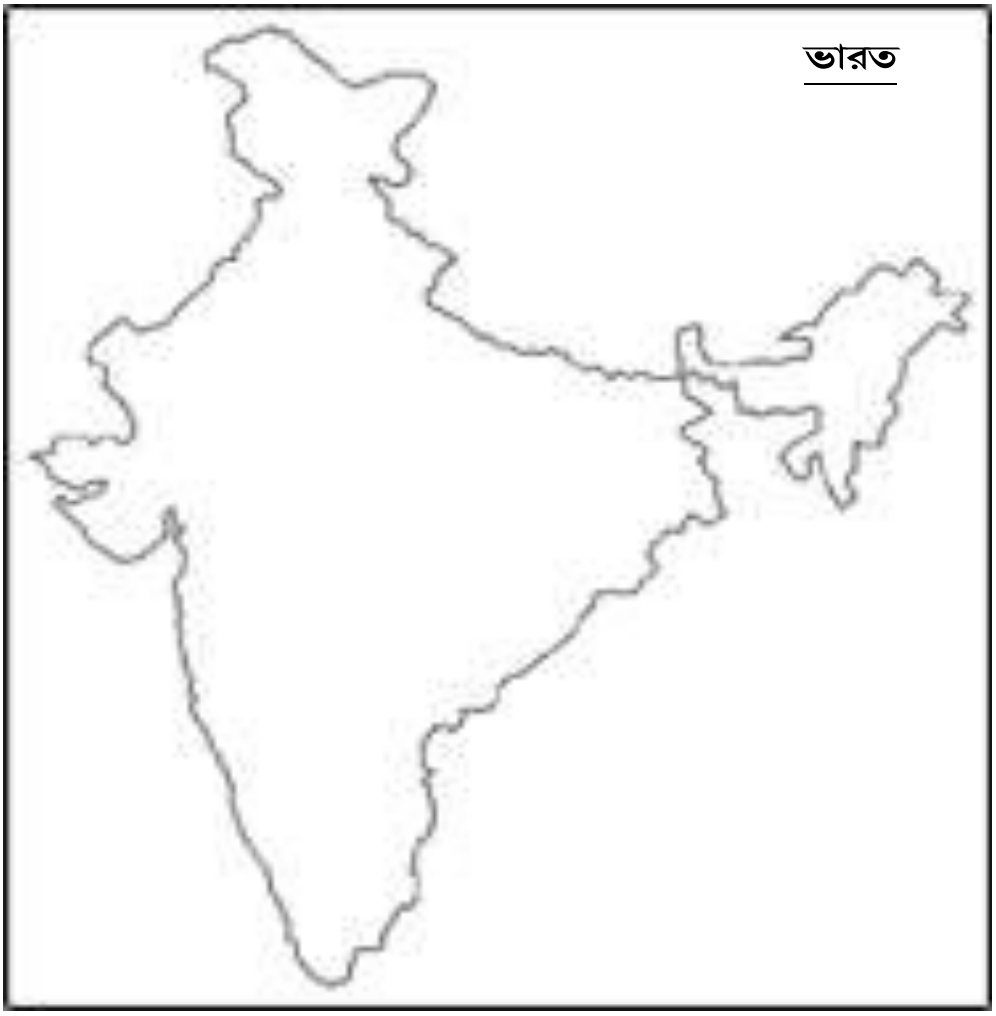

উত্তরমালা

১।(ক) (ই) মুন্ডা পরিবারে (খ) (ই) ছোটনাগপুর অঞ্চলে (গ) (ই) জুমচাষ
(ঘ) (আ) বন থেকে (ঙ) (ই) খোন্দররা (চ) (আ) মেষ পালক
(ছ) (অ) মুন্ডা রাজত্ব।

২। (ক) রেশমগুটি (খ) অন্ধ্রপ্রদেশে (গ) সাদা পতাকা (ঘ) উপজাতি প্রধানরা
(ঙ) বৈষ্ণব ধর্মপ্রচারক (চ) ১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দে।

৩। (ক) মিথ্যা (খ) মিথ্যা (গ) সত্য (ঘ) মিথ্যা (ঙ) মিথ্যা।

৪। (ক) জমির উর্বরতা ফিরে পাবার জন্য যে জমিকে এক বা তার থেকে বেশি বছরের জন্য চাষবিহীন ভাবে রাখা হত তাকে পতিত জমি বলা হত।
(খ) বিরসা হিন্দু জমিদার ও খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারকদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিল।
(গ) বাইগারা ছিল মধ্যভারতের একটি উপজাতি সম্প্রদায় যারা নিজেদের জঙ্গলের লোক বলে মনে করত।
(ঘ) স্থানীয় আদিবাসিরা ছোটনাগপুর গ্রামের বহিরাগতদের দিকু বলা হত।
(ঙ) গোণ্ড অবং সাঁওতালদের।
(চ) শালের ও মহুয়ার বীজ থেকে তেল বের করত।
(ছ) বিরসা বুহুণ্ডার জঙ্গলে বড় হয়েছিল।

৫। (ক) নমুনা প্রশ্নোত্তরঃ- বিরসা উপজাতি সমাজের সংস্কার সাধনের জন্য মুণ্ডাদের মদ্যপান থেকে বিরত থাকতে, গ্রামকে পরিষ্কার রাখতে এবং ডাকিনীবিদ্যা ও ইন্দ্রজালে বিশ্বাস না করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়
১৮৫৭ সালের গণবিদ্রোহ ও পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ

বিষয় সংক্ষেপ

● অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হতেই এদেশের রাজা ও নবাবগণ ক্রমশই তাদের ক্ষমতা, সন্মান, আধিপত্য হারাচ্ছিলেন।

● ব্রিটিশ কোম্পানির দ্বারা ঝাঁসির রানী লক্ষ্মীবাঈ এর দত্তক পুত্রকে উত্তরাধিকারি হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি।

● দ্বিতীয় বাজিরাও এর দত্তক পুত্র নানা সাহেবকে তার পিতার মৃত্যুর পর কোম্পানি তাকে পেনশন দেয়নি।

● ১৮৫৬ খ্রিষ্টাব্দে গভর্ণর জেনারেল লর্ড ক্যানিং ঘোষনা দেন যে দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ হচ্ছেন শেষ মোঘল সম্রাট।

● ব্রিটিশ কোম্পানি ভারতীয় সেনাদের প্রতি খারাপ আচরণ করত। ভারতীয় সেনারা তাদের বেতন ভাতা, চাকুরীর শর্ত নিয়ে কোম্পানির প্রতি অসন্তুষ্ট ছিল এসব কারণে তাদের মনে কোম্পানির প্রতি হতাশার সৃষ্টি হয়।

● সিপাহি বিদ্রোহের সূচনা হয়েছিল ১৮৫৭ সালে ব্যারাকপুরে যার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন মঙ্গল পাণ্ডে, যাকে ১৮৫৭ সালের ২৯শে মার্চ ফাঁসি দেওয়া হয়।

● ভারতীয় সিপাহিদের নতুন কার্তুজ ব্যবহার করতে বলা হয়েছিল কিন্তু তারা তা ব্যবহার করতে অসম্মত হল, কারণ অভিযোগ ছিল এই কার্তুজে নাকি গোরু ও শুকরের চর্বি মেশানো ছিল।

● বিদ্রোহিরা বাহাদুর শাহ জাফরকে এই বিদ্রোহের নেতা হিসাবে ঘোষনা করে। এই বিদ্রোহের অন্যান্য নেতারা ছিলেন ঝাঁসির রানী লক্ষ্মীবাঈ, নানাসাহেব, লক্ষ্ণৌর রানী বেগম হজরত মহল, বিহারের প্রাক্তন জমিদার কুনওয়ার সিং প্রমুখ।

● এই বিদ্রোহ দমন করতে ব্রিটিশদের দুই বছর সময় লেগেছিল।

● উন্নত অস্ত্র এবং একতার অভাব এই বিদ্রোহের ব্যর্থতার অন্যতম কারণ ছিল।

● বিদ্রোহের পর ভারতে কোম্পানির শাসনের অবসান ঘটে এবং ভারতকে সরাসরি রানীর অধীনে নিয়ে আসা হয় এবং গভর্ণর জেনারেলকে ভাইসরয় উপাধি দেওয়া হয়।

● ১৮৫৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কোম্পানি দ্বারা দিল্লি পুনঃদখলকৃত হয় এবং বাহাদুর শাহ ও তার স্ত্রী বেগম জিনাত মহলকে যাবজীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয় এবং তাদের রেঙ্গুনে বন্দী করে রাখা হয়। ১৮৬২ সালে বাহাদুর শাহ মারা যান।

● ১৮৫৮ সালের ১৮ই জুনমাসে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁসীর রানী লক্ষ্মীবাঈ শহীদ হন।

প্রশ্নাবলি

১। সঠিক উত্তর নির্বাচন করঃ- (প্রতিটি প্রশ্নের মান - ১)

ক) পেশোয়া দ্বিতীয় বাজিরাও এর দত্তক পুত্র ছিলেন –

(অ) তাঁতিয়া তোপি (আ) নানা ফড়নবিশ (ই) মাধবজি সিন্ধিয়া (ঈ) নানা সাহেব

খ) মহাবিদ্রোহের সূত্রপাত হয়েছিল –

(অ) ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসে (আ) ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের জুন মাসে

(ই) ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে (ঈ) ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে

গ) নানা সাহেব নিজেকে দাবি করেছিলেন –

(অ) সম্রাট হিসাবে (আ) রাজা হিসাবে (ই) পেশোয়া হিসাবে (ঈ) সিপাহি হিসাবে

ঘ) রানী লক্ষীবাঈকে হত্যা করা হয় –

(অ) ১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসে (আ) ১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দের জুন মাসে

(ই) ১৮৫৯ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে (ঈ) ১৮৫৯ খ্রিষ্টাব্দের জুন মাসে

ঙ) তাঁতিয়া তোপি সেনাপতি ছিলেন –

(অ) লক্ষীবাঈ এর (আ) নানা সাহেব এর

(ই) ব্রিটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির (ঈ) দ্বিতীয় বাহাদুর শাহের

চ) বখত খান সৈনিক ছিলেন –

(অ) মিরাটের (আ) আগ্রার (ই) বেরিলির (ঈ) দিল্লীর

ছ) ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের পর ভারতের গভর্ণর জেনারেলকে যে নাম দেওয়া হয় সেই নামটি ছিল -

(অ) রাষ্ট্রপতি (আ) ভাইসরয়

(ই) প্রধানমন্ত্রী (ঈ) লেফটেনেন্ট জেনারেল

২। শূণ্যস্থান পূরণ করঃ (প্রতিটির মান - ১)

ক) ব্রিটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বিদ্রোহ দমানোর জন্য ———— থেকে সৈন্য এদেশে এনেছিল।

খ) বাহাদুর শাহ এবং তার পরিবারকে যাবজীবন কারাদণ্ডে ———— পাঠানো হয়েছিল।

গ) ১৮৫৬ সালে গভর্ণর জেনারেল ———— ঘোষনা দেন যে দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ হচ্ছেন শেষ মোঘল সম্রাট এবং তার বংশধররা যুবরাজ বলেই সম্বোধিত হবে।

ঘ) ১৮২৪ খ্রিষ্টাব্দে ভারতীয় সিপাহিদের সমুদ্রপথে ———— যেতে বলা হয়।

ঙ) ———— ছিলেন লক্ষ্ণৌর নির্বাসন প্রাপ্ত নবাবের পুত্র।

৩। নিচের বাক্যগুলি থেকে সত্য-মিথ্যা নির্ণয় করোঃ (প্রতিটির মান - ১)

ক) দিল্লি পুনর্দখল করে ব্রিটিশ কোম্পানি এই মহা বিদ্রোহের অবসান ঘটিয়েছিল। ☐

খ) দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ দিল্লিতে মারা যান। ☐

গ) ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের পর ব্রিটিশরা খুশি ছিলেন। ☐

ঘ) দ্বিতীয় বাহাদুর শাহের স্ত্রীর নাম ছিল বেগম জিনাত মহল। ☐

ঙ) কানপুরে সিপাহি বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন রানী লক্ষ্মীবাঈ। ☐

৪। স্তম্ভ মেলাওঃ

ক - স্তম্ভ	খ - স্তম্ভ
(ক) সিপাহি বিদ্রোহ	(অ) ঝাঁসি
(খ) দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ	(আ) লক্ষ্ণৌ
(গ) বিরজিস কাদের	(ই) মিরাট
(ঘ) রানী লক্ষ্মীবাঈ	(ঈ) সিপাহি বিদ্রোহের মূল নেতা
(ঙ) কৃষক	(উ) ভারতীয়দের দ্বারা দেওয়া ব্রিটিশদের নাম
(চ) ফিরিঙ্গি	(ঊ) উচ্চহারে কর

৫। অল্প কথায় উত্তর দাওঃ (প্রতিটি প্রশ্নের মান - ১)

ক) ব্রিটিশরা কবে দিল্লি পুনঃরুদ্ধার করে ?

_____

খ) কোন্ বিদ্রোহকে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের যুদ্ধ বলা হয় ?

_____

গ) কে অযোধ্যার উপর অধীনতা মূলক মিত্রতা নীতি চাপিয়ে দেয় ?

_____

ঘ) কুনওয়ার সিং কে ছিলেন ?

_____

ঙ) ব্রিটিশদের সিপাহি বিদ্রোহ দমনে কতদিন সময় লেগেছিল ?

_____

চ) ব্রিটিশ ভারতের প্রথম ভাইসরয় কে ছিলেন ?

_____

ছ) মহারানীর ঘোষনাপত্র কবে প্রকাশিত হয় ?

_____

জ) ব্যারাকপুরে সিপাহি বিদ্রোহের নেতা কে ছিলেন ?

_____

৬। নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাওঃ (প্রতিটি প্রশ্নের মান - ২/৩)

ক) ঝাঁসীর রানী লক্ষ্মীবাঈ কোম্পানির কাছে কী আবেদন করেছিলেন ?

খ) মিরাটের ভারতীয় সিপাহিরা কেন নতুন কার্তুজের ব্যবহার করতে রাজি হননি ?

গ) ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহের প্রধান কেন্দ্র সমূহের নাম কর।

ঘ) ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহের পর বাহাদুর শাহের প্রতি কীরূপ আচরন করা হয় ?

ঙ) ব্রিটিশদের অধীনে কর্মরত ভারতীয় সিপাহিদের মনে কেন ব্রিটিশ কোম্পানির বিরুদ্ধে অসন্তোষ বৃদ্ধি পেয়েছিল ?

চ) ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহের ব্যর্থতার কারণগুলি লিখ।

৭। নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাওঃ (প্রতিটি প্রশ্নের মান - ৪/৫)

ক) কীভাবে ব্রিটিশ কোম্পানির শাসনকালে নবাব এবং রাজারা তাদের ক্ষমতা হারিয়েছিল ?

খ) ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহের কারণসমূহ আলোচনা কর।

গ) ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের পর ব্রিটিশরা ভারতে কী ধরণের পরিবর্তন সাধিত করেছিল তা আলোচনা কর।

চলো করে দেখি

(ক) ভারতের মানচিত্রে উত্তর ভারতে সিপাহি বিদ্রোহের মূল কেন্দ্রগুলোকে চিহ্নিত কর।

(খ) সিপাহি বিদ্রোহের প্রধান প্রধান নেতাদের নামের তালিকা তৈরী কর এবং তাঁদের ছবিসহ তাঁদের সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক তথ্যাদি সংগ্রহ কর।

উত্তরমালা

১। (ক) (ঈ) নানা সাহেব (খ) (অ) ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে (গ) (ই) পেশোয়া হিসাবে
(ঘ) (আ) ১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দের জুন মাসে (ঙ) (আ) নানা সাহেব এর (চ) (ই) বেরিলি
(ছ) (আ) ভাইসরয়।

২। (ক) ইংল্যান্ড থেকে (খ) রেঙ্গুনে (গ) লর্ড ক্যানিং (ঘ) বার্মাতে (ঙ) বিরজিস কাদের।

৩। (ক) মিথ্যা (খ) মিথ্যা (গ) মিথ্যা (ঘ) সত্য (ঙ) মিথ্যা।

৪। (ক) - (ই) (খ) - (ঈ) (গ) - (আ) (ঘ) - (অ) (ঙ) - (ঊ) (চ) - (উ)

৫। (ক) ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ব্রিটিশরা দিল্লি পুনরুদ্ধার করে।
(খ) সিপাহি বিদ্রোহ। (গ) লর্ড ডালহৌসি। (ঘ) বিহারের প্রাক্তন জমিদার ছিলেন কুনওয়ার সিং।
(ঙ) প্রায় দুই বছর সময় লেগেছিল। (চ) লর্ড ক্যানিং।
(ছ) ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দর ১লা নভেম্বর মহারানীর ঘোষনাপত্র প্রকাশিত হয়।
(জ) মঙ্গল পাণ্ডে ছিলেন ব্যারাকপুরে সিপাহি বিদ্রোহের নেতা।

৬। নমুনা প্রশ্নোত্তরঃ
(ক) ঝাঁসির রানী লক্ষীবাঈ তাঁর স্বামীর মৃত্যুর পর ব্রিটিশ কোম্পানির কাছে তার দত্তক পুত্রকে উত্তরাধিকারী হিসাবে স্বীকৃতি দিতে অনুরোধ করেছিলেন।

সপ্তম অধ্যায়
বয়ন শিল্পী, লৌহশিল্পী এবং কারখানা মালিকরা

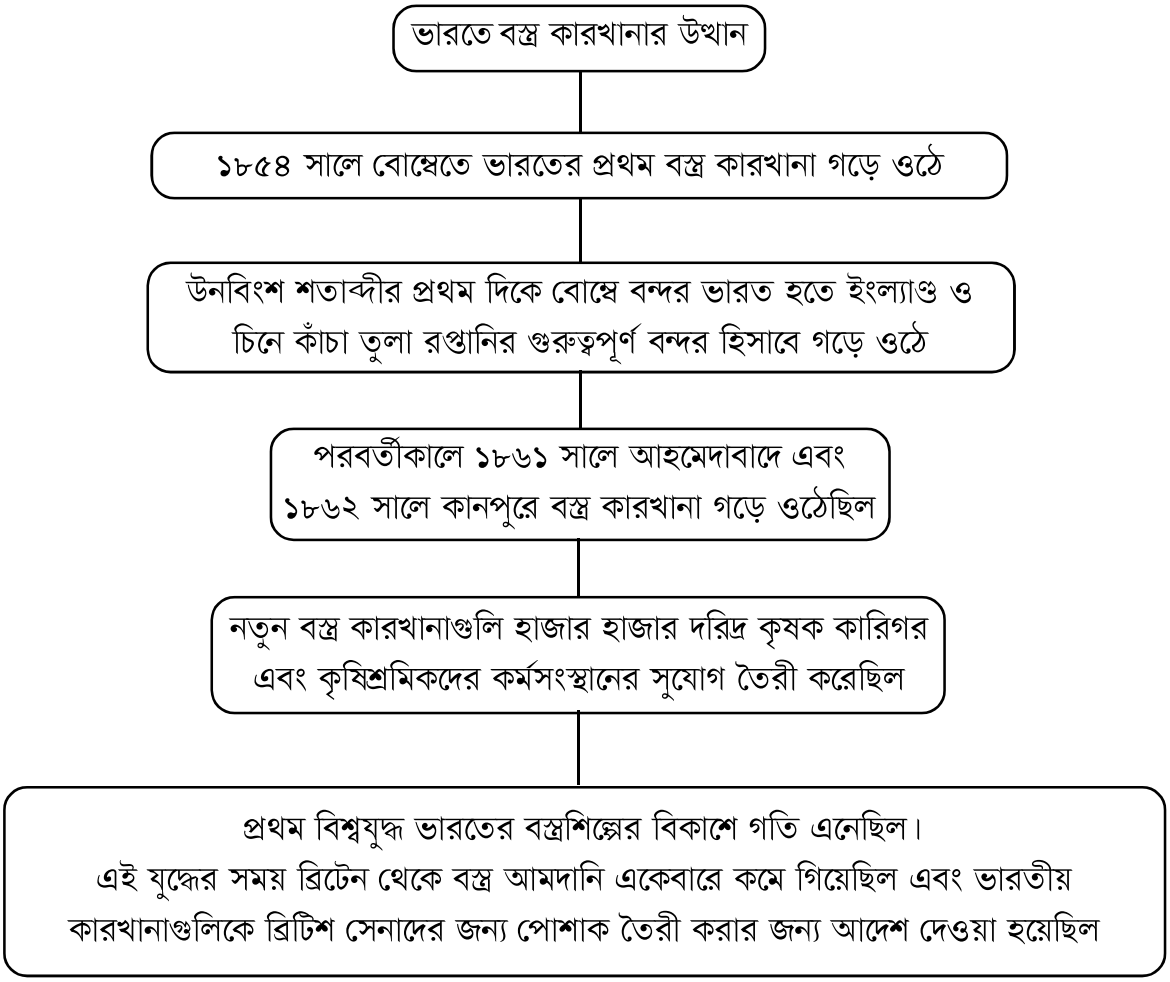

বিষয় সংক্ষেপ

- ব্রিটেনে লৌহ ও ইস্পাতশিল্প বিকশিত হতে শুরু হলে ব্রিটেন বিশ্বের কারখানা হিসেবে পরিচিত হতে শুরু করল।
- ইংরেজ যখন ভারত দখল করতে আসে তখন ভারত ছিল বিশ্বের সবচেয়ে বড় সুতি বস্ত্র উৎপাদক দেশ।
- পশ্চিম এর দেশগুলির বাজারগুলিতে ভারতীয় বস্ত্র বিখ্যাত ছিল।
- মসলিন বলতে বোঝায় সূক্ষভাবে বয়ন করা কাপড়। এই শব্দটি 'মুসল' শব্দ থেকে নেওয়া হয়েছে যা বর্তমান ইরাকের একটি শহর যেখানে ইউরোপীয় ব্যবসায়ীরা প্রথম সূক্ষভাবে বোনা ভারতীয় সুতিবস্ত্র দেখেছিল যা আরব বণিকরা নিয়ে গিয়েছিল।

● যখন পর্তুগীজরা মশলার সন্ধানে ভারতে আসে, তারা ভারতের দক্ষিন-পশ্চিমে অবস্থিত কেরালা উপকূলের কালিকট বন্দরে এসে নামে। মশলার সঙ্গে তারা সুতিবস্ত্রও নিয়ে যায় যাকে তারা 'কালিকো' (কালিকট শব্দ থেকে উৎপন্ন শব্দ) বলতো।

● ছাপাকাপড় ছিন্জ, কসায়েস এবং বন্দনা এইগুলি প্রচুর পরিমাণে ইউরোপীয়দের দ্বারা আমদানি করা হত।

● ১৭৬৪ সালে জন কেয়ী স্পিনিং জেনির আবিষ্কার এবং ১৭৬৮ সালে রিচার্ড আর্করাইট এর বাষ্পচালিত ইঞ্জিনের আবিষ্কার বস্ত্র বোনার ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনে।

● ব্রিটিশদের উৎপাদিত কাপড় ভারতীয় তাঁতি এবং ব্যবসায়ীদের উপর গভীর প্রভাব ফেলেছিল।

● ১৮৫৪ সালে বোম্বেতে ভারতের প্রথম বস্ত্র কারখানা গড়ে উঠে।

● টিপু সুলতান যিনি ১৭৯৯ সাল পর্যন্ত মহিশূরে রাজত্ব করেছিলেন তিনি ব্রিটিশদের সাথে চারটি যুদ্ধ করেছিলেন এবং শেষ যুদ্ধে তাঁর তরবারি হাতে নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যু মৃত্যু বরণ করেন। তাঁর এই তরবারিটি ব্রিটিশ সংগ্রহালয়ে সংরক্ষিত আছে। এই তরবারির বিশেষত্ব হল এটি খুব ও ধারালো ছিল, এটি কার্বন যুক্ত একটি বিশেষ ইস্পাত দিয়ে তৈরী হত যাকে উৎজ বলা হত।

● ভারতীয় উৎজ মাইকেল ফ্যারাডে নামক বিজ্ঞানিকে মুগ্ধ করেছিল যিনি দীর্ঘ চারবছর উৎজ ইস্পাতের বৈশিষ্ট্যাবলী নিয়ে গবেষণা করেছিলেন।

● টিস্কো ১৯১২ সালে ইস্পাত উৎপাদন শুরু করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ভারতে ইস্পাত উৎপাদনের উপর গভীর প্রভাব ফেলে। ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দরুন ইস্পাত রপ্তানি হ্রাস পায় এবং টিস্কো তখন তার উৎপাদন বৃদ্ধি করে।

প্রশ্নাবলি

১। সঠিক উত্তর নির্বাচন করঃ- (প্রতিটির মান - ১)

ক) ১৮৫০ সালে ব্রিটেন পরিচিত ছিল –

(অ) বস্ত্রবয়ন কেন্দ্র হিসাবে (আ) শিল্পোন্নত দেশ হিসাবে

(ই) বিশ্বের কারখানা হিসাবে (ঈ) বিখ্যাত শস্যাগার হিসাবে

খ) ভারতবর্ষ বিশ্বের সবচেয়ে বড় সুতিবস্ত্র উৎপাদক দেশ ছিল –

(অ) ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে (আ) ১৭৫০ খ্রিষ্টাব্দে

(ই) ১৭৩০ খ্রিষ্টাব্দে (ঈ) ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দে

গ) ইউরোপীয় ব্যবসায়ীরা প্রথম ভারতীয় সুতিবস্ত্র দেখেছিলেন –

(অ) ভারতীয় ব্যবসায়ীদের কাছে (আ) পর্তূগীজ ব্যবসায়ীদের কাছে

(ই) আরব ব্যবসায়ীদের কাছে (ঈ) ব্রিটিশ ব্যবসায়ীদের কাছে

ঘ) পর্তূগীজরা প্রথম ভারতে এসেছিল –

(অ) মশলার খোঁজে (আ) ভারতীয় সুতিবস্ত্রের খোঁজে

(ই) টেরাকোটার জিনিসের খোঁজে (ঈ) সাপের চামড়ার খোঁজে

ঙ) জন আর্করাইট দ্বারা যে জিনিসটি আবিষ্কারের ফলে বস্ত্র বোনার ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়, সেই জিনিসটি ছিল –

(অ) স্পিনিংজেনি আবিষ্কার (আ) হস্ততাঁত আবিষ্কার

(ই) সুতা কাটার টাকু আবিষ্কার (ঈ) বাস্পচালিত ইঞ্জিন আবিষ্কার

চ) ভারতে প্রথম কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত হয় –

(অ) বোম্বেতে (আ) মাদ্রাজে

(ই) সুরাটে (ঈ) কলকাতায়

ছ) বয়নকারী সম্প্রদায় যাদের অসাধারণ বয়ন দক্ষতা সম্পন্ন গুণাবলী রয়েছে কোন্ রাজ্যে তাদের তাঁতি বলা হয় ?

(অ) বাংলায় (আ) বিহারে

(ই) মাদ্রাজে (ঈ) কেরালায়

জ) ভারতের জাতীয়তাবাদের প্রতীক ছিল –

(অ) চড়কা (আ) মসলিন

(ই) খাদি (ঈ) গান্ধি টুপি

ঝ) টাটা আয়রন এবং স্টিল কোম্পানি তার ইস্পাত উৎপাদনের কাজ শুরু করেছিল –

(অ) ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে (আ) ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে

(ই) ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে (ঈ) ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে

২। শূণ্যস্থান পূরণ করঃ (প্রতিটির মান - ১)

ক) ইউরোপীয় ব্যবসায়ীরা সুক্ষভাবে বোনা বস্ত্রকে বলত ————।

খ) জন কেরী ———— আবিষ্কার করেন।

গ) যারা সুতো রং করার কাজ করতেন তাদের বলা হত ————।

ঘ) ———— ছিল এমন একটি যন্ত্র যা দিয়ে সুতাকে কাটা হত।

ঙ) টাটা আয়রন এণ্ড স্টিল কোম্পানি অবস্থিত ছিল ———— নদীর তীরে।

চ) ছোটনাগপুরের ———— অঞ্চলে উৎকৃষ্ট মানের আকরিক লৌহ সঞ্চিত ছিল যা দোরাবজি টাটা সন্ধান করেছিলেন।

৩। নিচের বাক্যগুলি থেকে সত্য-মিথ্যা নির্ণয় করোঃ (প্রতিটির মান - ১)

ক) ব্রিটিশদের বাংলা দখলের আগে ভারত ছিল বিশ্বের সবচেয়ে বড় সুতিবস্ত্র উৎপাদক দেশ। ☐

খ) জামদানি কাপড়ের জন্য পূর্ববঙ্গের ঢাকা ছিল বিখ্যাত। ☐

গ) টিপুর বিখ্যাত তরবারিটি মহিশূরের সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত রয়েছে। ☐

ঘ) ব্রিটেন থেকে উৎজ ইস্পাত রপ্তানি করা হত। ☐

ঙ) প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে এবং এর পরবর্তীকালে ভারতীয় শিল্পজাত পন্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। ☐

৪। স্তম্ভ মেলাওঃ

ক - স্তম্ভ	খ - স্তম্ভ
(ক) সমস্ত সুতিবস্ত্রের সাধারণ নাম	(অ) কালিকো আইন
(খ) প্রথম বস্ত্র কারখানা গড়ে উঠে	(আ) কালিকো
(গ) যে আইন ভারতীয় ছিট কাপড় ব্যবহার নিষিদ্ধ করে	(ই) ১৮৫৪ সালে
(ঘ) টিপুসুলতানের তরবারি	(ঈ) জামসেদপুর
(ঙ) টিসকো	(উ) উৎজ-ইস্পাত

৫। অল্প কথায় উত্তর দাওঃ (প্রতিটি প্রশ্নের মান - ১)

ক) ইউরোপীয় ব্যবসায়ীরা প্রথম কোথায় উৎকৃষ্ট মানের ভারতীয় সুতিবস্ত্রের সন্ধান পায় ?

_____

খ) ছিনজা শব্দটি কোন শব্দ থেকে এসেছে ?

_____

গ) ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ত্রিবর্ণ পতাকার মাঝখানে কোন্ জিনিসকে স্থান দেওয়া হয়েছিল ?

_____

ঘ) কোন্ জিনিসটা ব্যবহারের ফলে টিপু সুলতানের তরবারির ধারটি কঠিন ও তীক্ষ্ণ ছিল ?

_____

ঙ) প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কবে হয় ?

_____

চ) রংরেজদের কাজ কী ছিল ?

_____

ছ) ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দে বোম্বেতে কতগুলি মিল চালু ছিল ?

_____

৬। নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাওঃ (প্রতিটি প্রশ্নের মান - ৩/৪)

ক) বস্ত্র উৎপাদন করার বিভিন্ন ধাপগুলি সম্পর্কে আলোচনা কর।

খ) মহাত্মা গান্ধী দ্বারা খাদি কীভাবে জাতীয়তাবাদের প্রতীক হিসাবে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল ?

গ) ব্রিটিশ সরকার কেন ১৭২০ খ্রিষ্টাব্দে কালিকো আইন প্রণয়ন করতে বাধ্য হয়েছিল ?

ঘ) উৎজ ইস্পাত তৈরীর কৌশলগুলি সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে আলোচনা কর।

৭। নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাওঃ (প্রতিটি প্রশ্নের মান - ৪/৫)

ক) ভারতের লৌহ উৎপাদনে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কীরূপ প্রভাব ফেলেছিল তা আলোচনা কর।

খ) ভারতীয় হস্তচালিত বস্ত্রবয়নের কেন পুরোপুরি অবক্ষয় ঘটেনি তার কারণ বিবৃত কর।

চলো করে দেখি

(ক) অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ভারতের প্রধান বস্ত্র বয়ন কেন্দ্রগুলিকে ভারতের রাজনৈতিক মানচিত্রে চিহ্নিত কর।

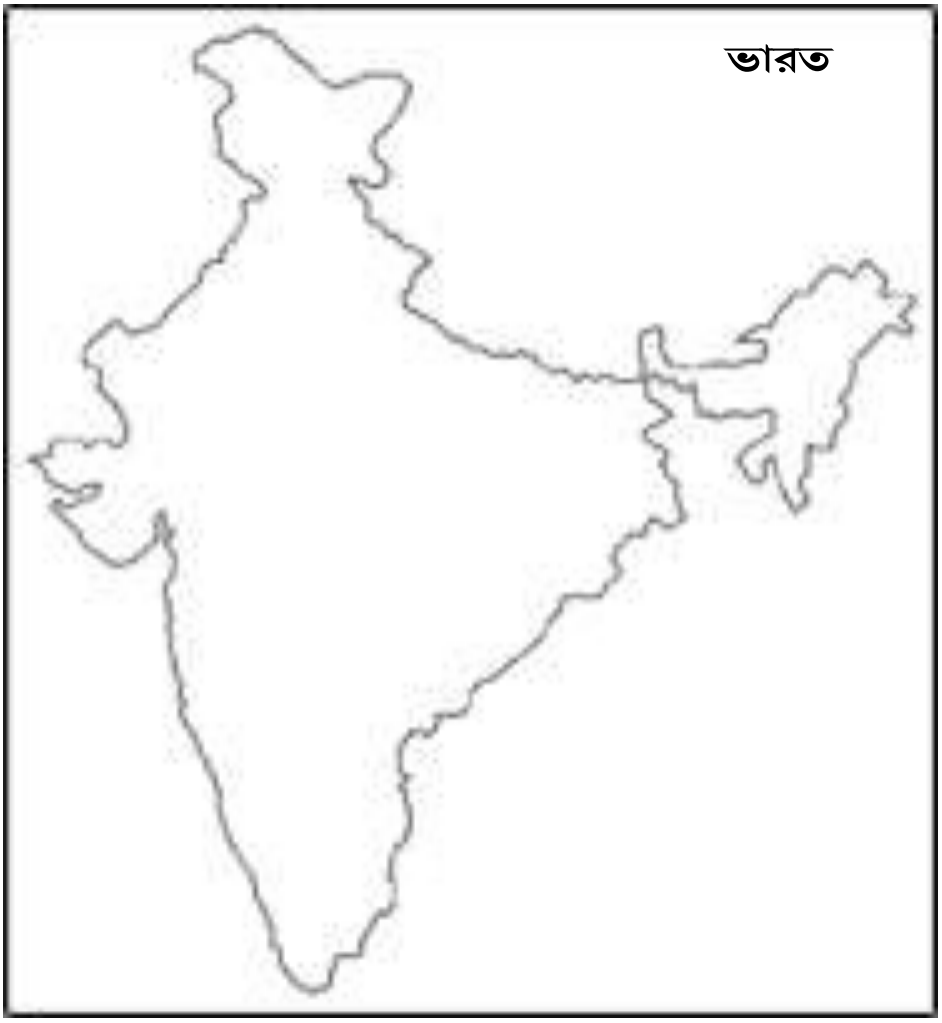

(খ) TISCO সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ কর এবং ভারতের লৌহ ইস্পাত উৎপাদনে এর ভূমিকা সম্পর্কে জানার চেষ্টা কর।

উত্তরমালা

১। (ক) (ই) বিশ্বের কারখানা হিসাবে পরিচিত (খ) (আ) ১৭৫০ খ্রিষ্টাব্দে
(গ) (ই) আরব ব্যবসায়ীদের কাছে (ঘ) (অ) মশলার খোঁজে (ঙ) (ঈ) বাষ্পচালিত ইঞ্জিন
(চ) (অ) বোম্বেতে (ছ) (অ) বাংলায় (জ) (ই) খাদি (ঝ) (ই) ১৯১২ খ্রিষ্টাব্দে।

২। (ক) মসলিন (খ) স্পিনিং জেনি (গ) রংরেজ (ঘ) চড়কা (ঙ) সুবর্ণরেখা নদীর তীরে
(চ) রাজহারা অঞ্চল।

৩। (ক) সত্য (খ) সত্য (গ) মিথ্যা (ঘ) মিথ্যা (ঙ) সত্য।

৪। (ক) - (আ) (খ) - (ই) (গ) - (অ) (ঘ) - (উ) (ঙ) - (ঈ)

৫। (ক) বর্তমান ইরাকের মসুল নামক শহরে। (খ) ছিনজ শব্দটি এসেছে হিন্দি ছিট শব্দ থেকে।
(গ) চড়কাকে স্থান দেওয়া হয়েছে। (ঘ) উৎজ ইস্পাত ব্যবহারের ফলে।
(ঙ) ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। (চ) রংরেজদের কাজ ছিল সুতো রং করা।
(ছ) ৮৪টি মিল চালু ছিল।

৬। নমুনা প্রশ্নোত্তরঃ

(ক) বস্ত্র উৎপাদনের প্রথম ধাপ ছিল সুতো কাটা। মহিলারাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই কাজটি করতেন। চড়কা এবং টাকিল ছিল সুতো কাটার ঘরোয়া যন্ত্র। চড়কায় সুতোকে কাটা হত এবং টাকিল এ তা ঘুরিয়ে জমানো হত। যখন চড়কা কাটা শেষ হত তখন বয়নশিল্পীরা তা দিয়ে কাপড় বুনতেন।

অষ্টম অধ্যায়
দেশীয়দের সভ্য করে তোলা এবং জাতিকে শিক্ষিত করা

বিষয় সংক্ষেপ

● ভারতবর্ষে তাদের আধিপত্য স্থাপন করার পর ব্রিটিশরা ভারতীয়দের সভ্য করে তোলার কথা ভাবে। এইজন্য তারা ভারতীয়দের রীতিনীতি ও মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটিয়ে ভারতীয়দের সঠিক শিক্ষা দেবার ব্যাপারে উদ্যোগী হয়।

● উইলিয়াম জোনস, হেনরি থমাস কোলব্রুক এবং নেথিনিয়াল হেলহেড একত্রে বাংলায় এশিয়াটিক সোসাইটি স্থাপন করেন এবং এশিয়াটিক রিসার্চেজ নামক পত্রিকা প্রকাশ করতে শুরু করেন।

● ১৭৮১ সালে কলকাতায় একটি মাদ্রাসা স্থাপন করা হয়।

● ১৭৯১ সালে বেনারসে হিন্দু কলেজ স্থাপন করা হয়।

● ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে একদল ব্রিটিশ আধিকারিক শিক্ষার প্রাচ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনা করতে শুরু করেন। তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন জেমস মিল, মেকলে প্রমুখ।

● ১৮৫৪ সালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কোর্ট ওব ডিরেক্টরস ভারতের গভর্ণর জেনারেলের কাছে একটি শিক্ষা সংক্রান্ত ডেসপাস প্রেরণ করেন, এটি উডের ডেসপাস নামে পরিচিত।

● এই উডের ডেসপাসের দ্বারা ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তন আনা হয় যার অঙ্গ হিসাবে পৃথক শিক্ষা দপ্তর স্থাপন সহ প্রেসিডেন্সি শহরগুলিতে একটি করে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়।

● উপনিবেশিক শাসনকালে ভারতের স্থানীয় বিদ্যালয়গুলিকে পাঠশালা বলা হত যেখানে শিক্ষাদান ব্যবস্থা ছিল নমনীয়।

● ১৮৩৩ খ্রিষ্টাব্দে উইলিয়াম অ্যাডাম ভারতের চিরাচরিত শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে একটি রিপোর্ট পেশ করেন যা অ্যাডাম রিপোর্ট নামে পরিচিত।

● গান্ধিজী এবং রবীন্দ্রনাথ উভয়ই পাশ্চাত্য শিক্ষা পদ্ধতির বিরোধী ছিলেন।

● ১৯০১ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলকাতায় শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠা করেন।

প্রশ্নাবলি

১। সঠিক উত্তর নির্বাচন করঃ- (প্রতিটির মান - ১)

ক) যিনি বিভিন্ন ভাষা জানেন ও ভাষা নিয়ে অধ্যয়ন করেন তাকে বলা হয় –

(অ) ভাষাতাত্বিক (আ) পণ্ডিত

(ই) শিক্ষাবিদ (ঈ) প্রাচ্যবাদী

খ) হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয় –

(অ) কলকাতায় (আ) মাদ্রাজে

(ই) বেনারসে (ঈ) বোম্বেতে

গ) ইংলিশ এডুকেশন অ্যাক্ট বা ইংরেজি শিক্ষা আইন চালু হয় –

(অ) ১৮২৫ খ্রিষ্টাব্দে (আ) ১৮৩৫ খ্রিষ্টাব্দে

(ই) ১৮৪৫ খ্রিষ্টাব্দে (ঈ) ১৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দে

ঘ) চার্লস্ উড ছিলেন –

(অ) একজন শিক্ষাবিদ

(আ) কোম্পানির বোর্ড অফ কন্ট্রোলের ভাইস কমিশনার

(ই) কোম্পানির বোর্ড অফ কন্ট্রোলের সভাপতি

(ঈ) এইগুলির মধ্যে কেউই নয়

ঙ) উইলিয়াম অ্যাডাম এক লাখের বেশি পাঠশালার সন্ধান পান –

(অ) শুধু বাংলায় (আ) বিহারে

(ই) বাংলা এবং বিহারে (ঈ) বিহার ও অযোধ্যায়

২। শূণ্যস্থান পূরণ করঃ (প্রতিটির মান - ১)

ক) অনেক ব্রিটিশ আধিকারিকরা মনে করতেন প্রাচ্যের জ্ঞান হল ———— এবং ———— পরিপূর্ণ।

খ) এশিয়াটিক রিসার্চেজ নামক পত্রিকাটি প্রকাশ করেন ————।

গ) পাঠশালার শিক্ষকদের বলা হত ————।

ঘ) মহাত্মা গান্ধী ———— ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে চাইতেন।

ঙ) ১৮৩০ সালে বাংলা ও বিহারে ———— পাঠশালা ছিল।

চ) মহাত্মা গান্ধির মতে পাশ্চাত্য শিক্ষা বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং ব্যবহারিক জ্ঞানের বদলে ———— বেশি মূল্য দিত।

ছ) ———— ছিলেন একজন স্কটিশ মিশনারি যিনি শ্রীরামপুর মিশন স্থাপনে সহায়তা করেছিলেন।

৩। স্তম্ভ মেলাওঃ

ক - স্তম্ভ	খ - স্তম্ভ
(ক) দেশীয় শিক্ষা	(অ) স্কটিশ মিশনারি
(খ) একটি আরবিক শব্দে শিক্ষার স্থান	(আ) থমাস বেবিংটন মেকলে
(গ) উইলিয়াম অ্যাডাম	(ই) পাঠশালা
(ঘ) ১৮৩৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের মিনিট	(ঈ) মাদ্রাসা

৪। নিচের বাক্যগুলি থেকে সত্য-মিথ্যা নির্ণয় করোঃ (প্রতিটির মান - ১)

ক) জেমস মিলে ভারত এবং আরবীয় সাহিত্যের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। ☐

খ) মিশনারিরা মনে করতেন শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত মানুষের নৈতিক চরিত্রের উন্নতি সাধন করা। ☐

গ) থমাস বেবিংটন মেকলে মনে করেছিলেন ভারতে ইউরোপীয়দের মত শিক্ষা আবশ্যিক ছিল। ☐

ঘ) উইলিয়াম অ্যাডাম বাংলা এবং উড়িষ্যার বিভিন্ন জেলা পরিভ্রমন করেছিলেন। ☐

ঙ) পাঠশালার মধ্যে আলাদা শ্রেণীকক্ষ ও ছাপানো বই এর ব্যবস্থা ছিল। ☐

৫। এলোমেলো শব্দগুলিকে সাজিয়ে শব্দ তৈরী করে শূণ্যস্থান পূরণ করঃ (প্রতিটি প্রশ্নের মান - ১)

ক) যে শব্দকে দিয়ে স্থানীয় ভাষাকে বোঝানো হয় ——————————। (ক ভা র্না লা র)

খ) ব্রিটিশ আমলে স্থানীয় বিদ্যালয়গুলিকে বলা হত ——————————। (লা পা শা ঠ)

গ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শান্তির আগার ——————————। (কে নি ন ত ন্তি শা)

ঘ) যে ব্যক্তি ফার্সি লিখতে ও পড়তে জানেন ——————————। (শি ন মু)

৬। অল্প কথায় উত্তর দাওঃ (প্রতিটি প্রশ্নের মান - ১)

ক) বাংলায় এশিয়াটিক সোসাইটি কে প্রতিষ্ঠা করেন ?

_____

খ) ১৭৮১ সালে কলকাতায় কেন একটি মাদ্রাসা স্থাপন করা হয় ?

_____

গ) ভার্নাকুলার শব্দটি দিয়ে কী বোঝানো হত ?

_____

ঘ) প্রাচ্যবাদী কারা ?

_____

ঙ) পাশ্চাত্য শিক্ষা আমাদের দাসে পরিণত করেছে - কে বলেছিলেন ?

_____

চ) শ্রীরামপুর কলেজ কবে প্রতিষ্ঠিত হয় ?

_____

৭। নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাওঃ (প্রতিটি প্রশ্নের মান - ৩)

ক) ভারতে প্রাচ্যবাদী শিক্ষা সম্পর্কে মেকলের কী মতামত ছিল ?

খ) ১৮৩৫ সালে ইংরেজি শিক্ষা আইনে কি বলা হয়েছিল ?

গ) রবীন্দ্রনাথ কী ধরণের বিদ্যালয় স্থাপন করতে চেয়েছিলেন ?

ঘ) প্রাচ্যবাদী শিক্ষার ক্ষেত্রে উইলিয়াম জোনেসের অবদান কী ছিল ?

৮। নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাওঃ (প্রতিটি প্রশ্নের মান - ৫)

ক) শিক্ষা সম্পর্কে অ্যাডামের প্রতিবেদন আলোচনা কর।

খ) উডের প্রতিবেদন এবং ইহার সুবিধাসমূহ বর্ণনা কর।

গ) ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতের পাঠশালাগুলি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা কর।

চলো করে দেখি

(ক) ভারতের কিছু বিখ্যাত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম ও ছবি সংগ্রহ কর এবং তাদের সম্পর্কে ঐতিহাসিক তথ্য জানার চেষ্টা কর।

(খ) তোমাদের শ্রেণীকক্ষের সহপাঠিদের বিভিন্ন দলে বিভক্ত কর এবং ভারতে কী বিদ্যালয়ে পাঠদানের একমাত্র মাধ্যম ইংরেজি হওয়া উচিত এ নিয়ে বিভিন্ন দলের মধ্যে আলোচনা কর।

উত্তরমালা

১। (ক) (অ) ভাষাতাত্ত্বিক (খ) (ই) বেনারসে (গ) (আ) ১৮৩৫ খ্রিষ্টাব্দে
(ঘ) (ই) কোম্পানির বোর্ড অফ কন্ট্রোলের সভাপতি (ঙ) (ই) বাংলা এবং বিহার

২। (ক) ভুলে, অবৈজ্ঞানিক চিন্তায় (খ) উইলিয়াম জোনস (গ) গুরু (ঘ) ভারতীয় (ঙ) এক লক্ষ
(চ) পাঠ্য পুস্তককে (ছ) উইলিয়াম কেরী।

৩। (ক)-(ই) (খ)-(ঈ) (গ)-(অ) (ঘ)-(আ)।

৪। (ক) সত্য (খ) সত্য (গ) সত্য (ঘ) সত্য (ঙ) মিথ্যা।

৫। (ক) ভার্নাকুলার (খ) পাঠশালা (গ) শান্তিনিকেতন (ঘ) মুনশি।

৬। (ক) স্যার উইলিম জোনস

(খ) আরবী, ফার্সি এবং মুসলিম আইন শিক্ষাদানে উৎসাহি করার জন্য ১৭৮১ সালে কলকাতায় একটি মাদ্রাসা স্থাপন করা হয়।

(গ) মান্য ভাষার থেকে পৃথক স্থানীয় ভাষাকে বোঝানো হত। ভারতের মত ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে ব্রিটিশরা স্থানীয় দৈনন্দিন ব্যবহৃত ভাষাকে সাম্রাজ্যের ভাষা ইংরেজি থেকে পৃথক করতে এই শব্দ ব্যবহার করত।

ঘ) ব্রিটিশ কোম্পানির শাসনকালে যেসকল শিক্ষাবিদ প্রাচ্য শিক্ষার প্রসার ও শিক্ষা খাতের অর্থ দেশীয় ভাষা শিক্ষার জন্য ব্যয় করার কথা বলেন তাঁরা প্রাচ্যবাদী নামে পরিচিত।

(ঘ) মহাত্মা গান্ধি বলেছেন। (ঙ) ১৮১৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়।

নমুনা প্রশ্নোত্তর

৭। (ক) প্রাচ্যের শিক্ষা সম্পর্কে মেকলের মতামত ছিল নিম্নরূপঃ-

(অ) মেকলে ভারতকে একটি অসভ্য দেশ হিসাবে দেখতেন যাকে সভ্য করা দরকার।

(আ) মেকলের মতে প্রাচ্যে জ্ঞানের এমন কোনো শাখা নেই যা পাশ্চাত্য শিক্ষার সঙ্গে তুলনীয়।

(ই) তিনি ঘোষনা করেন এবং বলেন একথা কেউ অস্বীকার করতে পারবেনা যে ভারত ও আরবের সমস্ত সাহিত্য ইউরোপের যেকোন ভাল লাইব্রেরীর একটি তাকে যা থাকবে তার সমানমাত্র।

(ঈ) তিনি বলেন যে প্রাচ্য শিক্ষার পেছনে ব্রিটিশ সরকার জনগণের অর্থ অযথা ব্যয় করছেন কারণ এশিক্ষার কোনো বাস্তব ব্যবহার নেই।

নবম অধ্যায়
নারী জাতপাত এবং সংস্কার আন্দোলন

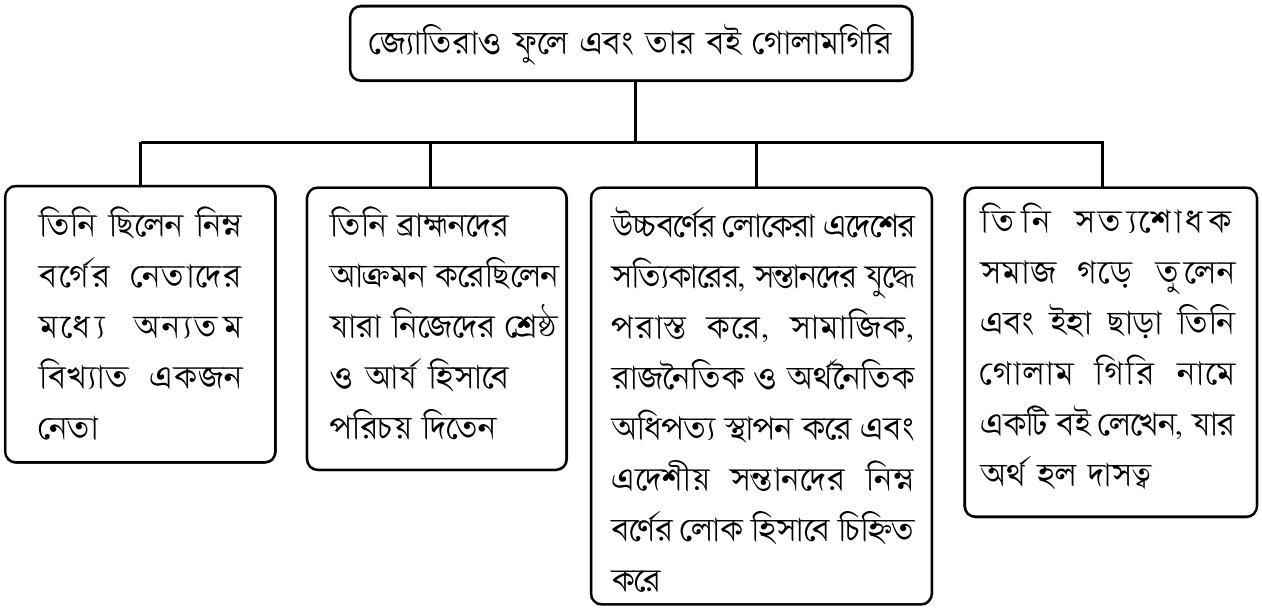

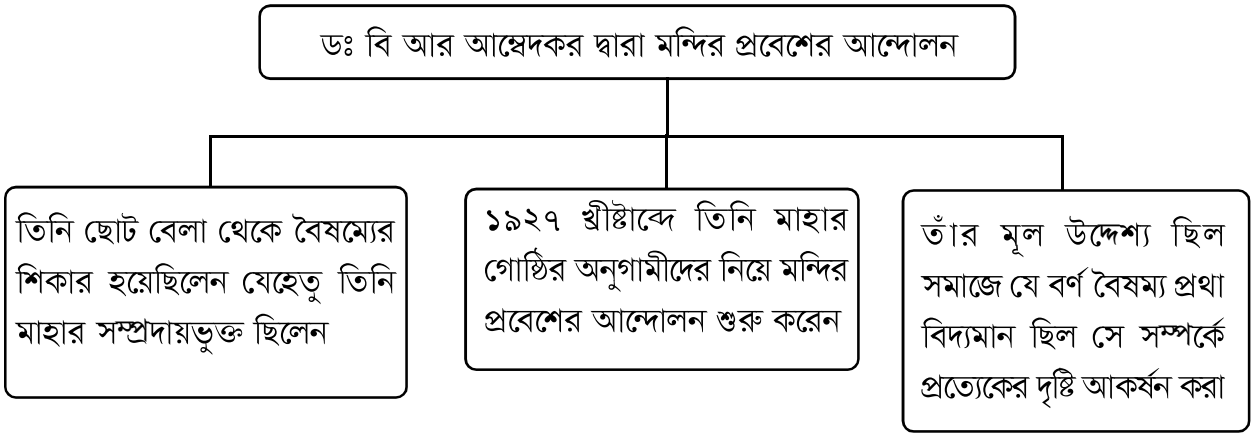

বিষয় সংক্ষেপ

● প্রায় দুইশত বছর আগে ভারতীয় নারীদের উপর বিভিন্ন বিধি নিষেধ আরোপিত ছিল সেই সাথে বিভিন্ন কুপ্রথাও সমাজে প্রচলিত ছিল যেমন সতীদাহ প্রথা, বৈধব্য প্রথা, বহুবিবাহ প্রথা ইত্যাদি। ইহা ছাড়া সেই সময় নারীদের সম্পত্তিতে কোনো অধিকার ছিল না।

● জাতপাতের ভিত্তিতে সেই সময় ভারতীয় সমাজ বিভক্ত ছিল। যেমন ব্রাহ্মন ও ক্ষত্রিয়রা বৈশ্য এবং কৃষকদের থেকে নিজেদের উচ্চজাতি বলে মনে করত এবং শুদ্রদের সমাজে একদম সর্বনিম্ন পর্যায়ে স্থান দেওয়া হত।

● রাজা রামমোহন রায় কলকাতার বুকে ব্রাহ্মসভা নামে একটি সমিতি গঠন করেন এটিই পরবর্তীকালে ১৮৩০ সালে ব্রাহ্ম সমাজ নামে পরিচিতি লাভ করে।

● রাজা রামমোহন রায়ের অক্লান্ত চেষ্টায় এবং লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক যিনি ছিলেন ভারতের গভর্নর জেনারেল ওনার সহায়তায় ১৮২৯ খ্রিষ্টাব্দে সতীদাহ প্রথা আইনত রদ করা হয়।

● ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চেষ্টায় ১৮৫৬ খ্রিষ্টাব্দে বিধবা পূনর্বিবাহ আইন পাশ হয়।

● স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী ১৮৭৫ খ্রিষ্টাব্দে 'আর্য সমাজে'র প্রতিষ্ঠা করেন।

● তারাবাঈ সিন্ধে স্ত্রী-পুরুষ তুলনা নামে একটি বই প্রকাশ করেন যেখানে তিনি সমাজে পুরুষতন্ত্রের সমালোচনা করেছিলেন।

● জাতিগত বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য জ্যোতিরাও ফুলে 'সত্যশোধক' সমাজ গড়ে তোলেন।

● ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দে জ্যোতিরাও ফুলে 'গোলাম গিরি' নামে একটি বই লেখেন যার অর্থ ছিল দাসত্ব।

● ডঃ বি আর আম্বেদকর তাঁর মাহার গোষ্ঠীর অনুগামীদের নিয়ে ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে মন্দিরে প্রবেশের আন্দোলন শুরু করেন।

● ই. ভি. রামস্বামী নাইকের যিনি পেরিয়র নামে পরিচিত ছিলেন তিনি বিভিন্ন সামাজিক বৈষম্য ও ব্রাহ্মন্যবাদের আধিপত্যের বিরুদ্ধে আত্মমর্যাদার আন্দোলন শুরু করেন।

● স্যার সৈয়দ আহমেদ খান মুসলিম সমাজ সংস্কারক হিসাবে আলিগড় আন্দোলনের সুত্রপাত করেন।

প্রশ্নাবলি

১। সঠিক উত্তর নির্বাচন করঃ- (প্রতিটির মান - ১)

ক) রাজা রামমোহন রায় যে সমিতিটি স্থাপন করেন সেটি হল –

(অ) আর্য সমাজ (আ) ব্রাহ্মন সমাজ (ই) ব্রাহ্ম সমাজ (ঈ) প্রার্থনা সমাজ

খ) সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ হয় –

(অ) ১৮৩৯ খ্রিষ্টাব্দে (আ) ১৮২৯ খ্রিষ্টাব্দে (ই) ১৮১৯ খ্রিষ্টাব্দে (ঈ) ১৮০৯ খ্রিষ্টাব্দে

গ) ১৮৫৬ সালে পাশ করা একটি আইনে আইনত স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল–

(অ) বিধবা পূনর্বিবাহকে (আ) বাল্য বিবাহকে (ই) আন্ত-বর্ণ বিবাহকে (ঈ) বহুবিবাহকে

ঘ) তারাবাঈ সিন্ধে যে বইটি প্রকাশিত করেন সেটি হল –

(অ) 'স্ত্রী-পুরুষ তুলনা' (আ) 'স্ত্রী-পুরুষ সামন্ত' (ই) 'স্ত্রী-পুরুষ একতা' (ঈ) 'স্ত্রী-পুরুষ'

ঙ) পেরিয়ার যে আন্দোলন করেছিলেন সেটি হল –

(অ) আত্মমর্যাদার আন্দোলন (আ) মন্দির প্রবেশের আন্দোলন

(ই) সৎনামি আন্দোলন (ঈ) ওয়াহাবি আন্দোলন

চ) ডঃ বি আর আম্বেদকর জন্মগ্রহন করেছিলেন –

(অ) মুন্ডা পরিবারে (আ) মাহার পরিবারে (ই) ব্রাহ্মন পরিবারে (ঈ) ধনী পরিবারে

২। শূন্যস্থান পূরণ করঃ- (প্রতিটি মান - ১)

ক) রাজা রামমোহন রায় যে কু-প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিলেন সেটি হল ———— প্রথা।

খ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রাচীন শাস্ত্রীয় পুঁথি প্রমান হিসাবে তুলে ধরে দেখাতে চেয়েছিলেন যে ———— পূনর্বিবাহ করাটা যুক্তিযুক্ত।

গ) গোলামগিরি শব্দের অর্থ ছিল ————।

ঘ) আলিগড় আন্দোলনের সুত্রপাত করেছিলেন ————।

ঙ) মহামেডান অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ পরবর্তী সময়ে ———— নামে পরিচিতি লাভ করে।

চ) 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থটির লেখক ছিলেন ————।

৩। সত্য মিথ্যা নির্ণয় করঃ- (প্রতিটির মান - ১)

ক) বেগম রোকেয়া শাখাওয়াত হোসেন কলিকাতা ও পাটনাতে মুসলিম মেয়েদের জন্য একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ☐

খ) স্যার থিয়োডর বেক ছিলেন হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ। ☐

গ) মেট্রোপলিটন স্কুল স্থাপন করেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। ☐

ঘ) ব্রাহ্মসভা ১৮২৭ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। ☐

ঙ) ডঃ বি আর আম্বেদকর ছিলেন প্রার্থনা সমাজের একজন নেতা। ☐

৪। স্তম্ভ মেলাওঃ-

ক - স্তম্ভ	খ - স্তম্ভ
(ক) রাজা রামমোহন রায়	(অ) বিধবা পুনর্বিবাহ
(খ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	(আ) আর্যসমাজ
(গ) দয়ানন্দ সরস্বতী	(ই) কেরালা
(ঘ) শ্রী-নারায়ন গুরু	(ঈ) ব্রাহ্ম সভা

৫। অল্প কথায় উত্তর দাওঃ- (প্রতিটি প্রশ্নের মান - ১)

ক) সত্যশোধক সমাজ কে প্রতিষ্ঠা করেন ?

_____

খ) পেরিয়র নামে কে পরিচিত ছিলেন ?

_____

গ) ডিরোজিও এর প্রকৃত নাম কী ছিল ?

_____

ঘ) পুনেতে 'Widow Home' কে প্রতিষ্ঠা করেন ?

_____

ঙ) মহামেডান অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ কে প্রতিষ্ঠা করেন ?

_____

চ) ঘাসিদাস কোন আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ?

_____

৬। নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাওঃ- (প্রতিটি প্রশ্নের মান - ৩)

ক) বিধবা পূনর্বিবাহ আইন প্রবর্তনে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কী ভূমিকা ছিল তা লিখ।

খ) আলিগড় আন্দোলন কী ছিল?

গ) পেরিয়ার কেন কংগ্রেস ত্যাগ করেছিলেন?

ঘ) সমাজ সংস্কারক হিসাবে পন্ডিত রমাবাঈ এর অবদান আলোচনা কর।

ঙ) রামকৃষ্ণ মিশনের উপর সংক্ষিপ্ত টিকা লিখ।

চ) ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য কী ছিল ?

৭। নিচের প্রশ্নগুলির বিস্তৃতভাবে উত্তর দাওঃ- (প্রতিটি প্রশ্নের মান - ৫)

ক) নারীকল্যান ও সমাজ সংস্কারক হিসাবে রাজা রামমোহন রায়ের অবদান বিশদভাবে ব্যাখ্যা কর।

খ) বর্ণ বিভক্ত ভারতীয় সমাজে যে শ্রেণী বৈষম্য বিদ্যমান ছিল তাহার বিরুদ্ধে সংগ্রামে জ্যোতিরাও ফুলের ভূমিকা আলোচনা কর।

গ) ঊনবিংশ শতাব্দীর অব্রাহ্মণ আন্দোলনগুলো সম্পর্কে আলোচনা কর।

চলো করে দেখি

(ক) ঊনবিংশ শতাব্দির ভারতে কিছু সমাজ সংস্কারের নামের তালিকা তৈরি কর এবং তাঁদের সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি সংগ্রহ কর।

উত্তরমালা

১। (ক) (ই) ব্রাহ্মসমাজ (খ) (আ) ১৮২৯ খ্রিষ্টাব্দে (গ) (অ) বিধবা পূনর্বিবাহকে
(ঘ) (অ) স্ত্রী পুরুষ তুলনা (ঙ) (অ) আত্ম মর্যাদার আন্দোলন (চ) (আ) মাহার পরিবারে

২। (ক) সতীদাহ প্রথা (খ) বিধবা (গ) দাসত্ব (ঘ) স্যার সৈয়দ আহমেদ খান
(ঙ) আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় (চ) স্বামী বিবেকানন্দ (ছ) কেশবচন্দ্র সেন

৩। (ক) সত্য (খ) মিথ্যা (গ) সত্য (ঘ) মিথ্যা (ঙ) মিথ্যা

৪। (ক) ঈ (খ) অ (গ) আ (ঘ) ই

৫। (ক) জ্যোতিরাও ফুলে (খ) ই ভি রামাস্বামী নাইকের (গ) হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও
(ঘ) পন্ডিতা রমাবাঈ (ঙ) স্যার সৈয়দ আহমেদ খান (চ) সতনামি আন্দোলন
(ছ) কেশবচন্দ্র সেন

নমুনা প্রশ্নোত্তর

৬। (ক) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন ভারতের সমাজ সংস্কারকদের মধ্যে একজন বিখ্যাত সমাজ সংস্কারক যিনি প্রাচীন শাস্ত্রীয় পুঁথি প্রমান হিসাবে তুলে ধরে দেখিয়েছিলেন যে বিধবারা পুনর্বিবাহ করতে পারে। তাঁর এই পরামর্শ ব্রিটিশদের দ্বারা গৃহীত হয় এবং এরই অঙ্গ হিসাবে ১৮৫৬ খ্রিষ্টাব্দে একটি আইন পাশ হয় যেখানে বিধবাদের পুনর্বিবাহকে অনুমতি দেওয়া হয়। এইভাবে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চেষ্টায় বিধবা পুনর্বিবাহ আইন পাশ হয়।

একাদশ অধ্যায়
ভারতের স্বাধীনতা লাভ

সময় তালিকা

তারিখ **ঘটনাবলী**

১৮৭৮ খ্রিষ্টাব্দ — অস্ত্র আইন পাশ।

১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দ — ব্রিটিশ সরকার দ্বারা ইলবার্ট বিল পাশ।

১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দ — ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা যখন ৭২ জন প্রতিনিধি সারা দেশ থেকে বোম্বেতে মিলিত হন।

১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দ — ভাইসরয় লর্ড কার্জন দ্বারা বঙ্গভঙ্গ করা হয়।

১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দ — ঢাকাতে মুসলিম লিগের প্রতিষ্ঠা।

১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দ — সুরাট অধিবেশনে কংগ্রেসের বিচ্ছেদ।

১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দ — গান্ধিজির ভারতে আগমন।

১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দ — রাউলাট আইন পাশ করা হয়, জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকান্ড সংগঠিত হয়।

১৯২০ খ্রিষ্টাব্দ — অসহযোগ আন্দোলনের সুত্রপাত হয়।

১৯২১-২২ খ্রিষ্টাব্দ — অসহযোগ আন্দোলন তার চুড়ান্ত মাত্রা লাভ করে এবং গান্ধিজি চৌরিচৌরা ঘটনার জন্য অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করে।

১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দ — আইন অমান্য আন্দোলনের সুত্রপাত হয় এবং লবন আইন ভঙ্গের জন্য গান্ধিজি ডান্ডি অভিযান করেন।

১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দ — ভারত শাসন আইন পাশ।

১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দ — দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা।

১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দ — ক্রিপস মিশন ভারতে আগমন এবং ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সুত্রপাত হয়।

১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দ — আজাদ হিন্দ বাহিনীর গঠন।

১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দ — ক্যাবিনেট মিশনকে ভারতে প্রেরন করা হয়, নৌ-বিদ্রোহের সূচনা হয়।

১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দ ৪ঠা জুলাই — ভারতের স্বাধীনতা আইন পাশ হয়।

১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দ ১৫ই আগষ্ট — ভারতর স্বাধীনতা লাভ করে।

বিষয় সংক্ষেপ

● ভারতবর্ষে অনেক প্রাচীন রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে উঠেছিল যেমন - পুনা সার্বজনিক সভা, বোম্বে এসোসিয়েশন, ভারতসভা ইত্যাদি। এইসব এসোসিয়েশন স্থাপনের মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয়দের শক্তিশালি করে তোলা।

● ১৮৭৮ সালে ব্রিটিশদের দ্বারা পাশ হয় অস্ত্র আইন, যার উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয়দের নিরস্ত্র করা।

● ১৮৮৫ সালে ডিসেম্বর মাসে বোম্বেতে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা হয়।

● পোভার্টি অ্যান্ড আন ব্রিটিশ রুল ইন ইন্ডিয়া এই গ্রন্থটি লিখেছেন দাদাভাই নৌরজী।

● ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গের নির্দেশ জারি করেন যা বাংলায় স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে এবং জাতীয় কংগ্রেসে চরমপন্থী ভাবধারার উন্মেষ ঘটায়।

● ১৯০৬ সালে ঢাকায় মুসলিম লিগ প্রতিষ্ঠা হয়।

● ১৯০৭ সালে সুরাট কংগ্রেসের অধিবেশনে কংগ্রেস দ্বিবিভক্ত হয়।

● ১৯১৯ সালে ব্রিটিশরা রাউলাট আইন নামক একটি আইন পাশ করেন যার দ্বারা দেশের সাধারণ মানুষের মৌলিক অধিকারগুলি কেড়ে নেওয়া হয়।

● ১৯১৯ সালে ১৩ই এপ্রিল ব্রিটিশরা জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকান্ড সংগঠিত করেন। এই ঘটনার জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রিটিশদের দেওয়া 'নাইট হুড' উপাধি ত্যাগ করেন।

● ১৯২১-২২ সালে অসহযোগ আন্দোলন তার চূড়ান্ত মাত্রা লাভ করে।

● ১৯২২ সালে চৌরিচৌরা ঘটনার জন্য গান্ধিজি অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করেন।

● ১৯২৯ সালে কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে পূর্ণ স্বরাজের দাবি উত্থাপিত হয়।

● ১৯৩০ সালে ২৬ জানুয়ারী সারা ভারতে স্বাধীনতা দিবস উদযাপিত হলে সেই সময় গান্ধিজির নেতৃত্বে আইন অমান্য আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়।

● ১৯৩০ সালে ১২ই মার্চ ৭৯ জন সত্যাগ্রহী নিয়ে লবন আইন ভঙ্গের জন্য সবরমতি আশ্রম থেকে ডান্ডির সমুদ্র উপকূল পর্যন্ত গান্ধিজি এক ঐতিহাসিক পদযাত্রা শুরু করেন যা 'ডান্ডি অভিযান' নামে পরিচিত।

● ১৯৪৬ সালে মার্চ মাসে ব্রিটিশ সরকার ভারতের দাবি দাওয়া নিরসনে ক্যাবিনেট মিশন প্রেরণ করেন।

প্রশ্নাবলি

১। সঠিক উত্তর নির্বাচন করঃ- (প্রতিটির মান - ১)

ক) যে আইনের দ্বারা ভারতীয়দের অস্ত্র রাখার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জ্ঞাপন করা হয় সেই আইনটি ছিল –

(অ) রাউলাট আইন (আ) অস্ত্র আইন

(ই) ইলবার্ট বিল (ঈ) দেশীয় ভাষা সংবাদপত্র আইন

খ) বঙ্গভঙ্গের নির্দেশ জারি করেন –

(অ) লর্ড কার্জন (আ) লর্ড ডালহৌসি

(ই) লর্ড ম্যাকলে (ঈ) লর্ড মাউন্টব্যাটেন

গ) কংগ্রেস বিভক্ত হয় –

(অ) ১৯০১ খ্রিষ্টাব্দ (আ) ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দ

(ই) ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দ (ঈ) ১৯১০ খ্রিষ্টাব্দ

ঘ) লালা লাজপত রায় জাতীয়তাবাদী নেতা ছিলেন –

(অ) বাংলার (আ) পাঞ্জাবের

(ই) উত্তর প্রদেশের (ঈ) বিহারের

ঙ) কোন ভারতীয় জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকান্ডের পর ব্রিটিশদের দেওয়া নাইট হুড উপাধি ফিরিয়ে দেন -

(অ) মহাত্মা গান্ধি (আ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(ই) লালা লাজপত রায় (ঈ) বাল গঙ্গাধর তিলক

চ) ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে ২৬শে জানুয়ারী সারা দেশে উদযাপিত হয় –

(অ) প্রজাতন্ত্র দিবস রূপে (আ) স্বাধীনতা দিবস রূপে

(ই) প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস রূপে (ঈ) কালো দিবস রূপে

২। শূন্যস্থান পূরণ করঃ- (প্রতিটির মান - ১)

ক) ———— দেশবন্ধু নামে পরিচিত ছিলেন।

খ) বিপ্লবী ———— দীর্ঘ ৬৪ দিন জেলে অনশন করে মৃত্যুবরণ করেন।

গ) উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ———— এর নেতৃত্বে ব্যাপক আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হয়।

ঘ) মৌলানা আবুল কালাম আজাদ রচিত বিখ্যাত গ্রন্থের নাম ছিল ————।

ঙ) আজাদ-হিন্দ ফৌজের সৈনিকরা সুভাষচন্দ্রকে ———— বলে সম্বোধন করতেন।

৩। সত্য/মিথ্যা নির্ণয় করঃ- (প্রতিটির মান - ১)

ক) অস্ত্র আইন পাশ করা হয় ১৮৭৫ খ্রিষ্টাব্দ।

খ) ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দ কংগেস ও মুসলিম লিগ পূনরায় ঐক্যবদ্ধ হয়।

গ) ভারতীয়রা স্বেচ্ছায় খুশি হয়ে রাউলাট আইনকে গ্রহন করেছিল।

ঘ) ১৯৩০ সালে গান্ধিজি লবন আইন ভঙ্গ করার জন্য একটি অভিযান করেন।

ঙ) পাকিস্তান প্রস্তাবের মূল প্রবক্তা ছিলেন মোহম্মদ আলি জিন্না।

চ) ক্রিপস মিশন ভারতে আসে ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে।

৪। স্তম্ভ মেলাওঃ-

ক - স্তম্ভ	খ - স্তম্ভ
(ক) সুভাষচন্দ্র বসু	(অ) ডান্ডি মার্চ
(খ) গান্ধিজি	(আ) আজাদ হিন্দ ফৌজ
(গ) মিল শ্রমিকদের ধর্মঘট	(ই) ঢাকা
(ঘ) বাংলা	(ঈ) আমেদাবাদ

৫। নিচের প্রশ্নগুলির অল্প কথায় উত্তর দাওঃ- (প্রতিটি প্রশ্নের মান - ১)

ক) 'Proverty and un British Rule in India'— গ্রন্থটি কার লেখা ?

_____

খ) চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারি অন্য কী নামে বিখ্যাত ছিলেন ?

_____

গ) জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকান্ডের সঙ্গে কোন ব্রিটিশ অফিসার জড়িত ছিলেন ?

_____

ঘ) সীমান্ত গান্ধি কাকে বলা হয় ?

_____

ঙ) 'স্বরাজ আমার জন্মগত অধিকার - আমি তা অর্জন করবই' — এই বিখ্যাত উক্তিটি কার ছিল ?

_____

চ) 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে' — এই উক্তিটি কার ছিল ?

_____

ছ) ভারতীয়দের মৌলিক অধিকার দমনের জন্য কোন আইনটি ব্রিটিশদের দ্বারা পাশ করানো হয়েছিল ?

_____

জ) চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুন্ঠনের নায়ক কে ছিলেন ?

_____

ঝ) কোন জাহাজে নৌ-বিদ্রোহের সূচনা হয় ?

৬। নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাওঃ- (প্রতিটি প্রশ্নের মান – ৩/৪)

ক) ইলবার্ট বিল কী ছিল ?

খ) জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পেছনে ব্রিটিশদের আসল উদ্দেশ্য কী ছিল ?

গ) স্বদেশী আন্দোলনের উদ্দেশ্য কী ছিল ?

ঘ) গান্দিজি কেন অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করেন ?

ঙ) বঙ্গভঙ্গের পেছনে ব্রিটিশ সরকারের আসল উদ্দেশ্য কী ছিল ?

চ) ডান্ডি অভিযানের উপর একটি সংক্ষিপ্ত টিকা লিখ।

ছ) ১৯৩০ সালের ২৬শে জানুয়ারী দিনটির গুরুত্ব কী ছিল ?

জ) ক্যাবিনেট মিশন কী ছিল? এর প্রস্তাব সমূহ লিখ।

৭। নিচের প্রশ্নগুলির বিস্তৃতভাবে উত্তর দাওঃ- (প্রতিটি প্রশ্নের মান – ৫)

ক) নরমপন্থীদের দাবীগুলি কী কী ছিল ?

খ) জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকান্ড কী ছিল? এই হত্যাকান্ডের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের প্রতিক্রিয়া কি ছিল ?

গ) অসহযোগ আন্দোলনের লক্ষ্য ও কর্মসূচীগুলি কী কী ছিল এই আন্দোলন সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা কর।

ঘ) ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সুভাষচন্দ্র বসু ও আজাদহিন্দ ফৌজের ভূমিকা কী ছিল তাহা বর্ণণা কর।

ঙ) ভারতছাড়ো আন্দোলন কবে শুরু হয়েছিল? এই আন্দোলন সম্পর্কে যা জান বিস্তৃতভাবে আলোচনা কর।

চলো করে দেখি

৮। তোমাদের শ্রেনীকক্ষে সহপাঠীদের বিভিন্ন দলে বিভক্ত কর। প্রত্যেক দলকে একটি বিষয় নিয়ে তাকে নাট্যকারে উপস্থাপন করতে বল। বিষয়গুলি হল –

(অ) জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকান্ড

(আ) ডান্ডি অভিযান

(ই) আজাদ হিন্দ ফৌজ ও সুভাষচন্দ্র বসু

(ঈ) ভারত ছাড়ো আন্দোলন

৯। কিছু নরমপন্থী ও চরমপন্থী নেতাদের নামের তালিকা তৈরী কর এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁদের অবদান কতটুকু ছিল সেটা জানার চেষ্টা কর।

১০। কয়েকজন নরমপন্থী ও চরমপন্থী নেতাদের ছবি সংগ্রহ কর এবং তাদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ কর।

উত্তরমালা

১। (ক)(আ) অস্ত্র আইন (খ)(অ) লর্ড কার্জন (গ)(ই) ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দে
(ঘ)(আ) পাঞ্জাবের (ঙ)(আ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (চ)(আ) স্বাধীনতা দিবস রূপে

২। (ক) চিত্তরঞ্জন দাস (খ) যতীন দাস (গ) খান আব্দুল গফফর খানের
(ঘ) India wins freedom (ঙ) নেতাজি

৩। (ক) মিথ্যা (খ) সত্য (গ) মিথ্যা (ঘ) সত্য (ঙ) সত্য
(চ) মিথ্যা

৪। (ক) আ (খ) অ (গ) ঈ (ঘ) ই

৫। (ক) দাদাভাই নৌরজীর লেখা (খ) রাজাজি (গ) জেনারেল ডায়ার
(ঘ) খান আব্দুলগফফর খানকে (ঙ) বাল গঙ্গাধর তিলকের (চ) মহাত্মা গান্ধি
(ছ) রাউলাট আইন (জ) সূর্য সেন (ঝ) তলোয়ার নামক জাহাজে

নমুনা প্রশ্নোত্তর

৬। (ক) ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ফৌজদারি আইন অনুসারে কোনো বিচারক ইউরোপীয়দের বিচার করতে পারতেন না। লর্ড রিপন বিচার ব্যবস্থায় এই বৈষম্য দূর করার জন্য তাঁর পরিষদের আইন সদস্য কোর্টনি ইলবার্টকে একটি দলিল প্রস্তুত করতে বললেন। মিঃ ইলবার্ট ভারতীয় ও ইউরোপীয় বিচারকের ক্ষমতার সমতা এনে ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে একটি দলিল উপস্থাপন করেন। এই বিল 'ইলবার্ট বিল' নামে পরিচিত।

দ্বাদশ অধ্যায়
স্বাধীনোত্তর ভারত

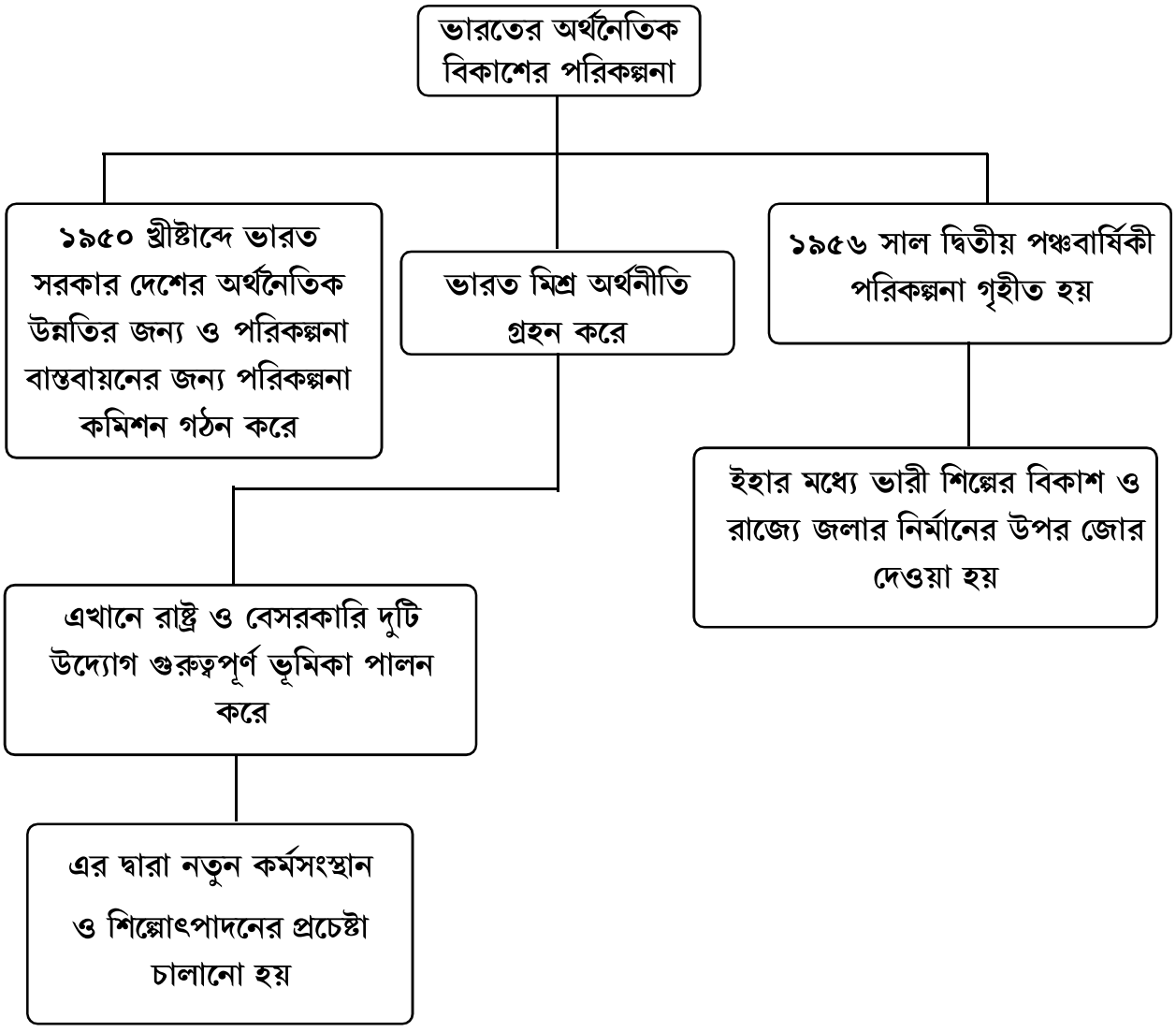

বিষয় সংক্ষেপ

● ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ১৫ই আগষ্ট ভারত স্বাধীন হয়।

● স্বাধীনতার পর ভারতকে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল যেমন শরনার্থী সমস্যা, রাজন্য শাসিত দেশীয় রাজ্যগুলির অন্তর্ভূক্তি জনিত সমস্যা, অর্থনৈতিক সমস্যা ইত্যাদি।

● দেশভাগের ফলে ৮(আট) মিলিয়ন শরনার্থী সদ্য বিভক্ত পাকিস্তান রাষ্ট্র থেকে আসে।

● ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ১১ ডিসেম্বর ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ গণ পরিষদের স্থায়ী সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনিই ছিলেন স্বাধীন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি।

● ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে আগষ্ট সংবিধান রচনার জন্য একটি খসড়া কমিটি গঠন করা হয়। ডঃ বি আর আম্বেদকর ছিলেন এই কমিটির সভাপতি।

● দীর্ঘ আলাপ আলোচনার পর ১৯৪৯ এর ২৬শে নভেম্বর গণ পরিষদে ভারতীয় সংবিধান গৃহীত হয় এবং ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে ২৬শে জানুয়ারী তা কার্যকরী হয়।

● ভারতের সংবিধান সমস্ত ভারতীয় নাগরিকদের আইনের চোখে সমতা প্রদান করেছে।

● ভারতের সংবিধানে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য তিনটি তালিকা প্রণীত হয়েছে। যথা – কেন্দ্রীয় তালিকা, রাজ্য তালিকা, যুগ্ম তালিকা।

● স্বাধীনতার পর ভারতে ভাষা ভিত্তিক রাজ্য গঠনের দাবী তীব্র হয়।

● ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে প্রখ্যাত গান্ধিবাদী নেতা পট্টি শ্রীরামালু পৃথক অন্ধ্র রাজ্যের দাবীতে অনশনে বসেন এবং ৫২ দিন অনশন করে ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মারা যান।

● ১৯৫৩ এর ১লা অক্টোবর অন্ধ্রপ্রদেশ বলে এক নতুন রাজ্যের সৃষ্টি হয়।

● ভারত সরকার রাজ্য পুনর্গঠন নামে একটি কমিশন গঠন করেন। ১৯৫৬ সালে এই কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে অসমিয়া, বাঙালি, উড়িয়া, তামিল, তেলেগু, মালায়ালম, কন্নড় প্রভৃতি ভাষাভাষি অঞ্চলগুলো নিয়ে প্রদেশ গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। উত্তর ভারতের বিশাল হিন্দি ভাষাভাষি অঞ্চল ভেঙ্গে অনেকগুলো রাজ্য গঠিত হয়।

● ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে জহরলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে ভারতীয় পরিকল্পনা কমিশন গঠন করা হয়। প্রথম পরিকল্পনায় কৃষি, সেচ, শক্তি উৎপাদন, পরিবহন ও পুনর্বাসনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

প্রশ্নাবলি

১। সঠিক উত্তর নির্বাচন করঃ- (প্রতিটির মান - ১)

ক) স্বাধীনতার পর ভারতে রাজন্য শাসিত দেশীয় রাজ্যের সংখ্যা ছিল –

(অ) ৪০০টি (আ) ৪৫০টি (ই) ৫৫০টি (ঈ) ৫০০টি

খ) ভারতের সংবিধান রচনার দায়িত্ব কার উপর ন্যস্ত ছিল –

(অ) গনপরিষদের উপর (আ) সংবিধান কমিটির উপর

(ই) সংবিধান পরিষদের উপর (ঈ) উপরে উল্লেখিত কোনোটির উপরেই নয়

গ) গনপরিষদের স্থায়ী সভাপতি ছিলেন –

(অ) সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল (আ) ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ

(ই) পন্ডিত জহরলাল নেহেরু (ঈ) উপরে উল্লেখিত ব্যাক্তিবর্গের মধ্যে কেউই নন

ঘ) দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা গ্রহন ও তার প্রনয়নের জন্য ১৯৫০ সালে সরকার গঠন করেছিলেন –

(অ) পরিকল্পনা কমিশন (আ) পরিকল্পনা কমিটি (ই) বিশেষ সংস্থা (ঈ) বিশেষ আদালত

২। শূন্যস্থান পূরণ করঃ- (প্রতিটির মান - ১)

ক) ১৯৪৭ সালে ভারতের জনসংখ্যা ছিল প্রায় ———।

খ) সংবিধান সভার অধিকাংশ সদস্যরা চাইতেন ইংরেজদের ভারত ছেড়ে চলে যাওয়ার সাথে সাথে ——— ভাষারও বিদায় হোক।

গ) পন্ডিত জহরলাল নেহেরু ও সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল উভয়েই ——— রাজ্য পুনর্গঠনের বিরোধী ছিলেন।

ঘ) ভিলাই স্টিল প্ল্যান্ট কারখানাটি ——— সহায়তায় গড়ে উঠেছিল।

ঙ) অনেকে মনে করতেন যে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ——— উপর।

৩। সত্য মিথ্যা নির্ণয় করঃ- (প্রতিটির মান - ১)

ক) সংবিধান সভার বৈঠকগুলি কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ☐

খ) ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে ভারতের প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ☐

গ) ১৫ই আগষ্ট ২০১১ খ্রিষ্টাব্দে স্বাধীন ভারত তার ৬৫তম স্বাধীনতা দিবস পালন করে। ☐

ঘ) ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গৃহিত হয়। ☐

ঙ) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে ঠান্ডা লড়াই সংগঠিত হয়। ☐

৪। নিচের প্রশ্নগুলির অল্প কথায় উত্তর দাওঃ- (প্রতিটির মান - ১)

ক) দেশ বিভাগের পর কত সংখ্যক শরনার্থী ভারতে আসে ?

_____

খ) স্বাধীনতার পর ভারতের অধিকাংশ মানুষ কোথায় বসবাস করত ?

_____

গ) ভারতের সংবিধান কবে কার্যকরী হয় ?

_____

ঘ) দেশের সর্বোচ্চ আইন কোনটি ?

_____

ঙ) স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন ?

_____

চ) ভারতের সংবিধানের জনক কাকে বালা হয় ?

_____

ছ) ভাষা ভিত্তিক রাজ্য গঠনের জন্য ভারত সরকার কোন কমিশন গঠন করেন ?

_____

জ) গান্ধিজিকে কবে হত্যা করা হয় ?

_____

৫। নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাওঃ- (প্রতিটি প্রশ্নের মান - ৩)

ক) ভাষা ভিত্তিক রাজ্য গঠন সম্পর্কে নেহেরু এবং সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল এর মতামত কী ছিল ?

খ) ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য কী গঠিত হয়েছিল? ইহাতে কিসের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল ?

গ) ভারতে এখনও অসংখ্য বিভাজন বিদ্যমান – বক্তব্যটির অর্থ আলোচনা কর।

ঘ) ভারতীয় সংবিধানে নানা সমস্যা সমাধানের জন্য যে তিনটি তালিকা প্রণীত হয়, সেগুলি কী কী ?

৬। নিচের প্রশ্নগুলির বিস্তৃতভাবে উত্তর দাওঃ- (প্রতিটি প্রশ্নের মান - ৫)

ক) ভারতের সংবিধানের প্রধান বৈশিষ্টগুলি সম্পর্কে আলোচনা কর।

খ) ভারতের সংবিধান রচনায় গনপরিষদের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা কর।

গ) জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা কর।

চলো করে দেখি

৭। জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের নেতাগুলি সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য সংগ্রহ কর এবং ভারত কেন এই জোট নিরপেক্ষ নীতি গ্রহন করেছিল তাহার কারণ অনুসন্ধান কর।

উত্তরমালা

১। (ক)(ঈ) ৫০০টি (খ)(অ) গনপরিষদের উপর (গ)(আ) ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ
(ঘ)(অ) পরিকল্পনা কমিশন

২। (ক) ৩৪৫ মিলিয়ন (খ) ইংরেজি (গ) ভাষাভিত্তিক
(ঘ) সোভিয়েত ইউনিয়নের (ঙ) কৃষির

৩। (ক) মিথ্যা (খ) সত্য (গ) সত্য (ঘ) মিথ্যা (ঙ) সত্য

৪। (ক) ৮ মিলিয়ন শরনার্থী (খ) গ্রামে বসবাস করত (গ) ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে ২৬শে জানুয়ারী
(ঘ) সংবিধান (ঙ) পন্ডিত জহরলাল নেহেরু (চ) ডঃ বি আর আম্বেদকরকে
(ছ) রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন (জ) ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দের ৩০শে জানুয়ারী

নমুনা প্রশ্নোত্তর

৫। (ক) ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহেরু ও উপ-প্রধানমন্ত্রী বল্লভ ভাই প্যাটেল উভয়েই ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠনের বিরোধী ছিলেন। দেশ ভাগের পর নেহেরু বলেছিলেন ‘বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবনতা আমাদের ধ্বংস করবে, তা প্রতিরোধ করতে হবে জাতিকে শক্তিশালী ও ঐক্যবদ্ধ করে’।

প্রথম অধ্যায়
সম্পদ

বিষয় সংক্ষেপ

➢ ব্যবহার যোগ্যতা থাকা জিনিসকে সম্পদ বলে।

➢ কোন সম্পদ সৃষ্টির ক্ষেত্রে মানুষের চিন্তা, আবিষ্কার, প্রচেষ্টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে। তাই মানুষকেও সম্পদ বলা যেতে পারে।

➢ সম্পদ সাধারনতঃ ৩ প্রকার– প্রাকৃতিক, মানুষের তৈরি ও মানব সম্পদ।

➢ ব্যবহার ও উন্নয়নের ভিত্তিতে প্রাকৃতিক সম্পদ ২ প্রকার – প্রকৃত সম্পদ ও নিরপেক্ষ সম্পদ।

➢ উৎপত্তি অনুসারে সম্পদ ২ প্রকার – জৈব ও অজৈব।

➢ প্রাকৃতিক সম্পদের মূল ২টি ভাগ হল – পুনর্ভব ও অপুনর্ভব সম্পদ।

➢ প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহারের দ্বারাও কিন্তু সম্পদ গড়ে ওঠে মানুষের দ্বারা যেমন – রাস্তাঘাট, সেতু, যানবাহন ইত্যাদি। এগুলো হল মানুষের তৈরী সম্পদ।

➢ সম্পদের অপচয় রোধ করতে হবে ও বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি অবলম্বন করে তাকে সংরক্ষিত করতে হবে।

প্রশ্নাবলি

১। শূন্যস্থান পূর্ণ করোঃ- (প্রতিটির মান ১)

ক) ব্যবহারের যোগ্যতা থাকা বস্তুকে ——— বলে।

খ) সোনার ——— মূল্য থাকে।

গ) মানুষকেও ——— বলা যেতে পারে।

২। সঠিক উত্তর নির্বাচন করোঃ- (প্রতিটির মান ১)

ক) নীচের কোনটি প্রাকৃতিক সম্পদ ?

(অ) টেবিল (আ) বায়ু (ই) বই

খ) পুনর্ভব সম্পদ কোনটি ?

(অ) প্রাকৃতিক গ্যাস (আ) কয়লা (ই) কাঠ

গ) ‘সমস্ত সম্পদেরই অর্থনৈতিক মূল্য আছে’ – কথাটি

(অ) সত্য (আ) মিথ্যা (ই) আংশিক সত্য

ঘ) ব্যবহার ও উন্নয়নের ভিত্তিতে প্রাকৃতিক সম্পদ কয় প্রকার ?

(অ) ৪ প্রকার (আ) ২ প্রকার (ই) ৬ প্রকার

ঙ) নীচের কোনটি অজৈব সম্পদের উদাহরণ ?

(অ) পাথর (আ) গাছ (ই) প্রাণী

চ) নীচের কোনটি মানুষের তৈরি সম্পদের উদাহরণ ?

(অ) পেট্রোল (আ) রাস্তা (ই) বনভূমির কাঠ

ছ) 'অপচয় রোধ করে সম্পদ সংরক্ষণ সম্ভব' — কথাটি

(অ) সত্য (আ) মিথ্যা (ই) আংশিক সত্য

৩। এক কথায় উত্তর দাওঃ- (প্রতিটির মান ১)

ক) জৈব সম্পদের ২টি উদাহরণ দাও।

খ) বায়ু প্রবাহ কোন ধরণের সম্পদ ?

গ) একটি ক্ষয়িষ্ণু সম্পদের নাম লিখো।

ঘ) একটি নিরপেক্ষ সম্পদের উদাহরন দাও।

ঙ) একটি পুনর্নবীকরণযোগ্য সম্পদের উদাহরণ দাও।

৪। সংক্ষেপে উত্তর দাওঃ- (প্রতিটির মান ২/৩)

ক) প্রকৃত ও নিরপেক্ষ সম্পদের মধ্যে পার্থক্য দর্শাও।

খ) মানুষের তৈরি সম্পদ কাকে বলে ? উদাহরণ দাও।

গ) সম্পদ সংরক্ষণের ২টি পদ্ধতি উল্লেখ করো।

ঘ) মানব সম্পদের গুরুত্ব সংক্ষেপে আলোচনা করো।

ক্রিয়াকলাপ

১। তোমাদের চারপাশে দেখতে পাওয়া মানুষের তৈরি ৫টি সম্পদের নাম লিখ।

উঃ- _____, _____,

_____, _____

_____।

২। দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত কয়েকটি জিনিস নিয়ে একটি তালিকা তৈরি করো ও তাতে অর্থনৈতিক মূল্য থাকা জিনিসগুলি চিহ্নিত করো।

উত্তরমালা

১। (ক) সম্পদ (খ) অর্থনৈতিক (গ) সম্পদ

২। (ক) আ (খ) ই (গ) আ (ঘ) আ (ঙ) অ
(চ) আ (ছ) অ

৩। (ক) উদ্ভিদ, প্রাণী (খ) প্রবাহমান (গ) কয়লা (ঘ) হিমালয়ের পাইন অরণ্য
(ঙ) জঙ্গলের কাঠ

৪। (ক) নমুনা উত্তরঃ- যে সমস্ত সম্পদের সঠিক পরিমান জানা যায় এবং বর্তমানে তাদের ব্যবহার সম্ভব নয়, সেইগুলি হল নিরপেক্ষ সম্পদ।

- ● -

দ্বিতীয় অধ্যায়
ভূমি, মৃত্তিকা, জল, স্বাভাবিক উদ্ভিদ ও বন্যপ্রাণী সম্পদ

বিষয় সংক্ষেপ

➢ পৃথিবীর মোট আয়তনের ৩০ ভাগ হল ভূমি ও তাতে ৯০ ভাগ লোক বাস করে।

➢ সমভূমি ও নদী উপত্যকা কৃষির উপযুক্ত হওয়ায় এই সমস্ত অঞ্চলে জনবসতি ঘন।

➢ ভূমি ২ প্রকার – ব্যক্তিগত ও সামাজিক ভূমি।

➢ বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিপর্যয় যেমন ভূমিকম্প, বন্যা, অগ্নোৎপাত অনেকসময় ভূমি ধ্বসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

➢ ভূ-ত্বকের উপরের পাতলা স্তরকে মৃত্তিকা বলে।

➢ জলবায়ুর তারতম্য, ভূ-প্রকৃতি, উদ্ভিদ-প্রাণী ও জীবানুর সহাবস্থান মৃত্তিকা সৃষ্টির কারণ হিসাবে পরিলক্ষিত হয়।

➢ ভূমির ক্ষয়রোধ করার জন্য ধাপ চাষ, পাথুরে বাঁধ, মালচিং, ছায়াবেষ্টনি ইত্যাদি পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়।

➢ গণনা অনুসারে ২০০০ সালে ব্যবহারযোগ্য জলের পরিমাণ দাড়িয়েছে ৬০০০ ঘন কিলোমিটার।

➢ মিষ্টি জলের উৎস হচ্ছে ২.৭% , তার মধ্যে ১% মিষ্টি জলই মানুষের ব্যবহার যোগ্য।

➢ আবর্জনা, কারখানার বর্জ্য পদার্থ, কৃষি ক্ষেত্রের বিষাক্ত রাসায়নিক সারের দ্বারা জল দূষিত হয়ে চলেছে। তাই বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বনের দ্বারা দূষণ বন্ধ করা ও সংরক্ষণ করা প্রয়োজন।

➢ বেঁচে থাকার জন্য প্রাণী-উদ্ভিদ একে অপরের উপর নির্ভরশীল একটি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। এই প্রক্রিয়াটিই হল বাস্তুতন্ত্র।

➢ শকুনকে পরিবেশের ঝাড়ুদার বলা হয়।

➢ পৃথিবীর মূল উদ্ভিদগোষ্টি ৪ ভাগে বিভক্ত – বনভূমি, তৃণভূমি, ঝোপঝাড় ও তুন্দ্রা উদ্ভিদ।

➢ চিরহরিৎ বনভূমিতে সারা বছরই গাছের পাতা সবুজ থাকে। যেমন আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের বনভূমি।

➢ পর্ণমোচী বনভূমিতে বছরের একটা সময়ে সকল পাতা ঝড়ে পড়ে।

➢ কখনও বনভূমিতে বিভিন্ন কারণে আগুন লেগে বন ধ্বংস হয়ে যায়। এই ঘটনাকে দাবানল বলে।

প্রশ্নাবলি

১। সঠিক উত্তরটি বাছাই করোঃ- (প্রতিটির মান ১)

ক) পৃথিবীর কত ভাগ ভূমি ?

(অ) ৯০ ভাগ (আ) ৫০ ভাগ (ই) ৩০ ভাগ

খ) ভূমি কত প্রকার ?

(অ) ৩ প্রকার (আ) ৪ প্রকার (ই) ২ প্রকার

গ) পৃথিবীর কত ভাগ জল ?

(অ) ৫ ভাগ (আ) ৩ ভাগ (ই) ১০ ভাগ

ঘ) ২০০০ সালে ব্যবহারযোগ্য জলের পরিমাণ ছিল –

(অ) ৩০০০ ঘন কিমি (আ) ৫০০০ ঘন কিমি (ই) ৬০০০ ঘন কিমি

ঙ) পৃথিবী কি নামে পরিচিত?

(অ) জলগ্রহ (আ) বায়ুগ্রহ (ই) স্থলগ্রহ

২। শূন্যস্থান পূর্ণ করোঃ- (প্রতিটির মান ১)

ক) ———— ও নদী উপত্যকায় জনবসতি ঘন।

খ) ————, ———— ভূমিধ্বসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

গ) পৃথিবীতে ব্যবহারযোগ্য মিষ্টি জলের পরিমাণ ————।

ঘ) ———— পরিবেশের ঝাড়ুদার বলা হয়।

ঙ) তুন্দ্রা বনভূমিতে ———— ও ———— জাতীয় উদ্ভিদ দেখা যায়।

চ) ———— বনভূমিতে সারা বছর গাছে সবুজ পাতা থাকে।

ছ) ———— বনভূমিতে বছরের একটা সময় সমস্ত পাতা ঝড়ে পড়ে।

৩। এক কথায় উত্তর দাওঃ- (প্রতিটির মান ১)

ক) ভূ-ত্বকের উপরের পাতলা স্তরকে কী বলে ?

খ) বিভিন্ন কারণে শিলা ভেঙে একই স্থানে থেকে যাওয়াকে কী বলে ?

গ) মালচিং পদ্ধতি কোন ধরনের সম্পদ রক্ষার্থে ব্যবহৃত হয় ?

৪। সংক্ষেপে উত্তর দাওঃ- (প্রতিটির মান ২/৩)

ক) ভূমি সম্পদ রক্ষা করার ২টি উপায় উল্লেখ করো।

খ) ভূমিধ্বস কাকে বলে ?

গ) মৃত্তিকা সৃষ্টির উপাদানগুলো কী কী ?

ঘ) জলচক্র কাকে বলে ?

ঙ) কী কী কারণে জল দূষণ হয় ?

চ) জীবমন্ডল কাকে বলে ?

ছ) বাস্তুতন্ত্র কী ?

জ) মূল উদ্ভিদ গোষ্টি কয়ভাগে বিভক্ত ও কী কী ?

ঝ) দাবানল কী ?

৫। নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাওঃ- (প্রতিটির মান ৩/৪)

ক) কী কী কারণে মৃত্তিকার ক্ষয় সাধন হয়? ক্ষয় রোধের উপায়গুলি উল্লেখ কর।

খ) ধাপ চাষ ও ছায়াবেষ্টনি সংক্ষেপে আলোচনা করো।

গ) জল দূষণ কেন হয় ? তা রোধ করার কয়েকটি উপায় উল্লেখ করো।

ঘ) দাবানল কেন ঘটে ? তা থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় উল্লেখ কর।

ঙ) উদ্ভিদ ও প্রাণী সংরক্ষনের প্রয়োজনীয়তা কী ?

চ) কেন আমরা জীববৈচিত্র্যের সংরক্ষণ করব ?

ক্রিয়াকলাপ

১। সঠিক অক্ষর বসিয়ে অর্থপূর্ণ শব্দ তৈরি কর এবং নিজেরা চিত্র তৈরি করে শব্দ শেখো।

ক) আ হ কা

খ) বে নী

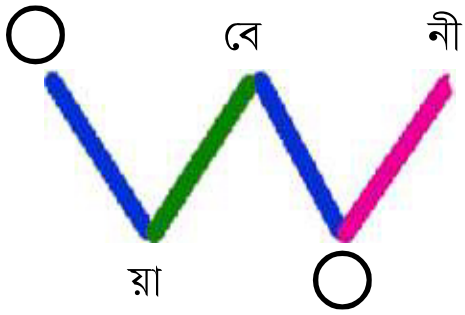

য়া

২। প্রতিদিন কী কী নিত্যকর্মে ঘরে কত লিটার জল ব্যবহৃত হয় তার একটি তালিকা তৈরি কর এবং কিভাবে জল অপচয় রোধ করা যায় তার উপায় বের করো।

উত্তরমালা

১। (ক) ই (খ) ই (গ) আ (ঘ) ই (ঙ) অ

২। (ক) সমতল (খ) ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাত (গ) ১% (ঘ) শকুনকে (ঙ) মস ও লাইকেন (চ) চিরহরিৎ (ছ) পর্ণমোচী

৩। (ক) মৃত্তিকা (খ) আবহবিকার (গ) মৃত্তিকা

৫। (ক) নমুনা উত্তরঃ- নিম্নলিখিত কারণে মৃত্তিকার ক্ষয়সাধন হয় – অত্যধিক বৃষ্টিপাত, ভূমিধ্বস, বন্যা, নির্বিচারে গাছ কাটা, কীটনাশকের অত্যধিক ব্যবহার ইত্যাদি।

মৃত্তিকা ক্ষয়রোধের উপায়গুলো হলঃ-

মালচিং, পাথুরে বাঁধ নির্মাণ, ধাপ চাষ, অন্তর্বর্তী চাষাবাদ ও ছায়াবেষ্টনী।

তৃতীয় অধ্যায়
খনিজ সম্পদ ও শক্তি সম্পদ

বিষয় সংক্ষেপ

➢ কিছু শিলা একটি মাত্র খনিজ পদার্থ দিয়ে গঠিত হয় (যেমন – খনিজ লবন)।

➢ খাবার লবন ও পেনসিলের গ্রাফাইটও খনিজ দ্রব্য।

➢ খনিজ ২ ভাগে বিভক্ত – ধাতব খনিজ ও অধাতব খনিজ।

➢ ধাতব খনিজ লৌহ বর্গীয় এবং অ-লৌহ বর্গীয়।

➢ ধাতব পদার্থ থেকে ধাতুর পৃথকীকরণকে আকরিক বলে। এখন অবধি ২৪০০ খনিজের মধ্যে মাত্র ১০০ টি আকরিক হিসাবে সনাক্ত করা হয়েছে।

➢ খনিজ দ্রব্য নিস্কাশন পদ্ধতি ৩ প্রকারের – খনি খনন, কূপ খনন, খাত খনন।

➢ আগ্নেয়, রূপান্তরিত ও পাললিক শিলা থেকে খনিজ পদার্থ পাওয়া যায়। পেট্রোলিয়ামকে কালো সোনাও বলা হয় এবং কয়লাকে কালো হিরা বলা হয়।

➢ টিন উৎপাদনে এশিয়া মহাদেশ অন্তর্গত দেশগুলি যেমন – চীন, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া প্রধান উৎপাদনকারী দেশ হিসাবে পরিচিত। উত্তর আমেরিকার আপালেশিয়ান কয়লার জন্য বিখ্যাত। অষ্ট্রেলিয়া পৃথিবীর সর্বাধিক বক্সাইট উৎপাদনকারী দেশ।

➢ ভারতের ঝাড়খন্ড, ওড়িশা, মহারাষ্ট্র ইত্যাদি স্থানে বক্সাইট, তামা, চুনাপাথর, সোনা পাওয়া যায়।

➢ শক্তি সম্পদ ২ প্রকার – প্রচলিত ও অপ্রচলিত।

➢ কয়লা থেকে উৎপন্ন বিদ্যুৎকে তাপবিদ্যুৎ বলে।

➢ পেট্রোলিয়াম শব্দটি ল্যাটিন শব্দ থেকে আগত। পেট্রো মানে শিলা অলিয়াম মানে তেল।

➢ ভূগর্ভ থেকে অপরিশোধিত তেল উত্তোলনের সময় প্রাকৃতিক গ্যাস নির্গত হয়। CNG (Compressed Natural Gas) চালিত গাড়ি অনেকাংশে কম দূষণ ঘটায়।

➢ কয়লার সাথে তুলনা করে জলবিদ্যুৎকে 'সাদা কয়লা' বলা হয়।

➢ সূর্যের শক্তিকে সৌরকোশের মাধ্যমে বিদ্যুতে রূপান্তরিত করাকে সৌরশক্তি বলে।

➢ খাদ্যশস্য চূর্ণ, জল উত্তোলনের কাজে বায়ুকল ব্যবহৃত হয়।

➢ ইউরিয়াম, থোরিয়াম প্রভৃতির পরমাণুর নিউক্লিয়াসে সঞ্চিত শক্তি থেকে পারমাণবিক শক্তি পাওয়া যায়।

➢ ভূতাপ শক্তি রান্নার কাজে, কোনো কিছু উত্তপ্ত করার কাজে ব্যবহৃত হয়।

➢ ফ্রান্সে সর্বপ্রথম জোয়ার ভাটা শক্তি কেন্দ্র ও ভারতের কচ্ছ উপসাগরেও উৎপাদন কেন্দ্র গড়ে উঠেছে।

➢ বায়োগ্যাস রান্নার কাজে, আলো জ্বালানোর কাজে ও জৈব সার তৈরিতে ব্যবহৃত হয় যেটি মিথেন ও কার্বন ডাই অক্সাইডের মিশ্রণে তৈরী গ্যাস।

প্রশ্নাবলি

১। সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো ঃ- (প্রতিটির মান ১)

ক) একটি মাত্র খনিজ পদার্থ দিয়ে গঠিত শিলার উদাহরণ –

(অ) চুন শিলা (আ) খনিজ লবন (ই) কয়লা

খ) অধাতব খনিজটি নির্নয় করো –

(অ) অভ্র (আ) সোনা (ই) রূপা

গ) এখন অবদি প্রাপ্ত ২৪০০ খনিজের মধ্যে আকরিকের সংখ্যা –

(অ) ২০০ (আ) ৫০০ (ই) ১০০

ঘ) ভারতের কোথায় সোনার খনি আছে ?

(অ) ঝাড়খন্ড (আ) কর্ণাটকের কোলারে (ই) গুজরাট

ঙ) কালো সোনা বলা হয় –

(অ) ডিজেল (আ) কয়লা (ই) পেট্রোল

চ) প্রধান টিন উৎপাদনকারী দেশ –

(অ) চিন (আ) সুইডেন (ই) ফ্রান্স

ছ) সর্বাধিক সোনা পাওয়া যায় –

(অ) আষ্ট্রেলিয়া (আ) উত্তর আমেরিকা (ই) আফ্রিকা

২। শূন্যস্থান পূর্ণ করো ঃ- (প্রতিটির মান ১)

ক) ———— একটি প্রচলিত শক্তির উদাহরণ।

খ) কয়লা থেকে উৎপন্ন বিদ্যুৎকে ———— বলে।

গ) ———— শব্দটি ল্যাটিন শব্দ থেকে আগত।

ঘ) আসামের ———— পেট্রোল উৎপাদিত হয়।

ঙ) ———— ও নেদারল্যান্ড প্রধান গ্যাস উৎপাদনকারী দেশ।

চ) জল থেকে ———— উৎপাদিত হয়।

ছ) খাদ্যশস্য চূর্ণ করতে ———— ব্যবহৃত হয়।

জ) জলবিদ্যুৎকে ———— বলা হয়।

ঝ) ———— এবং ———— পারমাণবিক শক্তির উৎস।

ঞ) কেরলের সমুদ্রতটের বালিতে ———— পাওয়া যায়।

ট) বায়োগ্যাস ———— ও ———— এর মিশ্রণ।

ঠ) হিমাচল প্রদেশের ———————— ভূতাপ শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র আছে।

ড) ———————— প্রথম জলবিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদিত হয়েছিল।

৩। অল্প কথায় উত্তর দাওঃ- (প্রতিটির মান ১/২)

ক) লৌহ বর্গীয় খনিজের দুটি উদাহরণ দাও।

খ) খাত খনন পদ্ধতিতে প্রধানত কী উত্তোলন করা হয় ?

গ) প্রাকৃতিক গ্যাস কী ধরনের শিলা থেকে পাওয়া যায় ?

ঘ) আকরিক বলতে কী বোঝ ? দুটি প্রধান আকরিকের উৎপাদনকারী দেশের নাম লিখ।

ঙ) পৃথিবীর সর্বাধিক বক্সাইট উৎপাদনকারী দেশ কোনটি ?

চ) অধাতব খনিজ কী ? উদাহরণ দাও।

ছ) কয়লার জন্য কোন দেশ বিখ্যাত ?

জ) কমপিউটার শিল্পে ব্যবহৃত একটি খনিজের নাম লিখ।

ঝ) শিলা কখন নীল রঙের হয় ?

ঞ) ত্রিপুরাতে কী খনিজ পাওয়া যায় ?

ট) CNG এর পুরো নাম কী ? এটিকে কেন পরিবেশ বান্ধব বলা হয় ?

ঠ) ভারতে কয়টি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র আছে ও কী কী ?

ড) সৌরশক্তির দুটি ব্যবহার উল্লেখ করো।

ঢ) বায়োগ্যাস কীভাবে উৎপন্ন হয় ?

৪। নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাওঃ- (প্রতিটির মান ৩/৪)

ক) ধাতব ও অধাতব খনিজের মধ্যে পার্থক্য দর্শাও।

খ) খনিজ ও জলবিদ্যুতের মধ্যে পার্থক্য দর্শাও।

গ) জ্বালানি কাঠ ও কয়লার মধ্যে পার্থক্য দর্শাও।

ঘ) বায়োগ্যাসের দুটি সুবিধা উল্লেখ করো।

ঙ) পৃথিবীর মানচিত্রের সাহায্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো চিহ্নিত করো।

(১) ভারতের কয়লা খনি (২) রাশিয়ার খনিজ তেল উৎপাদন কেন্দ্র (৩) চিনের লৌহ খনি

কার্যকলাপ

১। ধাঁধাঃ- নীচের বাক্স থেকে দেশগুলোর নাম নির্ণয় কর যেগুলো বিভিন্ন খনিজ উৎপাদনে শ্রেষ্ঠ উৎপাদনকারী দেশ হিসাবে পরিচিত।

ক) টিন উৎপাদনে ১ম স্থান অধিকার করা দেশ।

খ) প্রধান লৌহ আকরিক উৎপাদনকারী মহাদেশ।

গ) পৃথিবীর সর্বাধিক বক্সাইট উৎপাদনকারী মহাদেশ।

ঘ) ভারতের প্রধান সোনার খনি থাকা রাজ্য।

ঙ) উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্য যেখানে পেট্রোল উত্তোলন করা হয়।

ক	ঙ	চি	ল	ন	ম
ঘ	য়	প	ন	চ	ট
ই	উ	রো	প	ঠ	ড
র	ল	ম	জ	ত	থ
ই	ঈ	কে	রা	লা	প
ঋ	ঐ	খ	ঙ	ছ	ঞ
ফ	ভ	ডি	গ	ব	য়
ব	ম	ঝ	য়া	ল	ষ
শ	হ	লি	স	আ	এ
ণ	ষ্ট্রে	ড়	অ	ৎ	চ
অ	ই	থ	ব	শ	য

২। ভারতের মানচিত্রে ১টিকরে তামা উৎপাদনকারী, বক্সাইট উৎপাদনকারী ও চুনাপাথর উৎপাদনকারী রাজ্য চিহ্নিত কর।

উত্তরমালা

১। (ক) আ (খ) অ (গ) ই (ঘ) আ (ঙ) ই (চ) অ (ছ) ই

২। (ক) জ্বালানি কাঠ (খ) তাপবিদ্যুৎ (গ) পেট্রোলিয়াম (ঘ) ডিগবয়
(ঙ) যুক্তরাষ্ট্র (চ) জলবিদ্যুৎ (ছ) বায়ুকল (জ) সাদা কয়লা
(ঝ) ইউরেনিয়াম (ঞ) থোরিয়াম (ট) মিথেন, কার্বন ডাই অক্সাইড, থোরিয়াম
(ঠ) মণিকরন (ড) নরওয়ে

৪।(ক) নমুনা উত্তরঃ- ধাতব খনিজে যেকোন ধাতু অপরিশোধিত অবস্থায় থাকে। ধাতু কঠিন পদার্থ যা তাপ-বিদ্যুৎ পরিবাহী। ধাতুর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল তার নিজস্ব উজ্জ্বলতা।
অধাতব খনিজে কোন ধাতু থাকে না। কয়লা এবং পেট্রোলিয়াম অধাতব খনিজের অন্যতম উদাহরণ। অধাতব খনিজগুলি বিভিন্ন খনন পদ্ধতির মাধ্যমে নিষ্কাশিত হয়।

- ● -

চতুর্থ অধ্যায়
কৃষি

বিষয় সংক্ষেপ

➢ এগরিকালচার (agriculture) শব্দটি ল্যাটিন শব্দ থেকে এসেছে।

➢ বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে উদ্ভিদ থেকে পাওয়া কাঁচামালগুলির সাহায্য পণ্য দ্রব্য তৈরি হয়। পদ্ধতিগুলো যেমন – প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও সহায়ক কর্মপদ্ধতি।

➢ কৃষিকাজ, মৎস্য চাষ, ফুল-ফল চাষ, পশুপালন ইত্যাদি প্রাথমিক পদ্ধতির অন্তর্গত।

➢ ইস্পাত উৎপাদন, কাপড় উৎপাদন, ইত্যাদি মাধ্যমিক ক্ষেত্রের উদাহরণ। গম, পাউরুটি, বিস্কুট, ময়দা তৈরির কারখানায় প্রেরিত হয়।

➢ সহায়ক ক্ষেত্র, যেমন – ব্যাঙ্ক, বিমা, বিজ্ঞাপন পরিবহণ ইত্যাদি।

➢ ফসল উৎপাদন হওয়া জমিকে আবাদ জমি বলে। আঙুর ফলের চাষকে বলে দ্রাক্ষাচাষ। ব্যবসার প্রয়োজনে উৎপাদিত শাক-সব্জি, ফল ফুলকে উদ্যান বলে।

➢ কৃষি ২ ভাগে বিভক্ত – জীবিকাভিত্তিক ও বাণিজ্যিক কৃষি।

➢ স্থানান্তর কৃষি, আদিম জীবিকা ভিত্তিক কৃষি পদ্ধতির অন্তর্গত। উত্তর-পূর্ব ভারত, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া, আফ্রিকার ক্রান্তীয় অঞ্চল ও আমাজন অববাহিকা অঞ্চলে স্থানান্তর কৃষি পদ্ধতি প্রচলিত।

➢ ভারতের রাজস্থান, জম্মু-কাশ্মীর, সাহারার মরু অঞ্চল, এশিয়ার মধ্যভাগে যাযাবর পশুপালন প্রথা দেখা যায়।

➢ স্থানান্তর কৃষি বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামে পরিচিত। যেমন – উত্তর-পূর্ব ভারতে জুমচাষ, মেক্সিকোতে মিলপা, ব্রাজিলে রোকা ও মালয়েশিয়ায় লাডাং।

➢ এশিয়ার নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমি অঞ্চল, ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকায় গম ভুট্টার চাষ হয়।

➢ ব্রাজিলের কফি ও মালয়েশিয়ার রাবার বাগিচা কৃষির উদাহরণ, পৃথিবীর ক্রান্তীয় অঞ্চলে বাগিচা ফসল উৎপাদিত হয়।

➢ রাসায়নিক সারের পরিবর্তে জৈবসার ও প্রাকৃতিক কীটনাশক ব্যবহৃত হওয়া কৃষিকে জৈব কৃষি বলে।

➢ ধান উৎপাদনে চিন প্রথম স্থানাধিকারী দেশ, তাছাড়া ভারত, জাপান, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা ও মিশরেও ধান চাষ হয়।

➢ আমেরিকা, আর্জেন্টিনা, অষ্ট্রেলিয়া, ভারতে গম চাষ হয়।

➢ রাগি, জোয়ার, বাজরা এই তিনটি ফসলকে একত্রে মিলেট বলে।

➢ চিন, রাশিয়া, কানাডা, ভারত ও মেক্সিকোতে ভুট্টা চাষ হয়।

➢ তুলা চিন, আমেরিকা, পাকিস্তান, ভারত ও মিশরে উৎপাদিত হয়।

➢ পাট স্বর্ণতন্তু হিসাবে পরিচিত, এটি পলিমাটিতে জন্মায়। ভারত ও বাংলাদেশে পাট উৎপন্ন হয়।

➢ ভারত, চিন, কেনিয়া ও শ্রীলঙ্কায় উন্নতমানের চা উৎপাদিত হয়।

প্রশ্নমালা

১। শূন্যস্থান পূর্ণ করোঃ- (প্রতিটির মান ১)

ক) এগরিকালচার (agriculture) শব্দটি ———— শব্দ থেকে এসেছে।

খ) কৃষিকাজ, মৎসচাষ ইত্যাদি ———— ক্ষেত্রের উদাহরণ।

গ) ভারতের ———— লোক কৃষির উপর নির্ভরশীল।

ঘ) দ্রাক্ষাচাষ হল ———— ফলের চাষ।

ঙ) স্থানান্তর কৃষি ব্রাজিলে ———— নামে পরিচিত।

চ) রুটি, বিস্কুট ইত্যাদি তৈরি করতে ———— ব্যবহৃত হয়।

ছ) ———— কে প্রধান ফসল হিসাবে গণ্য করা হয়।

জ) ———— অঞ্চলে বাগিচা ফসলগুলো উৎপাদিত হয়।

ঝ) বালুকাময় জমিতে ———— চাষ হয়।

ঞ) ভুট্টা ———— নামেও পরিচিত।

ট) তুলা ———— ও ———— মাটিতে ভালো জন্মায়।

ঠ) পাট ———— হিসাবে পরিচিত।

২। এক কথায় উত্তর দাওঃ- (প্রতিটির মান ১)

ক) Agri এবং Culture শব্দের অর্থ কী ?

খ) যে জমিতে ফসল উৎপাদন হয় তাকে কি বলে ?

গ) গৌণ কর্ম পদ্ধতি বা ক্ষেত্রের ১টি উদাহরণ দাও।

ঘ) জীবিকাভিত্তিক কৃষি আর কী নামে পরিচিত ?

ঙ) স্থানান্তর কৃষি উত্তর-পূর্ব ভারতে কী নামে পরিচিত ?

চ) যাযাবর পশুপালন ভারতের কোথায় প্রচলিত ?

ছ) ধান চাষের জন্য কী ধরনের মাটি উপযুক্ত ?

জ) আমেরিকার একটি কৃষি খামারের আয়তন কত ?

৩। অল্প কথায় উত্তর দাওঃ- (প্রতিটির মান ২/৩)

ক) প্রগৌণ পদ্ধতি বলতে কী বোঝ ? উদাহরণ দাও।

খ) কৃষি কাজের জন্য কী কী উপাদান প্রয়োজন ?

গ) জৈব কৃষি কী ?

ঘ) ধান ও গম উৎপাদনকারী কয়েকটি দেশের নাম লেখো।

ঙ) মিলেট বলতে কী বোঝ ?

চ) পাট চাষে প্রধান উৎপাদক দেশগুলো কী কী ?

ছ) সর্বোচ্চ মানের চা উৎপাদক দেশগুলোর নাম উল্লেখ করো।

৪। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাওঃ- (প্রতিটির মান ৩/৪)

ক) প্রগাঢ় কৃষি ও আদিম কৃষির মধ্যে পার্থক্য দর্শাও।

খ) স্থানান্তর কৃষি পদ্ধতিটি সংক্ষেপে আলোচনা করো।

গ) কফি উৎপাদনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগুলো আলোচনা করো।

ঘ) কৃষির উন্নতি ঘটানোর জন্য কী কী পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন ?

৫। নিম্নলিখিত স্থানগুলি পৃথিবীর মানচিত্রে চিহ্নিত করঃ- (প্রতিটির মান ৪/৫)

ক) কফি উৎপাদক দেশ – ব্রাজিল, কলম্বিয়া, ভারত।

খ) তুলা উৎপাদক দেশ – চিন, আমেরিকা, পাকিস্তান।

কার্যকলাপ

১। ম্যাগাজিন, খবরের কাগজ এবং ইন্টারনেট থেকে ছবি সংগ্রহ করে ভারতীয় কৃষক ও উন্নত দেশগুলোর কৃষকদের জীবন ধারণের মধ্যে কি পার্থক্য বিদ্যমান তা তালিকাভুক্ত করো।

২। নিম্নোক্ত ফসল উৎপাদনের প্রবাহ চিত্রের খালি জায়গাগুলো পূর্ণ করে ধাপগুলো সম্পূর্ণ করো।

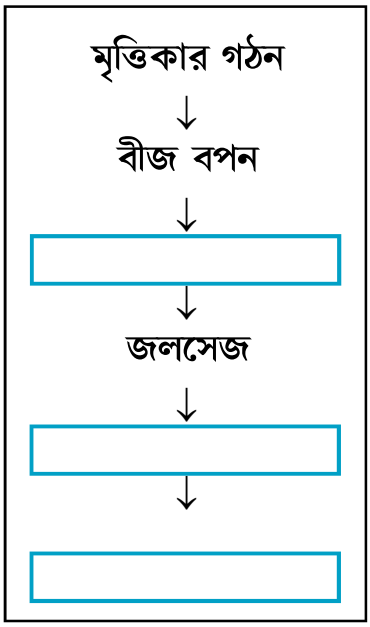

উত্তরমালা

১। (ক) ল্যাটিন (খ) প্রাথমিক (গ) দুই তৃতীয়াংশ (ঘ) আঙুর (ঙ) রোকা
(চ) গম (ছ) ধান (জ) ক্রান্তীয় (ঝ) মিলেট (ঞ) কর্ন
(ট) কালো, পলি (ঠ) স্বর্ণতন্তু

২। (ক) agri মানে মাটি, culture মানে চাষ (খ) আবাদি জমি (গ) ইস্পাত উৎপাদন, কাপড় বোনা (ঘ) প্রগাঢ় কৃষি (ঙ) জুমচাষ (চ) রাজস্থান, জম্মু-কাশ্মীর
(ছ) কাদাযুক্ত পলিমাটি (জ) প্রায় 250 হেক্টর

৪। (ক) নমুনা উত্তরঃ- বিভিন্ন পদক্ষেপ অবলম্বনের দ্বারা কৃষির উন্নতি ঘটানো সম্ভব, যেমন – চাষের জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করা, সেচ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটানো, একই জমিতে বারবার চাষ করে ফসলের পরিমান বৃদ্ধি করা, উচ্চ মানের সার প্রয়োগ ও কৃষিতে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার করা, সেই সঙ্গে সরকারের সহযোগীতা ও খাদ্যের নিশ্চয়তা বৃদ্ধির দ্বারাও কৃষির উন্নতি ঘটানো সম্ভব।

- ● -

পঞ্চম অধ্যায়
শিল্প

বিষয় সংক্ষেপ

➢ কৃষিভিত্তিক কাঁচামালের উপর নির্ভর করে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন শিল্প গড়ে ওঠে।

➢ শিল্প বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে যেমন – কৃষিভিত্তিক, খনিজভিত্তিক, সামুদ্রিক সম্পদভিত্তিক এবং বনজ সম্পদভিত্তিক।

➢ আকার অনুসারে শিল্প ২ প্রকার – ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শিল্প।

➢ মালিকানা অনুসারে শিল্প ৪ ভাগে বিভক্ত। ব্যক্তিগত উদ্যোগ, রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ, যৌথ উদ্যোগ ও সমবায় উদ্যোগ।

➢ শিল্প স্থাপনের বিভিন্ন উপাদানগুলো হল – জমি, শ্রমিক, মূলধন, কাঁচামাল, জল, উপযুক্ত বাজার, উন্নত পরিবহণ ব্যবস্থা ইত্যাদি।

➢ বিভিন্ন শিল্পাঞ্চল গঠনের দ্বারা শিল্প ক্ষেত্রের বিকাশ ত্বরান্বিত হয়।

➢ অনেক শিল্প সূর্যোদয়ের শিল্প নামে পরিচিত।

➢ বস্ত্র শিল্প, তথ্য প্রযুক্তি শিল্প, লৌহ-ইস্পাত শিল্প পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য শিল্পের অন্তর্গত।

➢ ইস্পাত হল আধুনিক শিল্পের মেরুদন্ড।

➢ ভারতের মুম্বাইএ প্রথম বস্ত্র কারখানা গড়ে ওঠে।

➢ আমেদাবাদ 'ভারতের ম্যাঞ্চেষ্টার' ও 'ওসাকা' জাপানের ম্যাঞ্চেষ্টার নামে পরিচিত।

➢ ভারতের ব্যাঙ্গালুরু তথ্য প্রযুক্তি শিল্পের প্রধান কেন্দ্রস্থল এবং দাক্ষিণাত্য মালভূমিতে অবস্থিত হওয়ায় 'সিলিকন মালভূমি' নামে বিখ্যাত।

প্রশ্নমালা

১। সঠিক উত্তর নির্বাচন করো ঃ- (প্রতিটির মান ১)

ক) নীচের কোনটি কৃষি ভিত্তিক শিল্পের অন্তর্গত নয় –

(অ) দুগ্ধ শিল্প (আ) চর্ম শিল্প (ই) ইস্পাত শিল্প

খ) নীচের কোনটি কুটির শিল্পের উদাহরন ?

(অ) মাটির পাত্র তৈরি (আ) গাড়ি নির্মান (ই) ঔষধ তৈরির কারখানা

গ) ইউনিয়ন কার্বাইড কারখানাটি কোথায় অবস্থিত ?

(অ) উত্তর প্রদেশ (আ) ভূপাল (ই) ঝাড়খন্ড

ঘ) চিনের গাও কিয়াও প্রাকৃতিক গ্যাস কূপে কোন সালে বিস্ফোরণ হয়েছিল ?

(অ) 2005 সাল　　(আ) 2009 সাল　　(ই) 2012 সাল

ঙ) 1947 সালে ভারতের ইস্পাত উৎপাদন ছিল –

(অ) 3 কোটি টন　　(আ) 20 লক্ষ টন　　(ই) 10 লক্ষ টন

২। শূন্যস্থান পূর্ণ করো ঃ-　　(প্রতিটির মান ১)

ক) ________________ প্রাথমিক শিল্প বলে।

খ) মারুতি উদ্যোগ লিমিটেড ________________ উদ্যোগের উদাহরণ।

গ) বিকাশমান শিল্পগুলোকে ________________ শিল্প বলে।

ঘ) ________________ ইস্পাত তৈরি হয়।

ঙ) ইস্পাতকে ________________ বলে।

চ) TISCO ________________ সালে স্থাপিত হয়।

ছ) ________________ আমেরিকার একটি ইস্পাত নগরী।

জ) ওসাকাকে ________________ বলে।

৩) অল্প কথায় উত্তর দাওঃ-　　(প্রতিটির মান ২/৩)

ক) শিল্প বলতে কী বোঝ ?

খ) শিল্পাঞ্চল কাকে বলে ?

গ) কয়েকটি কৃষিভিত্তিক শিল্পের উদাহরণ দাও।

ঘ) কয়েকটি ক্ষুদ্র শিল্পের উদাহরণ দাও।

ঙ) শিল্প স্থাপন কী কী উপদানের উপর নির্ভরশীল ?

চ) ভারতের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য শিল্পাঞ্চলের নাম লেখো।

ছ) বিগলন বলতে কী বোঝ ?

জ) ইস্পাতের দুটি ব্যবহার উল্লেখ কর।

ঝ) ভারতের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য লৌহ ইস্পাত উৎপাদন কেন্দ্রের নাম লেখো।

ঞ) কয়েকটি বৃহৎ হ্রদের নাম লেখো।

ট) ভারতে প্রথম কবে ও কোথায় যন্ত্র চালিত বস্ত্র বয়ন কারখানা গড়ে উঠে ?

Ŕ) [ŷçt ç_ Ùÿé Eõå EõX ‘সিলিকন’ মালভূমি বলা হয় ?

ড) নিম্নোক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর পুরো নাম লেখো ঃ-

BHEL, ISRO, ITI, TISC, DRDO

৪) সংক্ষিপ্ত উত্তর দাওঃ- (প্রতিটির মান ৩/৪)

ক) ক্ষুদ্র শিল্প ও বৃহৎ শিল্পের মধ্যে পার্থক্য দর্শাও।

খ) যৌথ উদ্যোগ ও সমবায় উদ্যোগের মধ্যে পার্থক্য দর্শাও।

গ) কী পদ্ধতিতে আকরিক লৌহ থেকে ইস্পাত তৈরি হয় ?

ঘ) শিল্প বিপর্যয় কমানোর কয়েকটি উপায় উল্লেখ করো।

কার্যকলাপ

১। আকরিক লৌহ থেকে ইস্পাত তৈরী পদ্ধতিটি মারুৎচুল্লি অঙ্কনের মাধ্যমে প্রকাশ করো।

২। নিম্নোক্ত স্থানগুলি মানচিত্রে চিহ্নিত করো এবং সেই স্থানগুলো কেন বিখ্যাত তার কারণ দর্শাও –

(ক) কালিকটের কেলিকোস (খ) আমেদাবাদ (গ) ব্যাঙ্গালুরু (ঘ) জামসেদপুর

উত্তরমালা

১। (ক) ই (খ) অ (গ) আ (ঘ) অ (ঙ) ই

২। (ক) খনিজ ভিত্তিক শিল্পকে (খ) বৃহৎ শিল্পের (গ) যৌথ (ঘ) সূর্যোদয়ের
(ঙ) আকরিক লৌহ (চ) আধুনিক শিল্পের মেরুদন্ড (ছ) ১৯০৭
(জ) পিটসবার্গ (ঝ) জাপানের ম্যাঞ্চেষ্টার

৪। (ক) নমুনা উত্তরঃ- ভারতের ব্যাঙ্গালুরু তথ্য-প্রযুক্তি শিল্পে যথেষ্ট উন্নত ও সকল রাজ্যের মধ্যে শিল্পের প্রধান কেন্দ্রস্থল। এই স্থানটির জলবায়ু খুবই মনোরম এবং দাক্ষিণাত্য মালভূমিতে অবস্থিত হওয়ায় একে সিলিকন মালভূমি বলা হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়
মানব সম্পদ

বিষয় সংক্ষেপ

➢ ১৯৪৫ সালে ভারতে মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক গঠিত হয়েছিল মানুষের দক্ষতা উন্নয়ন করা ও সম্পদ হিসাবে মানুষের গুরুত্ব বাড়ানোর লক্ষ্যে।

➢ পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে মানুষ বসবাস করার ধারণাকে জনসংখ্যা বন্টনের ধরণ বলে।

➢ পৃথিবীর কিছু কিছু অঞ্চল ঘনবসতিপূর্ণ আবার কিছু অঞ্চলে বিরল জনবসতি লক্ষ্য করা যায়।

➢ জনগননা ২০১১ অনুযায়ী ভারতের জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিঃমিঃ এ ৩৮২ জন। জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিঃমিঃ এ প্রকাশ করা হয়।

➢ পৃথিবীর $\frac{3}{4}$ লোক এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশে বাস করে।

➢ জনসংখ্যা বন্টনের উপাদানগুলো হল – ভৌগোলিক ও আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক উপাদান।

➢ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জনসংখ্যার সংখ্যাগত পরিবর্তনই হল জনসংখ্যার পরিবর্তন।

➢ জন্মের হার ও মৃত্যুর হার অনুযায়ী জনসংখ্যা পরিমাপ করা হয়।

➢ অস্বাভাবিকভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে জনবিস্ফোরণ দেখা যায়।

➢ কখনো মানুষ নিজের দেশ ছেড়ে অন্য দেশে প্রবাসী সেজে থাকে আবার অন্য দেশ ছেড়ে নূতন কোনো দেশে অভিবাসী হয়ে থাকে।

➢ সম্পদ হতে গেলে মানুষের কিছু গুণাগুণ প্রয়োজন যেমন – বয়স, লিঙ্গ, স্বাস্থ্য, পেশা, আয়, শিক্ষার মান ইত্যাদি।

➢ জনসংখ্যার গঠন বোঝানোর জন্য জনসংখ্যা পিরামিড ধারণাটি ব্যবহার করা হয়।

➢ ত্রিপুরার জনসংখ্যা প্রায় ৩৬.৭৩ লক্ষ।

প্রশ্নমালা

১। সঠিক উত্তর নির্বাচন করো ঃ- (প্রতিটির মান ১)

ক) মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক গঠিত হয়েছিল –

(অ) ১৯৬৩ খ্রীঃ (আ) ১৯৮৫ খ্রীঃ (ই) ১৯৪৫ খ্রীঃ

খ) ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলটি হল –

(অ) ইউরোপ (আ) উচ্চ অক্ষাংশ (ই) দক্ষিণ আমেরিকা

গ) জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রকাশ করা হয় –

(অ) প্রতি বর্গ মিঃ (আ) প্রতি বর্গ সেঃমিঃ (ই) প্রতি বর্গ কিঃমিঃ

ঘ) এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাওয়াকে বলে –

(অ) অভিবাসন (আ) প্রবাসন (ই) স্থানান্তর

ঙ) ত্রিপুরার জনসংখ্যা –

(অ) ৩৬.৭৩ লক্ষ (আ) ৭৫.২৫ লক্ষ (ই) ২৫.৭৩ লক্ষ

চ) ত্রিপুরাতে মহিলার সংখ্যা হল –

(অ) ৫৬০ (আ) ২২৩ (ই) ৯৬০

ছ) পৃথিবীর গড় ঘনত্ব –

(অ) ৫০ জন প্রতি বর্গ কিমি (আ) ৪৫ জন প্রতি বর্গ কিমি (ই) ৮০ জন প্রতি বর্গ কিমি

২। শূণ্যস্থান পূর্ণ করো ঃ- (প্রতিটির মান ১)

ক) ভারত সরকারের ———————— উন্নয়ন নামে একটি মন্ত্রক রয়েছে।

খ) ২০১১ জনগনণা অনুযায়ী ভারতের জনসংখ্যার ঘনত্ব ————————।

গ) ভারতের সর্বাধিক ঘনবসতিপূর্ণ রাজ্য হল যথাক্রমে ———————— ও ————————।

ঘ) ———————— অঞ্চল ঘনবসতি পূর্ণ হয়।

ঙ) জন্মের হার বলতে বোঝায় প্রতি ———————— লোকের মধ্যে কতজন শিশুর জন্ম হয়েছে।

চ) জন্মের হার ও মৃত্যুর হারের পার্থক্য হল ———————— বৃদ্ধির হার।

ছ) প্রতি ———————— বছর অন্তর জনগনণা হয়।

জ) ———————— সাহায্যে জনসংখ্যার গঠন বোঝানো হয়।

৩। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাওঃ- (প্রতিটির মান ২/৩)

ক) ত্রিপুরার কম জনসংখ্যার জেলা ও বেশি জনসংখ্যার জেলা কোনটি ?

খ) মানব সম্পদ নির্ণয়কারী গুণাগুণগুলো কী কী ?

গ) আয়ুষ্কাল বলতে কী বোঝ ?

ঘ) মৃত্যুর হার বলতে কী বোঝ ?

ঙ) জনসংখ্যা বন্টনের উপাদানগুলি কী কী ?

চ) জনঘনত্ব কি ?

ছ) মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের ২টি উদ্দেশ্য উল্লেখ কর।

জ) মানব সম্পদ কাকে বলে ?

ঝ) পৃথিবীর কয়েকটি ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলের উদাহরণ দাও।

ঞ) জনবিষ্ফোরণ কাকে বলে ?

৪। নিম্নোক্ত প্রশ্নের উত্তর দাওঃ- (প্রতিটির মান ৪/৫)

ক) মানুষ সমভূমি অঞ্চলে বাস করতে বেশি পছন্দ করে কেন ?

খ) অভিবাসন ও প্রবাসনের মধ্যে পার্থক্য দর্শাও।

গ) জনসংখ্যা পিরামিডের ধারণাটি সংক্ষেপে আলোচনা করো।

কার্যকলাপ

১। নীচের তথ্যগুলোর সাহায্যে জনসংখ্যা পিরামিড অঙ্কন করঃ-

(দুই ধরনের রঙ দিয়ে পুরুষ, মহিলা চিহ্নিত করো)

বয়সের বিভাগঃ- ০-৪, ৫-৯, ১০-১৪, ১৫-১৯, ২০-২৪, ২৫-২৯, ৩০-৩৪, ৩৫-৩৯।

শতকরাঃ- ১০, ৮, ৬, ৪, ২, ০, ২, ৪, ৬, ৮।

২। ক) ২০১৫ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত ত্রিপুরাতে প্রতি বছর জন্মের হার ও মৃত্যুর হার কত তার একটি তালিকা প্রস্তুত করো এবং কী পরিবর্তন দেখলে তা অল্প কথায় ব্যক্ত করো।

খ) ৩য় বাক্সটি পূর্ণ করো ঃ-

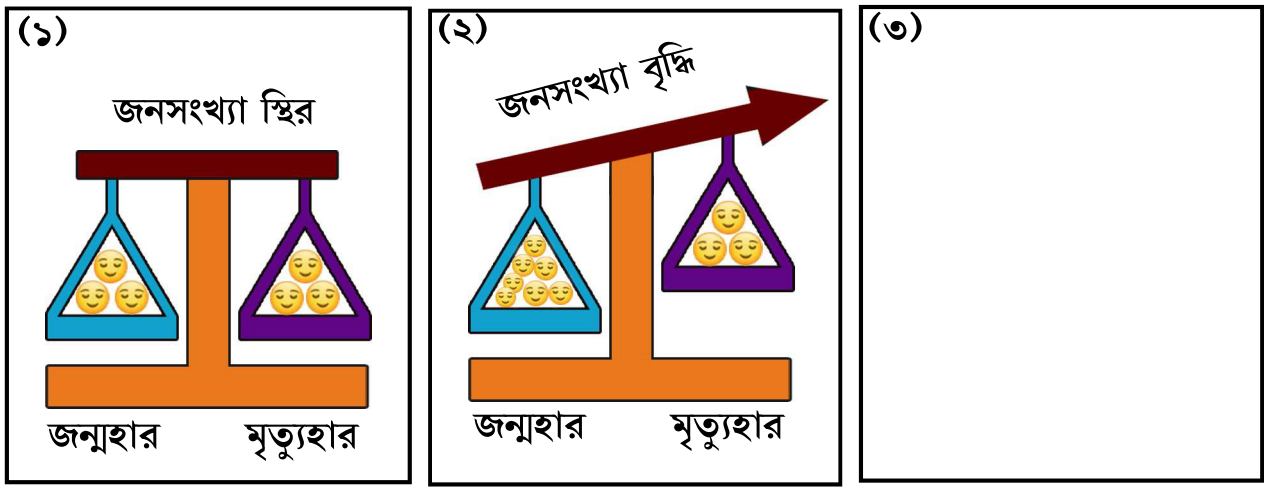

উত্তরমালা

১।(ক) আ (খ) অ (গ) অ (ঘ) আ (ঙ) অ (চ) ই (ছ) আ

২।(ক) মানব সম্পদ (খ) ৩৮২ জন প্রতি বর্গ কিঃমিঃ (গ) বিহার, অরুণাচল প্রদেশ
(ঘ) নদী অববাহিকা (ঙ) ১০০০ (চ) স্বাভাবিক (ছ) ১০
(জ) জনসংখ্যা পিরামিডের

৪। (ক) নমুনা উত্তরঃ- সমভূমি অঞ্চলগুলো কৃষি, শিল্প, বিভিন্ন পরিসেবার ক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নত। পার্বত্য বা মালভূমি অঞ্চলগুলোতে যথেষ্ট পরিমাণে সমস্ত সুবিধা না থাকায় মানুষ সমভূমি অঞ্চলে বাস করতে বেশি পছন্দ করে। তাছাড়া বেশিরভাগ সমভূমি অঞ্চলের জলবায়ু, মাটি, জল ইত্যাদি জনবসতি স্থাপনের জন্য অনুকূল।

- ● -

ইউনিট - ১
প্রথম অধ্যায়
ভারতের সংবিধান

বিষয় সংক্ষেপ

➢ সংবিধান বলতে কোন দেশের শাসন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রনকারী লিখিত নিয়ম কানুনকে বোঝায়।

➢ ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ নভেম্বর গনপরিষদে ভারতের সংবিধান গৃহিত হয় এবং ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ জানুয়ারী তা কার্যকর হয়।

➢ ভারতের সংবিধানের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো হল যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা, সংসদীয় সরকার, ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরন, মৌলিক অধিকার।

➢ যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা হল সকল শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীয় রাজ্য এবং আঞ্চলিক সরকারের মাধ্যমে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে।

➢ গনপরিষদের সভাপতি ছিলেন ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ।

➢ যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা বলতে একটি দেশে কয়েকটি স্তরে সরকার থাকার কথা বোঝাচ্ছে।

➢ সংসদীয় সরকার এর ক্ষেত্রে জনগন তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের লোকসভা এবং রাজ্যসভাতে পাঠাতে পারে।

➢ ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরন বলতে সরকারের তিনটি বিভাগ রয়েছে।

➢ মৌলিক অধিকার রাষ্ট্রের স্বেচ্ছাচারী এবং চরম ক্ষমতা প্রয়োগের হাত থেকে নাগরিকদের রক্ষা করতে পারে।

প্রশ্নাবলি

১। স্তম্ভ মেলাও ঃ-

'ক' - স্তম্ভ	'খ' - স্তম্ভ
(ক) জাতির জনক	(অ) তৃতীয় স্তরের সরকার
(খ) ভারতের সংবিধান	(আ) ডঃ ভীমরাও আম্বেদকর
(গ) পঞ্চায়েত রাজ	(ই) জহরলাল নেহেরু
(ঘ) মৌলিক কর্তব্য	(ঈ) মহাত্মা গান্ধী
(ঙ) ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী	(উ) আমাদের জাতীয় পতাকাকে সম্মান করা

২। সত্য মিথ্যা লিখঃ- (প্রতিটির মান -১)

ক) ভারতের রাজ্যস্তরে এবং কেন্দ্রীয় স্তরে সরকার রয়েছে। | সত্য |

খ) 'রাষ্ট্র' শব্দটি সরকারকে বোঝায়। | |

গ) সংবিধান অনুসারে সরকারের তিনটি বিভাগ আছে - আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ এবং বিচার বিভাগ।

ঘ) মৌলিক অধিকার রাষ্ট্রের স্বেচ্ছাচারী এবং চরম ক্ষমতা প্রয়োগের হাত থেকে নাগরিকদের রক্ষা করে।

ঙ) ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র কোনও ধর্মকে রাষ্ট্রীয় ধর্মের মর্যাদা দেয়না।

৩। শূণ্যস্থান পূরণ করঃ- (প্রতিটির মান -১)

ক) নেপালের রাজা ———— খ্রীষ্টাব্দে সরকারের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহন করেছিলেন।

খ) ভারতের সংবিধানে মৌলিক অধিকারের সংখ্যা হল ————। **উত্তরঃ ৮ টি।**

গ) ———— শাসনকার্য পরিচালনা এবং আইন কার্যকর করার জন্য দায়বদ্ধ।

ঘ) ———— থেকে জাতীয় আন্দোলন জোরদার হতে শুরু করে।

ঙ) ভারতীয় গনপরিষদ গঠিত হয় ———— খ্রীষ্টাব্দে।

৪। সঠিক উত্তর নির্বাচন করঃ- (প্রতিটির মান -১)

ক) একটি দেশের সংবিধানে থাকে –

(অ) নিয়ম (আ) কানুন (ই) (অ ও আ) উভয়ই (ঈ) কোনটাই নয়

উত্তরঃ (ই) (অ) ও (আ) উভয়ই।

খ) গনপরিষদ স্বাধীন ভারতের জন্য কত সালে খসড়া সংবিধান রচনা করেন –

(অ) ১৯৪৭ খ্রীঃ (আ) ১৯৪৬ খ্রীঃ (ই) ১৯৪৯ খ্রীঃ (ঈ) ১৯৬০

গ) কত সালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস গনপরিষদ গঠনের দাবি জানিয়েছিল –

(অ) ১৯৪৫ খ্রীঃ (আ) ১৯৩৪ খ্রীঃ (ই) ১৯৬০ খ্রীঃ (ঈ) ১৯৬১

ঘ) সংবিধান অনুসারে রাজ্য সরকারের কয়টি বিভাগ আছে –

(অ) ৩টি (আ) ৪টি (ই) ২টি (ঈ) ৫টি

ঙ) ভারতীয় নাগরিকদের জন্য স্বীকৃত মৌলিক অধিকারের সংখ্যা হল –

(অ) ৫ টি (আ) ৬ টি (ই) ৭ টি (ঈ) ৮ টি

চ) কখন নেপালের রাজা সরকারের প্রধান হিসাবে সকল দায়িত্ব গ্রহন করেন ?

(অ) ফেব্রুয়ারী, ২০০২ (আ) ফেব্রুয়ারী, ২০০৫

(ই) ফেব্রুয়ারী, ২০০৬ (ঈ) এপ্রিল, ২০০৩

ছ) নিম্নলিখিত কোনটি বর্তমানে মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভূক্ত নয় –

(অ) সাম্যের অধিকার (আ) সম্পত্তির অধিকার

(ই) স্বাধীনতার অধিকার (ঈ) শোষনের বিরুদ্ধে প্রতিকারের অধিকার

ঙ) গনপরিষদের সদস্য সংখ্যা কতজন –

(অ) ৪৩০ জন (আ) ৪০০ জন (ই) ৩০০ জন (ঈ) ৩৩৩ জন

৫) এক কথায় উত্তর দাওঃ- (প্রতিটি প্রশ্নের মান -১)

ক) গনপরিষদের সভাপতি কে ছিলেন ?

উত্তরঃ ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ।

খ) ভারতের সংবিধান কবে কার্যকর হয় ?

গ) প্রধানমন্ত্রী কে নির্বাচন করেন ?

ঘ) প্রস্তাবনা বলতে কি বুঝ ?

ঙ) যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় সবচেয়ে নিম্নস্তর কোনটি ?

৬) সংক্ষিপ্ত উত্তর দাওঃ- (প্রতিটি প্রশ্নের মান – ২/৩)

ক) নেপালে জনগন কেন নতুন সংবিধান চেয়েছিল ?

খ) একটি দেশে সংবিধানের গুরুত্ব আলোচনা কর।

গ) আইনসভার তিনটি কার্যাবলী লেখো।

ঘ) বিচার বিভাগের ক্ষমতা এবং কার্যাবলী লেখো।

৭) নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর দাওঃ- (প্রতিটি প্রশ্নের মান – ৪)

ক) সংবিধানের মৌলিক কর্তব্যগুলি কি কি ?

খ) সংবিধানের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি ?

***

ইউনিট - ১
দ্বিতীয় অধ্যায়
ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কে ধারণা

বিষয় সংক্ষেপ

- ধর্মনিরপেক্ষতা একটি গনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্য গুরুত্বপূর্ন দিক।
- ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে রাজনীতি থেকে ধর্মকে পৃথক করা বোঝায়।
- একটি দেশ বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায় নিয়ে গঠিত।
- ব্যক্তির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে পৃথক করা খুবই জরুরী।
- ভারত একটি ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র।
- ভারত সরকার কোনও ধর্মকে প্রচার করতে পারে না। কারন এটি সকল ধর্মের প্রতি সম আচরনের সরকারি নীতিকে লঙ্ঘন করা হয়।
- ভারত কোনো ধর্মের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার নীতি অনুসরন করে।
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্র অথবা ধর্ম একে অপরের থেকে সম্পূর্ণ রূপে পৃথক।

প্রশ্নাবলি

১। স্তম্ভ মেলাও ঃ-

'ক' - স্তম্ভ	'খ' - স্তম্ভ
(ক) প্রজাতন্ত্র দিবস	(অ) শপথ সমবেত পাঠের মধ্য দিয়ে
(খ) ঈদ	(আ) কোন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের হস্তক্ষেপ না করার কৌশল
(গ) ভারত	(ই) জাতীয় উৎসব
(ঘ) আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে শিশুরা সরকারি বিদ্যালয় শুরু করে	(ঈ) একটি বৈচিত্র্যময় দেশ
(ঙ) ২০০৪ সালে ফ্রান্স	(উ) মুসলমানদের উৎসব
(চ) ভারতীয় ধর্মীয় আধিপত্য প্রতিরোধ করার তৃতীয় উপায়	(ঊ) শিক্ষার্থীরা কোনো ধর্মীয় বা রাজনৈতিক প্রতীক চিহ্ন পরা থেকে নিষিদ্ধ করে

২। সত্য মিথ্যা লিখঃ- (প্রতিটির মান - ১)

ক) ভারতবর্ষ একটি ধর্ম নিরপেক্ষ দেশ। সত্য

খ) রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে পৃথক করা ধর্ম নিরপেক্ষতার দিক থেকে কোন গুরুত্বপূর্ন বিষয় নয়।

গ) ভারত কোন বিশেষ ধর্ম দ্বারা পরিচালিত হয় না। ☐

ঘ) সরকারি বিদ্যালয়ে কোনও একটি ধর্মীয় উৎসব পালন করা সরকারি নীতি বিরুদ্ধ কাজ। ☐

ঙ) ভারতীয় সংবিধান অস্পৃশ্যতাকে সমর্থন করে। ☐

চ) ভারতীয় সংবিধান অনুসারে প্রতিটি নাগরিকের নিজের ধর্মমত প্রচারের অধিকার আছে। ☐

৩। শূণ্যস্থান পূরণ করঃ- (প্রতিটির মান - ১)

ক) ———— গনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। **উত্তরঃ ধর্মনিরপেক্ষতা।**

খ) শিখ ধর্মে বিশ্বাসীদের ———— পরা তাদের ধর্মের গুরুত্বপূর্ন অংশ।

গ) হিন্দুদের একটি ধার্মিক গ্রন্থ হল ————।

ঘ) অস্পৃশ্যতা বিলুপ সাধন ———— অধীনে আসে।

ঙ) হিটলার ———— একনায়ক তান্ত্রিক শাসক ছিলেন।

চ) ধর্মিয় অনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হল ————।

ছ) ———— হল রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে পৃথকীকরন।

জ) ———— বিদ্যালয় যেকোন একটি ধর্মকে প্রচার বা উদযাপন করতে পারে।

ঝ) আমাদের সংবিধানের দ্বিতীয় মৌলিক অধিকার হল ————।

ঞ) সরকারি বিদ্যালয়ে ———— ধর্মের শিক্ষার্থী রয়েছে।

৪। সঠিক উত্তর নির্বাচন করঃ- (প্রতিটির মান - ১)

ক) 'কাওয়লি' কোন ধর্মের বিখ্যাত ধর্মীয় গীত –

(অ) হিন্দু (আ) ইসলাম (ই) শিখ (ঈ) খ্রীষ্টান

উত্তরঃ (আ) ইসলাম।

খ) গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্য কী গুরুত্বপূর্ণ ?

(অ) দুর্নীতি (আ) ধর্মনিরপেক্ষতা (ই) বাধ্যবাধকতা (ঈ) বৈষম্যতা

গ) খ্রীষ্টানরা প্রার্থনার জন্য কোথায় যায় ?

(অ) মন্দির (আ) চার্চ বা গির্জা (ই) মসজিদ (ঈ) গুরুদ্বার

ঘ) সৌদি আরবে কাদের মন্দির তৈরী করার অনুমতি নেই ?

(অ) মুসলমানদের (আ) অমুসলিমদের (ই) হিন্দুদের (ঈ) খ্রীষ্টানদের

ঙ) 'পাগড়ি' পরা কোন্ ধর্মের বিশ্বাসীদের গুরুত্বপূর্ণ অংশ –

(অ) শিখ ধর্মের (আ) হিন্দুদের (ই) মুসলিমদের (ঈ) খৃষ্টানদের

চ) যীশু খ্রীষ্ট জন্ম গ্রহণ করেছিলেন –

(অ) ২৩শে ডিসেম্বর (আ) ২৪শে ডিসেম্বর (ই) ২৫শে ডিসেম্বর (ঈ) ১৫ই জানুয়ারী

ছ) হোলি উৎসব কোন্ মাসে পালন করা হয় ?

(অ) জানুয়ারী (আ) ফেব্রুয়রী (ই) মার্চ (ঈ) এপ্রিল

জ) ভারতীয় সংবিধানের কত নং ধারায় ধর্মীয় সম্প্রদায়ের অধিকার সম্পর্কে বলা হয়েছে ?

(অ) ২২নং (আ) ২১নং (ই) ২৬নং (ঈ) ১৭নং

ঝ) কততম সংবিধান সংশোধনী আইনে 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দটি প্রস্তাবনায় যুক্ত করা হয়েছে ?

(অ) ৪০তম (আ) ৪১তম (ই) ৪২তম (ঈ) কোনটি নয়

৫। এক কথায় উত্তর দাওঃ- (প্রতিটি প্রশ্নের মান - ১)

ক) কোন্ মৌলিক অধিকার ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কিত ?

উত্তরঃ ধর্মাচারনের অধিকার।

খ) একটি ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের নাম বল।

গ) হিন্দুদের একটি পবিত্র ধর্মগ্রন্থের নাম বল।

ঘ) কি ধরনের বিদ্যালয় কোন ধর্ম প্রচার করতে পারে না ?

ঙ) গণেশ চতুর্থী কোন রাজ্যের প্রধান ধার্মীক অনুষ্ঠান ?

৬। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাওঃ- (প্রতিটি প্রশ্নের মান – ২/৩)

ক) ভারতের চারটি প্রধান ধর্মের নাম লিখ।

খ) ভারত কেন রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে পৃথক করার প্রয়োজন বলে মনে করে ?

গ) অস্পৃশ্যতা কেন নিষিদ্ধ হয়েছিল ?

ঘ) ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের মূল উদ্দেশ্য কি ?

৭। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর দাওঃ- (প্রশ্নের মান – ৫)

ক) কি উপায়ে ভারতীয় রাষ্ট্র ধর্মীয় অধিকারের উপর বাধা নিষেধ আরোপ করতে পারে। ব্যাখ্যা কর।

খ) ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে কি বোঝ ? কি কি উপায়ে ভারতীয় রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ কার্যাবলী নিয়ন্ত্রন করে ?

ইউনিট - ২
তৃতীয় অধ্যায়
আমাদের সংবিধান কেন প্রয়োজন

বিষয় সংক্ষেপ

➢ সমাজের বিভিন্ন অংশের জনগনের দীর্ঘ কঠিন লড়াইয়ের পর ভারত স্বাধীনতা অর্জন করে।

➢ ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস দাবি জানিয়ে আসছিল আইন সভায় নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে বাজেট সম্পর্কে আলোচনা এবং প্রশ্ন উত্থাপনের অধিকার পাওয়া যায়।

➢ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের চাপে ব্রিটিশ সরকার ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারত শাসন আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সীমিতভাবে প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার দিলেও তখন সার্বিক প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকার স্বীকার করা হয় নি।

➢ কিন্তু স্বাধীনতা অর্জনের (১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ আগষ্ট) সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের জনগন স্বাধীন নাগরিকে পরিণত হয়েছে এবং সংবিধানে সার্বিক প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকার স্বীকৃত হয়েছে।

➢ গণতন্ত্রে সরকার জনগণের সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত।

➢ গণতান্ত্রিক সরকার হল প্রতিনিধি মূলক শাসন ব্যবস্থা।

➢ নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণ নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সংসদে পাঠায়।

➢ ভারতের সংসদ বা পার্লামেন্ট হচ্ছে সর্বোচ্চ আইন প্রণয়নকারী সংস্থা।

➢ ভারতের সংসদের দুটি কক্ষ রয়েছে। যথা –

ক) রাজ্যসভা (২৫০ জন সদস্য নিয়ে গঠিত)

খ) লোকসভা (৫৪৫ জন সদস্য নিয়ে গঠিত)

➢ রাজ্যসভার চেয়ারম্যান হলেন উপরাষ্ট্রপতি। লোকসভার সভাপতি হলেন স্পিকার বা অধ্যক্ষ।

➢ সংসদকে নিম্নলিখিত তিনটি কার্যাবলী সম্পাদন করতে হয় –

ক) কেন্দ্রীয় (জাতীয়) সরকারকে মনোনিত করা।

খ) সরকারকে নিয়ন্ত্রণ, পরামর্শ দান এবং তথ্য সরবরাহ করা।

গ) আইন প্রনয়ন।

➢ সংসদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা সাংসদ বা এম. পি হিসাবে স্বীকৃতি পান।

প্রশ্নাবলি

১। স্তম্ভ মেলাও ঃ-

'ক' - স্তম্ভ	'খ' - স্তম্ভ
(ক) নিম্নকক্ষ	(অ) ভারতীয় জনতা পার্টি
(খ) এম পি	(আ) লোকসভার আধিকারিক
(গ) রাষ্ট্রপতি	(ই) রাজ্যসভা
(ঘ) প্রধানমন্ত্রী	(ঈ) পার্লামেন্টের সদস্য
(ঙ) বি. জে. পি	(উ) পরোক্ষভাবে জনগনের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধি
(চ) স্পিকার বা অধ্যক্ষ	(ঊ) লোকসভার সভাপতি

২। সত্য মিথ্যা লিখঃ- (প্রতিটির মান - ১)

ক) রাজ্যসভা মোট ২৪৫ জন সদস্য নিয়ে গঠিত। **সত্য**

খ) ভারতবর্ষ ২০০ বছর ব্রিটিশরা শাসন করেছিল।

গ) উপরাষ্ট্রপতি লোকসভায় সভাপতিত্ব করেন।

ঘ) প্রধানমন্ত্রী সাংসদের দ্বারা নির্বাচিত হন।

ঙ) গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার জন্য বিরোধী দলগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

চ) সংসদ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় জনগনের অংশ গ্রহণ ও আস্থার মর্যাদা রক্ষা করে।

৩। শূণ্যস্থান পূরণ করঃ- (প্রতিটির মান - ১)

ক) ভারতের শাসন ব্যবস্থায় ———— গণতন্ত্র অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক।

খ) রাজ্যসভার চেয়ারম্যান হলেন ————। **উত্তরঃ উপরাষ্ট্রপতি।**

গ) ———— ভারতের সংসদ অবস্থিত।

ঘ) ———— হল ভারতীয় গণতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ দিক।

ঙ) লোকসভার মোট সদস্য সংখ্যা হল ————।

চ) PMO এর পুরো কথাটি হল ————।

ছ) ভারতের সংসদ ———— নামেও পরিচিত।

জ) লোকসভার শাসক দলের নেতা হলেন ————।

ঝ) সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি নিয়োগ করেন ——————।

ঞ) স্বাধীন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি হলেন ——————।

৪। সঠিক উত্তর বাছাই করঃ- (প্রতিটির মান - ১)

ক) ভারতীয় সংবিধানের প্রথম ধারণা দিয়েছিলেন –

(অ) জহরলাল নেহেরু (আ) ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ (ই) এম. এন. রায় (ঈ) মহাত্মা গান্ধী

খ) লোকসভা অন্য কি নামে পরিচিত ?

(অ) নিম্ন কক্ষ (আ) উচ্চ কক্ষ (ই) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় (ঈ) কোনোটিই নয়

উত্তরঃ (অ) নিম্ন কক্ষ।

গ) ভারতের পার্লামেন্টের কটি কক্ষ ?

(অ) ৫টি কক্ষ (আ) ৩টি কক্ষ (ই) ২টি কক্ষ (ঈ) ৪টি কক্ষ

ঘ) প্রধানমন্ত্রী কাদের দ্বারা নির্বাচিত হন ?

(অ) MLA দ্বারা (আ) MP দ্বারা (ই) জনগনের দ্বারা (ঈ) রাষ্ট্রপতি দ্বারা

ঙ) লোকসভার সভাপতিত্ব করেন –

(অ) রাষ্ট্রপতি (আ) উপরাষ্ট্রপতি (ই) অধ্যক্ষ (ঈ) প্রধানমন্ত্রী

চ) লোকসভার সদস্য হতে গেলে কমপক্ষে কত বয়স হতে হবে ?

(অ) ২০ বছর (আ) ২৫ বছর (ই) ৩৫ বছর (ঈ) ২৯ বছর

ছ) ভারতের সংসদ কোথায় অবস্থিত ?

(অ) চেন্নাই (আ) নিউ দিল্লি (ই) মুম্বাই (ঈ) কোনোটিই নয়

জ) রাজ্য সভার ১২ জন সদস্যকে কে মনোনিত করেন ?

(অ) প্রধানমন্ত্রী (আ) রাষ্ট্রপতি (ই) স্পীকার (ঈ) উপরাষ্ট্রপতি

ঝ) লোকসভার সদস্য সংখ্যা কত ?

(অ) ৪৪৫ (আ) ৫৪৫ (ই) ৫৫৫ (ঈ) ৫৫০

৫। এক কথায় উত্তর দাওঃ- (প্রতিটি প্রশ্নের মান - ১)

ক) এম. এল. এ এর পুরো কথাটি কী ?

উত্তরঃ বিধানসভাগুলোর নির্বাচিত সদস্য বা Member of Legislative Assembly.

খ) ই ভি. এম এর পুরো নামটি কী ?

_____

গ) ভারতের জাতীয় কংগ্রেস কবে প্রতিষ্ঠিত হয় ?

_____

ঘ) স্বাধীনতা দিবসে দিল্লীর দূর্গে কে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন ?

_____

ঙ) বছরে কতবার লোকসভা অধিবেশন আহ্বান করতে হয় ?

_____

চ) কোন্ রাজ্যে আইন পরিষদ নেই ?

_____

ছ) ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী কে ?

_____

৬। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাওঃ- (প্রতিটি প্রশ্নের মান – ২/৩)

ক) ভারতের কোন রাজ্যের লোকসভার সবচেয়ে বেশী সদস্য আছে ? তুমি কেন এমন মনে করো লিখ।

খ) সংসদ কী ?

গ) বিধান সভা কী ?

ঘ) অপবাদ বা Impeachment কী ?

৭। নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর দাওঃ- (প্রতিটি প্রশ্নের মান – ৫)

ক) সংসদ আমাদের কেন প্রয়োজন ?

খ) ভারতের নির্বাচন প্রক্রিয়াটির গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

***

ইউনিট - ২
চতুর্থ অধ্যায়
আইন সম্পর্কে ধারণা

বিষয় সংক্ষেপ

➢ সমস্ত আইন রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের উপর সমভাবে প্রযোজ্য হবে এবং কেউই আইনের উর্ধ্বে নয়।

➢ অপরাধ বা আইন ভঙ্গকারীর শাস্তির জন্য সুনির্দিষ্ট আইনের বিধান রয়েছে।

➢ প্রাচীন ভারতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উপর ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় আইনগুলো প্রযুক্ত হত।

➢ ভারতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের একটি প্রধান ভূমিকা ছিল ব্রিটিশ ভারতে আইনি ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়ন করার জন্য।

➢ ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের 'প্রজা বিদ্রোহ' দমন আইন হল ব্রিটিশদের দ্বারা প্রণয়ন করা একটি স্বৈরাচারি আইন।

➢ ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের প্রজা বিদ্রোহ দমন আইন অনুসারে ব্রিটিশ প্রশাসন বিনা বিচারে যে কোন ব্যক্তিকে আটক করে রাখতে পারত।

➢ সংবিধান গৃহিত হওয়ার সাথে সাথে "আইনের অনুশাসন" এর বিকাশে ভারতীয়রা বিভিন্নভাবে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করেছিল।

➢ সংবিধানের ভিত্তিতেই ভারতের জন প্রতিনিধিরা বহু নতুন আইন প্রনয়ন করে, এবং প্রচলিত আইনের প্রয়োজনীয়তা সংশোধন করে।

➢ ২০০৫ খ্রীষ্টাব্দের হিন্দু উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী পুত্র, কন্যা এবং তাদের মাতাও পারিবারিক সম্পত্তির সমান লাভ করবে।

➢ আইন প্রনয়নের ক্ষেত্রে সংসদ বা পার্লামেন্ট একটি গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করে।

➢ পার্লামেন্ট যদি কোন জনস্বার্থ বিরোধী বা ভুল আইন পাস করে তখন জনগণ জনসভা, সংবাদপত্রে লেখা ও দুরদর্শন চ্যানেল প্রতিবেদনের মাধ্যমে সংসদের উপর চাপ সৃষ্টি করে আইনটি পরিবর্তনের জন্য।

প্রশ্নাবলি

১। স্তম্ভ মেলাও ঃ-

'ক' - স্তম্ভ	'খ' - স্তম্ভ
(ক) রাষ্ট্রের সকল নাগরিক	(অ) স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া
(খ) জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকান্ড	(আ) ১৩ই এপ্রিল ১৯১৯
(গ) রাওলাট আইন	(ই) দেশ ছিল ব্রিটিশ শাসিত
(ঘ) প্রজাবিদ্রোহ দমন আইন ১৮৭০খ্রীঃ	(ঈ) ১০ মার্চ ১৯১৯
(ঙ) গার্হস্থ্য হিংসা	(উ) একটি স্বেচ্ছাসেবী আইন
(চ) ঔপনিবেশিক শাসনকালে	(ঊ) আইনের দৃষ্টিতে সমান

২। সত্য মিথ্যা যাচাই করঃ- (প্রতিটির মান - ১)

ক) আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে সংসদ বা পার্লামেন্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। **সত্য**

খ) জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকান্ড ঘটে পাঞ্জাবে। ☐

গ) ব্রিটিশ শাসিত ভারতে আইন ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নে ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন প্রধান ভূমিকা পালন করে। ☐

ঘ) আইন দুই জন ব্যক্তির মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করতে পারেনা। ☐

ঙ) ভারতের রাষ্ট্রপতি ভারতীয় আইনের উর্ধ্বে। ☐

চ) প্রধানমন্ত্রী আইন প্রণয়ন করেন। ☐

৩। শূণ্যস্থান পূরণ করঃ- (প্রতিটির মান – ১)

ক) ———— ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দে পাশ হয়েছিল। **উত্তরঃ প্রজাবিদ্রোহ দমন আইন।**

খ) হিন্দু উত্তরাধিকার আইন প্রবর্তিত হয় ———— খ্রীষ্টাব্দে।

গ) যে সমস্ত কাজ আইনের বিরুদ্ধে করা হয় তাকে বলা হয় ————।

ঘ) ———— মহিলাদের অধিকার সুরক্ষিত রাখার জন্য কাজ করে।

ঙ) সংসদ রাজ্যসভা এবং ———— নিয়ে গঠিত।

চ) ———— নতুন আইন সৃষ্টি করে।

ছ) আইন একটি ———— ধারণা।

জ) আইন হল ———— শর্ত।

৪। সঠিক উত্তর বাছাই করঃ- (প্রতিটির মান – ১)

ক) গার্হস্থ্য হিংসা থেকে মহিলাদের সুরক্ষিত রাখা আইনটি কবে থেকে কার্যকর হয় –

(অ) ২০০৪ খ্রীঃ (আ) ২০০৫ খ্রীঃ (ই) ২০০৬ খ্রীঃ (ঈ) কোনটাই নয়

খ) জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকান্ডের পর কে 'নাইট হুড' উপাধি ফিরিয়েছেন ?

(অ) স্বামী বিবেকানন্দ (আ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (ই) নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু (ঈ) কেউই নন

উত্তরঃ (আ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

গ) রাওলাট আইন কে প্রবর্তন করেন ?

(অ) ভারত সরকার (আ) ব্রিটিশ সরকার (ই) ব্রিটিশ (ঈ) কোনটিই নয়

ঘ) জালিয়ানওয়ালাবাগে কার নির্দেশে নিরস্ত্র জনগনের উপর ব্রিটিশ গুলি চালিয়েছিল ?

(অ) জেনারেল ডায়ার (আ) ডঃ সত্যপাল (ই) ডঃ সইফুদ্দিন কিচনিউ (ঈ) কোনটিই নয়

ঙ) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 'পৌর অধিকার আইন' কবে প্রণীত হয় ?

(অ) ১৯৬৩ খ্রীঃ (আ) ১৯৬৪ খ্রীঃ (ই) ১৯৬৬ খ্রীঃ (ঈ) কোনটিই নয়

৫। অল্প কথায় কথায় উত্তর দাওঃ- (প্রতিটি প্রশ্নের মান – ১)

ক) আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে করা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন ?

_____

খ) কি ধরনের সম্পর্ক হিংসা মুক্তির পথ হিসাবে বিবেচিত হয় ?

_____

গ) কি উপায়ে নাগরিকরা তাদের প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে ?

_____

৬। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাওঃ- (প্রতিটি প্রশ্নের মান – ২/৩)

ক) কার বা কাদের ক্ষমতা রয়েছে কোন বিতর্ক আইনকে সংশোধন বা বাতিল করে দেওয়ার ?

খ) গ্রাহস্থ হিংসা কি ?

গ) অপ্রিয় এবং বিতর্কিত আইন বলতে কি বোঝ ?

ঘ) ১৯৬৪ সালের পৌর অধিকার আইন কি ছিল ?

৭। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর দাওঃ- (প্রশ্নের মান – ৫)

ক) প্রাচীন ভারতে কি ধরনের আইন ব্যবস্থার প্রচলন ছিল ?

খ) জনগন কীভাবে নতুন আইন প্রনয়নের দাবি জানায় ?

***

ইউনিট - ৩
পঞ্চম অধ্যায়
বিচার বিভাগ

আদালতের বিভিন্ন স্তর

সুপ্রিম কোর্ট

হাই কোর্ট

জেলা ও দায়রা আদালত

বিষয় সংক্ষেপ

➢ ভারতীয় সংবিধান আইনের শাসন প্রদান করে থাকে যা আদালত সমন্বিত একটি স্বাধীন বিচার ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রয়োগ করা হয়।

➢ সংবিধানের চূড়ান্ত ব্যাখ্যাকারী হিসাবে বিচার বিভাগ কাজ করে।

➢ সংসদে গৃহিত কোন আইন ভারতীয় সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর পরিপন্থী মনে হলে তা বাতিল করার ক্ষমতা বিচার বিভাগের আছে।

➢ ভারতের অখন্ড বিচার ব্যবস্থায় দেশের আদালতগুলি তিনটি ভিন্ন ভিন্ন স্তরে গঠিত।

➢ ভারতের সুপ্রিম কোর্ট একেবারে শীর্ষস্তরে অবস্থিত। দ্বিতীয় স্তরে আছে প্রতিটি রাজ্যের জন্য একটি করে হাইকোর্ট এবং নিম্নস্তরে জেলা আদালতগুলি রয়েছে।

➢ বিচার বিভাগ সকল নাগরিকের মৌলিক অধিকার রক্ষা করে।

➢ ভারতের আইন ব্যবস্থা দুই ধরনের। (অ) দেওয়ানি আইন (আ) ফৌজদারি আইন।

➢ ভারতের সমস্ত নাগরিক জনস্বার্থ বিষয়ক মামলার মাধ্যমে ন্যায় বিচার পেয়ে থাকেন। তাতে অনেক সামাজিক শোষন ও অন্যায়ের অবসান ঘটে।

প্রশ্নাবলি

১। স্তম্ভ মেলাও ঃ-

'ক' - স্তম্ভ	'খ' - স্তম্ভ
(ক) সুপ্রিম কোর্ট	(অ) ১৯৮০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে
(খ) সংবিধানের চূড়ান্ত ব্যাখ্যাকারী	(আ) উচ্চ আদালতে একটি আবেদনপত্র দাখিল করা
(গ) স্বাস্থ্যের অধিকার	(ই) ভারতের প্রধান বিচারপতি
(ঘ) আপিল	(ঈ) বিচার ব্যবস্থা
(ঙ) জনস্বার্থ বিষয়ক মামলা বা PIL শুরু হয়	(উ) ২১ নং ধারা

২। সত্য মিথ্যা যাচাই করঃ- (প্রতিটির মান - ১)

ক) বিচার ব্যবস্থা কোনো ভাবেই রাজনীতিবিদ বা শাসকদলের দ্বারা প্রভাবিত হয় না। মিথ্যা

খ) দিল্লী হাইকোর্ট ১৯৬৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

গ) F.I.R এর পুরো নাম হল Firest Information Record.

ঘ) ভারতের সর্বনিম্ন শুধুমাত্র একটি আদালত আছে।

ঙ) সুপ্রিমকোর্ট স্থাপিত হয় ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী।

চ) চুরি, নির্যাতন, হত্যা ইত্যাদি মিমাংসা হয় দেওয়ানি আইনের মাধ্যমে।

ছ) একজন নাগরিকের সঙ্গে অপর একজন নাগরিকের কোন বিষয়ে বিরোধ থাকলে তার মিমাংসা করে বিচার বিভাগ।

৩। শূণ্যস্থান পূরণ করঃ- (প্রতিটির মান - ১)

ক) প্রত্যেক নাগরিক ———————— মাধ্যমে ন্যায় বিচার লাভ করার অধিকারী।

উত্তরঃ ন্যায় বিচারের।

খ) ———————— সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে কাজ করে না।

গ) সংবিধানের ———————— নম্বর ধারায় "জীবনের অধিকারের" কথা বলা হয়েছে।

ঘ) রাজ্যগুলির নিজেদের মধ্যে কোন বিষয় থাকলে তার মিমাংসা করে ————————।

ঙ) সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্ত সন্তোষজনক মনে না হলে অভিযুক্তরা পুনরায় বিচারের জন্য ———————— আদালতে আপিল করতে পারে না।

চ) কোন আইন ভারতীয় সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর পরিপন্থী মনে হলে তা বাতিল করার ক্ষমতা ———————— আছে।

ছ) বর্তমানে ভারতে হাইকোর্টের সংখ্যা ————————।

৪। সঠিক উত্তর বাছাই করঃ- (প্রতিটির মান - ১)

ক) কীসের ভিত্তিতে আইন ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির বৈষম্য সৃষ্টি করতে পারে না ?

(অ) ধর্ম (আ) বর্ণ (ই) লিঙ্গভেদ (ঈ) সবগুলিই

উত্তরঃ (ঈ) সবগুলিই।

খ) বিল দুটি কক্ষে পাশ হওয়ার পর বিলটি অনুমতির জন্য ———————— কাছে পেশ করা হয়।

(অ) রাষ্ট্রপতি (আ) প্রধানমন্ত্রী (ই) উপরাষ্ট্রপতি (ঈ) প্রধান বিচারপতি

গ) আইন যদি সংবিধান বিরোধী হয় তবে সেই আইন বাতিল বা সংযোজন করার ক্ষমতা কার আছে ?

(অ) সংসদের (আ) বিচার বিভাগের (ই) লোকসভার (ঈ) রাজ্যসভার

ঘ) ভারতের বিচার বিভাগ মিমাংসা করে –

(অ) নাগরিকের সঙ্গে অপর নাগরিকের (আ) নাগরিক ও সরকারের মধ্যে মামলা থাকলে

(ই) উপরের দুটোই (ঈ) কোনটিই নয়

ঙ) আইনগত প্রক্রিয়াতে যুক্ত থাকে –

(অ) অনেক টাকা (আ) প্রচুর কাগজপত্রে লেখালেখি

(ই) উপরের দুটো (ঈ) কোনটিই নয়

চ) সুপ্রিমকোর্টে কতজন বিচারপতি থাকেন ?

(অ) ২৬ জন (আ) ৩৬ জন (ই) ৪৬ জন (ঈ) ১৬ জন

৫। অল্প কথায় উত্তর দাওঃ- (প্রতিটি প্রশ্নের মান – ১)

ক) ভারতের আদালতের ৩টি স্তরের নাম কি ?

উত্তরঃ সর্বোচ্চ আদালত, উচ্চ আদালত, জেলা আদালত বা নিম্ন আদালত।

খ) বিচার বিভাগের দুটি আইনের নাম কি ?

গ) অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষী কী না কে বিচার করেন ?

ঘ) F.I.R এর সম্পূর্ণ নাম কী ?

ঙ) অভিযুক্ত কে ?

চ) পুলিশের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ কি ?

৬। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাওঃ- (প্রতিটি প্রশ্নের মান – ২/৩)

ক) 'বিচারকের পর্যালোচনা' কথাটি ব্যাখ্যা কর।

খ) দেওয়ানি আইন ও ফৌজদারি আইনের দুটি পার্থক্য লিখ।

গ) দেওয়ানি আইনের অন্তর্ভূক্ত বিষয়গুলি কি কি ?

৭। নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর দাওঃ- (প্রতিটি প্রশ্নের মান – ৫)

ক) জনস্বার্থ মামলা বলতে কি বোঝ ? আলোচনা কর।

খ) বিচার বিভাগের কার্যাবলী ব্যাখ্যা কর।

***

ইউনিট - ৩
ষষ্ঠ অধ্যায়
ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা

বিষয় সংক্ষেপ

➢ বিচার ব্যবস্থায় আইন দুই ধরনের – (অ) দেওয়ানি আইন (আ) ফৌজদারি আইন।

➢ ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থায় চার ধরনের কর্মী মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে।

➢ FIR বা অভিযোগপত্র নাগরিক লিখিত বা মৌখিক ভাবে করতে পারে।

➢ আইন অনুসারে কোন নাগরিক FIR বা অভিযোগপত্র নথিভুক্ত করার পরই পুলিশ কোনও অপরাধের তদন্ত শুরু করে।

➢ পুলিশ কোনও অপরাধের তদন্ত করে যে অভিযোগ পত্রটি আদালতে দাখিল করে তার ভিত্তিতেই উকিলগণ মামলা শুরু করে।

➢ বিবাদী পক্ষের আইনজীবি অভিযুক্ত ব্যক্তির পক্ষ হয়ে সাওয়াল করবেন এবং অন্যান্য প্রমাণপত্র নথিভুক্ত করবেন।

➢ অভিযুক্ত ব্যক্তির মানবিক অধিকারগুলি যাতে ক্ষুন্ন না হয় তার জন্য সংবিধানের ২২নং ধারায় এবং ফৌজদারি আইনে পরিষ্কার নির্দেশ আছে।

➢ বিচারক দোষীদের কী শাস্তি দেওয়া যায় সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেন। আদালত প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান পরীক্ষা করেন।

➢ বিচারক বিচারের রায় ঘোষনা করেন।

প্রশ্নাবলি

১। স্তম্ভ মেলাও ঃ-

'ক' - স্তম্ভ	'খ' - স্তম্ভ
(ক) পুলিশ	(অ) First Information Report
(খ) F.I.R.	(আ) ন্যায় ও নিরপেক্ষ বিচার সুনিশ্চিত করেন
(গ) বিচারক বা Judge	(ই) সাক্ষীদের বা অভিযুক্ত ব্যক্তিকে প্রশ্ন করেন
(ঘ) সাক্ষ্য প্রমান পরীক্ষা করার জন্য	(ঈ) সাক্ষীদের বয়ান নথীভুক্ত করে
(ঙ) সরকারি আইনজীবি	(উ) সাক্ষীদের বক্তব্য শুনেন

২। সত্য মিথ্যা যাচাই করঃ- (প্রতিটির মান -১)

	সত্য
ক) সংবিধানের ২২নং ধারায় মানবিক অধিকারের কথা উল্লেখ আছে।	
খ) আইনজীবী অভিযুগের উপর ভিত্তি করে অপরাধের তদন্ত করেন।	

গ) পুলিশ সাক্ষীদের সঙ্গে নিয়ে তদন্ত কার্য শুরু করে। ☐

ঘ) অভিযোগ কারীর F.I.R. দাখিলের পর পুলিশের থেকে এর প্রত্যয়িত নকল কপি পাবার আইনত অধিকার নেই। ☐

ঙ) আইনজীবীরা অপরাধকে জেলে পাঠাতে পারে। ☐

৩। শূন্যস্থান পূরণ করঃ- (প্রতিটির মান -১)

ক) ———— প্রথম অভিযোগপত্র (F.I.R) দাখিল করবেন। **উত্তরঃ পুলিশ।**

খ) ———— অভিযুক্তকে পুলিশ হেফাজতে রাখার কাজ।

গ) অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষী কি নির্দোষ তার বিচার একমাত্র ———— করতে পারে।

ঘ) শুধু জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ———— থানায় ডাকা যাবে না।

ঙ) অভিযুক্ত ব্যক্তির যদি কৃত অপরাধ নিশ্চিত হয় পুলিশ তার বিরুদ্ধ আদালতে ———— দাখিল করে।

চ) ফৌজদারী অপরাধ সংগঠিত হলে সমগ্র ———— ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

৪। সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করঃ- (প্রতিটির মান -১)

ক) সরকারী আইনজীবী কে হন ?

(অ) পুলিশ আধিকারিক (আ) বিচারক

(ই) আদালতের আধিকারিক (ঈ) উল্লেখিত কেউই নন

উত্তরঃ (ই) আদালতের আধিকারিক।

খ) পুলিশের গুরুত্বপূর্ন কাজ হল –

(অ) জেলে পাঠানো (আ) তদন্ত কার্য করা

(ই) অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষী না নির্দোষ তা স্থির করা (ঈ) উপরের সবগুলিই

গ) বিবাদী পক্ষের আইনজীবীর ভূমিকা হল –

(অ) রায় ঘোষনা করা (আ) প্রমান তথ্যাদি নথিভুক্ত করা

(ই) সাক্ষীদের বয়ান শুনা (ঈ) সাক্ষ্য প্রমানের সঠিক তথ্য প্রদানের ব্যবস্থা করা

ঘ) বিচারক অভিযুক্তকে যা বলে ধরে নেন –

(অ) আসামী (আ) পাপী (ই) নির্দোষ (ঈ) অপরাধী

ঙ) অপরাধ হল একটি –

(অ) নৈতিক কার্যকলাপ (আ) অনৈতিক কার্যকলাপ (ই) উভয়ই (ঈ) কোনটিই নয়

চ) সংবিধানের কোন্ ধারায় জীবনের অধিকারের মধ্যে খাদ্যের অধিকারের কথা বলা হয়েছে ?

(অ) ১৬ (আ) ২০ (ই) ২১ (ঈ) ২২

ছ) তদন্ত কার্যে নিম্নলিখিত কার কোন ভূমিকা নেই ?

(অ) বিবাদী পক্ষের আইনজীবী (আ) বিচারক

(ই) পুলিশের (ঈ) কোনটিই নয়

জ) অভিযুক্ত ব্যক্তি কে ?

(অ) যে ব্যক্তি অপরাধ হতে দেখেছে (আ) যে ব্যক্তি অপরাধ সংঘটিত করার জন্য অভিযুক্ত

(ই) যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ পত্র দাখিল করা হয়েছে (ঈ) যে ব্যক্তির বিচারের রায় প্রদান করেন

৫। এক কথায় উত্তর দাওঃ- (প্রতিটি প্রশ্নের মান -১)

ক) বিচারের রায় কে লেখেন ?

উত্তরঃ বিচারক।

খ) আসামী কত বছর জেলে থাকবে কে বিচার করেন ?

গ) F.I.R. দাখিলের পর পুলিশের থেকে এর প্রত্যয়িত নকল কপি পাওয়ার আইনত অধিকার কার আছে ?

ঘ) আদালতে কে অভিযোগপত্র দাখিল করেন ?

৬। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাওঃ- (প্রতিটি প্রশ্নের মান – ২/৩)

ক) সংবিধানের ২২নং ধারায় কি উল্লেখ আছে ?

খ) সঠিক বিচার ব্যবস্থা কিভাবে সংঘটিত হয় ?

গ) বিচার ব্যবস্থায় সরকারী আইনজীবীর ভূমিকা কি ?

৭। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাওঃ- (প্রতিটি প্রশ্নের মান – ৫)

ক) F.I.R. এর বৈশিষ্ট্য লিখ।

খ) অভিযুক্ত ব্যক্তির মানবিক অধিকার ক্ষুন্ন না হয় তার জন্য ২২নং ধারায় কি নির্দেশ আছে ?

***

ইউনিট - ৪
সপ্তম অধ্যায়
প্রান্তিক জনগোষ্টি সম্পর্কে ধারণা

বিষয় সংক্ষেপ

➢ 'প্রান্তিকীকরণ' কথার অর্থ কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে সমাজ থেকে দূরে সরিয়ে রাখা।

➢ প্রাক স্বাধীনতার যুগ থেকে বর্তমান কালেও কেবলমাত্র অস্পৃশ্যতার অজুহাতে নানাভাবে বঞ্চিত, লাঞ্ছিত ও অবহেলার শিকার হয়ে সংখ্যা গরিষ্ঠের কাছ থেকে দূরে সরে থাকে তাদেরকে প্রান্তিক বলে।

➢ আক্ষরিক অর্থে আদিবাসী কথার অর্থ প্রকৃত ভূমিপুত্র।

➢ প্রকৃত ভূমিপুত্র অর্থ্যাৎ যারা সাধারণত বংশানুক্রমিকভাবে কোন জঙ্গলে বা তার কাছাকাছি স্থানে বসবাস করে থাকে।

➢ ভারতের মোট জনসংখ্যার ৮ শতাংশ আদিবাসী জনগোষ্ঠী।

➢ ভারতে ৫০০ এর বেশী আদিবাসী জনগোষ্ঠী বসবাস করে।

➢ সকল আদিবাসীরা তাদের নিজ নিজ গোষ্ঠীর ভাষাতেই কথা বলে ও কৃষি সংস্কৃতি পরম্পরা মনে চলে।

➢ ভারতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে অনুন্নত এমন অনেক সম্প্রদায় আছে, যাদের মোট জনসংখ্যা খুব কম, তাদের সংখ্যা লঘু সম্প্রদায় বলা হয়।

➢ এই সংখ্যা লঘু সম্প্রদায় অর্থনৈতিকভাবে দূর্বল অসচেতনতার জন্য সুশিক্ষা পায় না, এবং অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর হওয়ায় তাদের সাংস্কৃতিক কর্ম কান্ডকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে না।

➢ মুসলিম বুদ্ধ ইত্যাদি প্রান্তিক জনগোষ্ঠী।

প্রশ্নাবলি

১। স্তম্ভ মেলাও ঃ-

'ক' - স্তম্ভ	'খ' - স্তম্ভ
(ক) দলিত	(অ) আদিবাসী
(খ) দাদু বসবাস করেন	(আ) ওড়িষ্যা
(গ) প্রান্তিক জনগোষ্ঠী নয়	(ই) ৮%
(ঘ) ভারতের আদিবাসী জনগোষ্ঠী	(ঈ) প্রান্তিক জনগোষ্ঠী
(ঙ) উপজাতিরা হল	(উ) হিন্দু

২। সত্য মিথ্যা যাচাই করঃ- (প্রতিটির মান - ১)

ক) প্রায় ৩০০ আদিবাসী জনগোষ্ঠী ভারতে বসবাস করে। মিথ্যা

খ) মাদ্রাসা হল হিন্দুদের শিক্ষামূলক বিদ্যালয় ভবন।

গ) উপজাতিরা ভারতবর্ষের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী নয়। ☐

ঘ) সাঁওতালরা নেপালি ভাষায় কথা বলে। ☐

ঙ) ভারতবর্ষের চা শিল্প রাজ্যের উদাহরন হল আসাম রাজ্য। ☐

চ) বিচারপতি রাজিন্দর সাচার এর নেতৃত্বে ২০০৫ সালে ভারত সরকার একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করে। ☐

ছ) ঊনিশ শতাব্দিতে অনেক আদিবাসী খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহন করেছিলেন। ☐

৩। শূন্যস্থান পূরণ করঃ- (প্রতিটির মান - ১)

ক) সাচার কমিটি গঠন করা হয় ———— সালে। **উত্তরঃ ২০০৫ সালে।**

খ) ———— সংখ্যাগরিষ্ঠের কাছে শিকার হয়ে দূরে সরে থাকে।

গ) সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে আদিবাসীদের ———— বলা হয়।

ঘ) আদিবাসীরা বসবাস করে ————।

ঙ) ———— সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর রক্ষাকবচ ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে।

চ) আদিবাসীর আক্ষরিক অর্থ হল ————।

ছ) মুসলিম সম্প্রদায়কে ———— হিসাবে বিবেচিত করা হয়।

৪। সঠিক উত্তর বাছাই করঃ- (প্রতিটির মান - ১)

ক) দাদুকে উচ্ছেদ করা হয়েছিল কারণ –

(অ) অর্থনৈতিক সমস্যার জন্য (আ) কোম্পানি গড়ে তোলার জন্য

(ই) রাজনৈতিক সমস্যা (ঈ) এদের কোনটিই নয়

খ) গারো হল –

(অ) একটি হিন্দু জনগোষ্ঠী (আ) আদিবাসী জনগোষ্ঠী

(ই) উভয়ই (ঈ) কোনটিই নয়

উত্তরঃ (আ) আদিবাসী জনগোষ্ঠী।

গ) ভারতে বর্তমানে আদিবাসী গোষ্ঠীর সংখ্যা হল –

(অ) ৪০০০ (আ) ৩০০ (ই) ৫০০ (ঈ) ৫৫০

ঘ) ভারতে কত শতাংশ মুসলিম বসবাস করেন –

(অ) ১৩ শতাংশ (আ) ১৫ শতাংশ (ই) ১৩.২ শতাংশ (ঈ) কোনটিই নয়

ঙ) ভারতের কোন্ রাজ্যে ৬০ শতাংশেরও বেশী বিভিন্ন আদিবাসী জনগোষ্ঠী আছে –

(অ) রাজস্থান (আ) অন্ধ্রপ্রদেশ (ই) ওড়িষ্যা (ঈ) ঝাড়খন্ড

চ) আদিবাসীরা কোন ভাষায় কথা বলে ?

(অ) বাংলা (আ) ইংরেজী (ই) হিন্দী (ঈ) নিজের ভাষায়

ছ) বংশানুক্রমিকভাবে আদিবাসীদের কার সাথে যোগসূত্র আছে ?

(অ) ভগবান (আ) সরকার (ই) জঙ্গল (ঈ) কোনটিই নয়

জ) ভারত একটি –

(অ) উন্নত দেশ (আ) কৃষিমূলক দেশ (ই) হিন্দু দেশ (ঈ) কোনটিই নয়

৫। এক কথায় উত্তর দাওঃ- (প্রতিটি প্রশ্নের মান - ১)

ক) আদিবাসী জনগোষ্ঠী বসবাস করে এমন দুটি রাজ্যের নাম বল।

উত্তরঃ পশ্চিমবঙ্গ ও রাজস্থান।

খ) কোন রাজ্যে ৬০ শতাংশের বেশী আদিবাসী জনগোষ্ঠী আছে ?

_____

গ) ২০০১ খ্রীষ্টাব্দের আদমসুমারি অনুযায়ী ভারতে মুসলিম জনসংখ্যা কত ?

_____

ঘ) বেশীর ভাগ আদিবাসীরা কোন ভাষায় কথা বলে ?

_____

ঙ) কোন ধর্মের মানুষের মধ্যে জাতি বর্ণ চিন্তাধারা চালু আছে ?

_____

চ) ভারতে মুসলিম শিক্ষিতের হার কত ?

_____

ছ) ভারত কি একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় রাজ্য ?

_____

৬। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাওঃ- (প্রতিটি প্রশ্নের মান – ২/৩)

ক) সাচার কমিটি তাদের রিপোর্টে কি কি বিষয় উল্লেখ করেছিলেন ?

খ) সংখ্যালঘু ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষের জন্য সংরক্ষণ প্রয়োজন কেন ?

গ) কি কি কারনে একটি জনগোষ্ঠীকে প্রান্তিকীকরণ করা হয় বা প্রান্তিক বলে চিহ্নিত করা যায় ?

৭। নিম্নের প্রশ্নের উত্তর দাওঃ- (প্রতিটি প্রশ্নের মান – ৫)

ক) অতীতে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ও বর্তমান কালে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জীবন যাপনের মধ্যে প্রধান প্রধান পার্থক্য লিখ।

৮। নিম্নে উল্লেখিত টেবিলটি পড় এবং প্রশ্নগুলির উত্তর দাওঃ-

ধর্ম অনুসারে শিক্ষার হার

সবগুলি	হিন্দু	মুসলিম	খ্রীষ্টান	শিখ	বৌদ্ধ	জৈন
৬৫ %	৬৫ %	৫৯ %	৮০ %	৭০ %	৭৩ %	৯৪ %

২০০১ আদমশুমারী অনুসারে ভারতের জনগণনা

উপরে বর্ণিত তথ্যের ভিত্তিতে একটি বারচিত্র আঁকো এবং সুনির্দিষ্ট বিভিন্ন রঙের সাথে প্রকাশিত করো।

***

ইউনিট – ৪
অষ্টম অধ্যায়
প্রান্তিক অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম

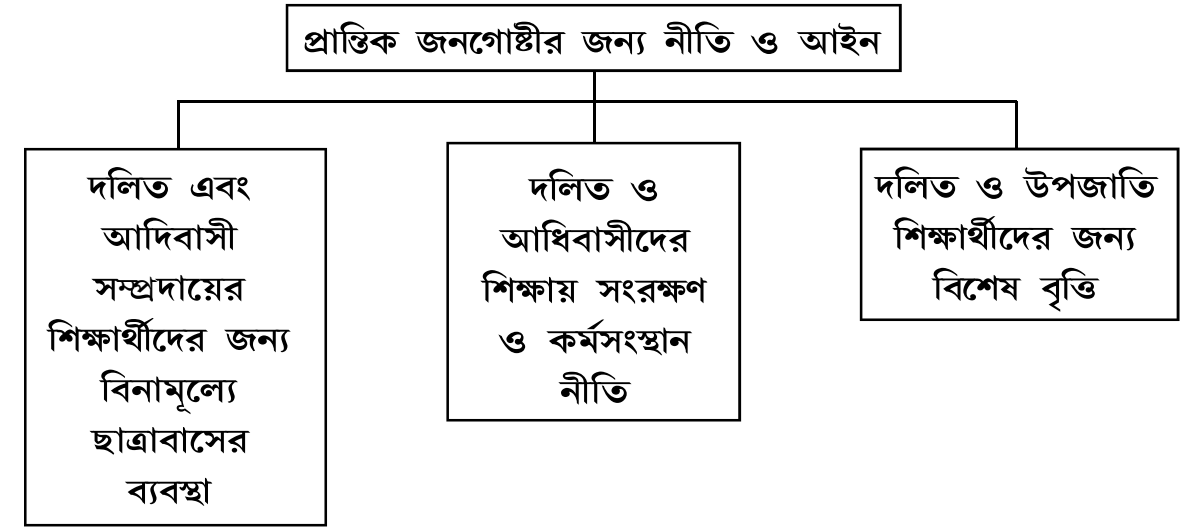

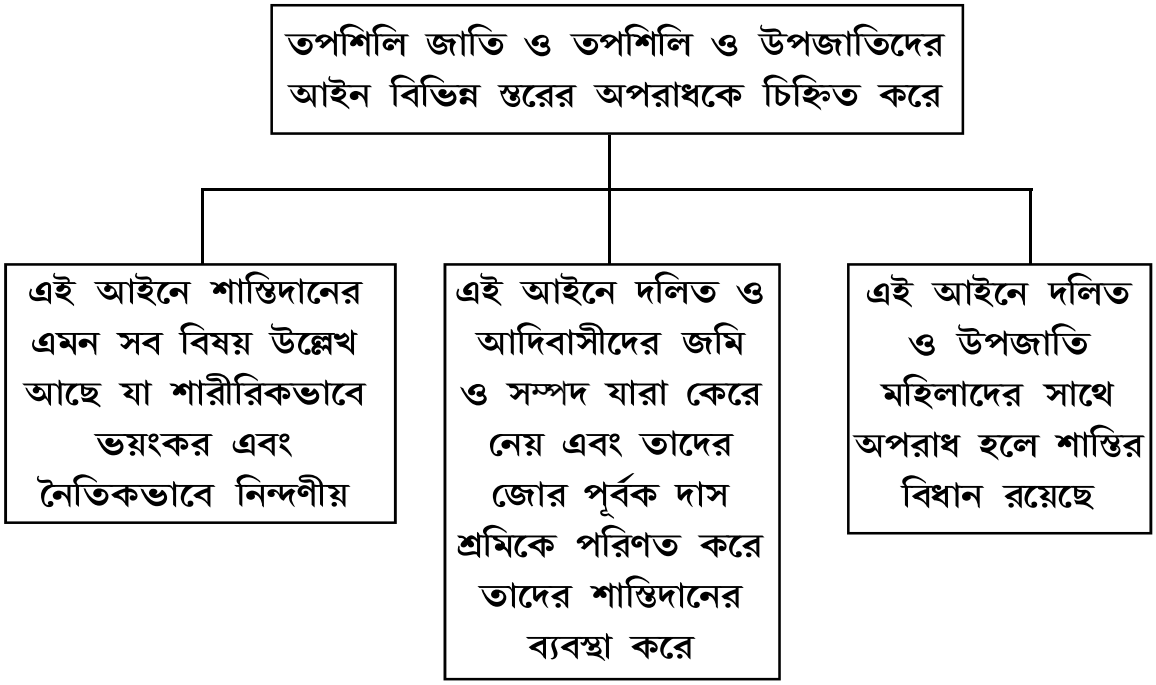

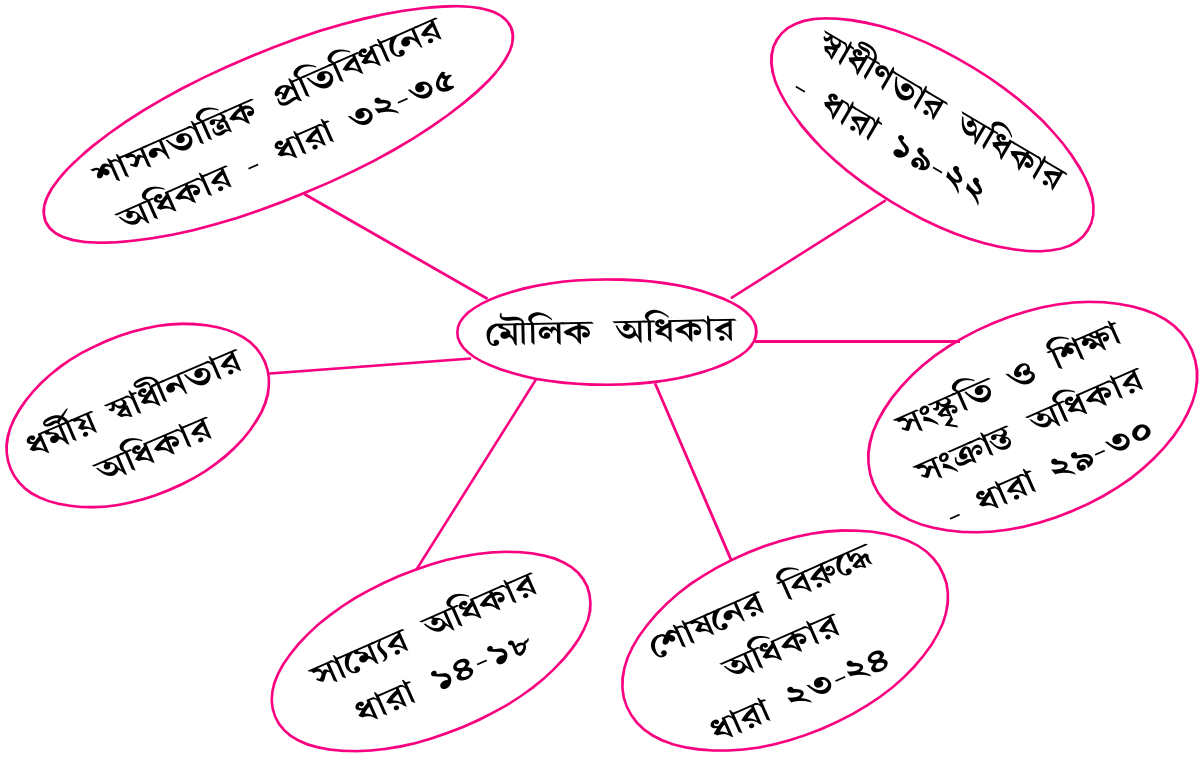

বিষয় সংক্ষেপ

➢ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে অস্পৃশ্যতা ও অবহেলা থেকে রক্ষা করার জন্য ভারতের সংবিধানের মৌলিক অধিকারের তালিকায় বর্ণিত এই নীতি সমূহ তাদের রক্ষাকবচ হিসাবে কাজ করে।

➢ দলিত, আদিবাসী, বুদ্ধ, মুসলমান ও মহিলা প্রান্তিক জনগোষ্ঠী হিসেবে বিবেচিত হন।

➢ সংবিধানের মৌলিক নীতির সাহায্য নিয়ে বঞ্চিত, দলিতরা তাদের সমতার অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারে এবং এই সমতার অধিকারের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শন সকলের কর্তব্য।

➢ সংরক্ষন নীতি অনুসারে দলিত ও বঞ্চিত আদিবাসীদের জন্য শিক্ষাক্ষেত্রে ও সরকারি চাকুরী ক্ষেত্রে সংরক্ষন ব্যবস্থা চালু করা হয়।

➢ কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার আদিবাসীদের জন্য নির্দিষ্ট প্রকল্পও চালু করেন।

➢ সরকারের এইসব প্রকল্প দলিত ও আদিবাসী ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে ছাত্রাবাসের ব্যবস্থা করেছেন যাতে তারা শিক্ষার সুযোগ পায়।

➢ একটি নির্দিষ্ট দলিত জাতি বা একটি নির্দিষ্ট উপজাতিরা সারাদেশে সরকারী তালিকায় রয়েছে।

➢ দলিত বা উপজাতি প্রার্থীদের সরকারী বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা পাওয়ার জন্য caste এর প্রমানপত্র জমা দিতে হয়।

➢ তপশিলি জাতি ও তপশিলি উপজাতি আইন ১৯৮৯, ১৯৯৩ আদিবাসীদের সুরক্ষা ও স্বার্থরক্ষা করে থাকে।

প্রশ্নাবলি

১। স্তম্ভ মেলাও ঃ-

'ক' - স্তম্ভ	'খ' - স্তম্ভ
(ক) ধারা ১৬	(অ) বঞ্চিত
(খ) ধারা ১৭	(আ) প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে সুরক্ষা দেবার জন্য
(গ) শাস্তিমূলক অপরাধ	(ই) সংরক্ষন নীতি
(ঘ) 'দলিত' কথার অর্থ	(ঈ) অস্পৃশ্যতা
(ঙ) সরকার আইন তৈরী করেছে	(উ) ছয়
(চ) মৌলিক অধিকার	(ঊ) অস্পৃশ্যতার অবসান করা হয়েছে।

২। সত্য মিথ্যা যাচাই করঃ- (প্রতিটির মান - ১)

ক) সরকার দলিত এবং আদিবাসীদের জন্য ছাত্রাবাসের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। **সত্য**

খ) ১৮ নং ধারা হল সাম্যের অধিকার।

গ) রাজ্য বৈষম্যমূলক আচরন করতে পারে না।

ঘ) অস্পৃশ্যতা কোনো শাস্তিমূলক অপরাধ নয়।

ঙ) পুরুষতন্ত্র সংবিধানের গুরুত্বপূর্ন অংশ নয়।

চ) সংরক্ষন নীতি অনুসারে সরকার দেশের সকল নাগরিককে সরকারি চাকুরির ব্যবস্থা করে দেয়।

৩। শূন্যস্থান পূরণ করঃ- (প্রতিটির মান - ১)

ক) ভারতীয় সংবিধানের মৌলিক অধিকারের মধ্যে ১৪ নং ধারায় ———— উল্লেখ আছে।

উত্তরঃ সাম্যের অধিকার।

খ) 'স্বাধীনতার অধিকার' সংবিধানের ———— অন্তর্গত।

গ) কবি ———— অস্পৃশ্যতার উপর কবিতা লিখেছিলেন।

ঘ) প্রান্তিক জনগোষ্ঠীরা তাদের নিজেদের জন্য ———— তৈরী করার সংঘবদ্ধ হয়ে প্রতিবাদে হিংস হয়ে উঠে।

ঙ) আদিবাসী ও দলিতদের স্বার্থরক্ষার জন্য সরকার ১৯৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ———— আইনটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

চ) ———— ভারতের সকল নাগরিকের জন্য সমান।

ছ) সংবিধানের ১৭ নং ধারায় ———— অবসান ঘটানো হয়েছে।

জ) ———— নিয়মনীতি ভারতের জনগনের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন গণতান্ত্রিক করেছে।

৪। সঠিক উত্তর নির্বাচন করঃ- (প্রতিটির মান - ১)

ক) নিম্নলিখিত কারা প্রান্তিকীকরণের জন্য অসমতার সম্মূখীন হন –

(অ) মহিলারা (আ) দলিতরা (ই) আদিবাসীরা (ঈ) সবগুলিই

উত্তরঃ (ঈ) সবগুলিই।

খ) সরকার কিভাবে দেশের এই অসমতা শেষ করতে পেরেছিল ?

(অ) আইনের দ্বারা (আ) সংরক্ষন নীতির দ্বারা (ই) অ এবং আ উভয়ের দ্বারা (ঈ) কোনটিই নয়

গ) ১৯৮৯ খ্রীষ্টাব্দের আইন অনুসারে কাদের উপর আক্রমন করলে অপরাধীদের শাস্তি দানের ব্যবস্থা করা হয়েছে ?

(অ) তপশিলি শিশুর উপর (আ) তপশিলি পুরুষের উপর

(ই) তপশিলি মহিলাদের উপর (ঈ) উপরের সবগুলি

ঘ) একজন আদিবাসি সংগ্রামী হলেন –

(অ) সি কে কামাত (আ) এস কে জানু (ই) সি কে জানু (ঈ) রাজেন্দ্র সাচার

ঙ) কবির তাঁর কবিতার মাধ্যমে কাদের অভিযুক্ত করেছিলেন ?

(অ) ব্রিটিশ সরকারকে (আ) মুসলিমদের (ই) পুরোহিতদের (ঈ) কোনটি নয়

চ) ভারত সরকার কত সালে মল ও আবর্জনা সাফাইয়ের জন্য কর্মী নিয়োগ ও কাঁচা শৌচাগার নির্মান নিষিদ্ধকরণ সংক্রান্ত একটি আইন পাশ করেছিল ?

(অ) ১৯৯১ সালে (আ) ১৯৯২ সালে (ই) ১৯৯৩ সালে (ঈ) ১৯৯৫ সালে

ছ) কবির কি জাতির বা জনগোষ্ঠীর ছিলেন ?

(অ) কুমার (আ) তাঁতি (ই) বারবার (ঈ) রাজমিস্ত্রি

জ) আদিবাসীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ আইন কোনটি ?

(অ) আইন ১৯৯০ (আ) আইন ১৯৯১ (ই) আইন ১৯৮৯ (ঈ) আইন ১৯৯৬

ঝ) সকল নাগরিকের মধ্যে একতা ও সমতা আনার জন্য কার ধারাবাহিক ভাবে কাজ করা প্রয়োজন ?

(অ) নাগরিকদের (আ) সরকারের (ই) উভয়ের (ঈ) কোনটিই নয়

৫। অল্প কথায় উত্তর দাওঃ- (প্রতিটি প্রশ্নের মান - ১)

ক) একজন মহিলা আদিবাসী সংগ্রামীর নাম লিখ।

উত্তরঃ দয়ামনি বারলা।

খ) কী কারণে ভারত সরকার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য নির্দিষ্ট কিছু আইন তৈরী করেছেন ?

গ) সংবিধানের আইনের কোন্ ধারা বৈষম্যের বিরুদ্ধে তৈরী করা হয়েছিল ?

ঘ) আদিবাসী নাগরিকের জমি কারা ক্রয় ও বিক্রয় করতে পারবেন ?

_____

ঙ) কে দাবী করেন যে অস্পৃশ্যতা জ্ঞানের একটি উচ্চতর অবস্থা ?

_____

চ) সরকারী তথ্যে দলিতদের কি নামে চিহ্নিত করা হয়েছে ?

_____

ছ) জাকমালগুর গ্রামের ধর্মীয় উৎসব কোন জনগোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের শুরু করেছিল ?

_____

জ) প্রধাণত কারা মলমূত্র ও আবর্জনা এবং কাঁচা শৌচাগার নির্মানের কাজে যুক্ত থাকেন ?

_____

৬। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাওঃ- (প্রতিটি প্রশ্নের মান – ৩/৪)

ক) সংরক্ষণ নীতি কীভাবে কাজ করে ?

খ) "ভারতীয় সংবিধানে অস্পৃশ্যতার অবসান করা হয়েছে" – এই কথার অর্থ কী ?

৭। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাওঃ- (প্রতিটি প্রশ্নের মান – ৫)

ক) তুমি কেন মনে কর সমাজের দলিত শ্রেণীর মানুষ উচ্চবর্ণের মানুষের ক্রুদ্ধতাকে ভয় পায় ?

খ) তপশিলি জাতি ও উপজাতি আইন ১৯৮৯ ব্যাখ্যা কর।

***

ইউনিট - ৫
নবম অধ্যায়
গণ পরিসেবা

বিষয় সংক্ষেপ

➢ সরকারের গুরুত্বপূর্ন কাজ হল অপরিহার্য পরিসেবা যেমন জল, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, শৌচাগার কর্ম সংস্থানের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করে জনগনের নিকট পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা।

➢ সরকারের এই সকল সুযোগ সুবিধা প্রদান করাকে গণপরিষেবা বলে।

➢ এইসকল পরিসেবাগুলি সংবিধানের মৌলিক অধিকারে আসে যা ২১নং অনুচ্ছেদ 'জীবনের অধিকারের' অন্তর্গত।

➢ আমাদের দৈনন্দিন জীবনের জন্য বিশুদ্ধ পাণীয় জলের গুরুত্ব অপরিসীম।

➢ নিরাপদ পাণীয় জল, বহু জলবাহিত রোগ প্রতিহত করে।

➢ গণপরিসেবাগুলি জনগনের অত্যাবশ্যকীয় পরিসেবার অন্তর্গত। তাই এই সব গণপরিসেবাগুলি মানুষের মৌলিক চাহিদা।

➢ যেহেতু গণপরিসেবা মৌলিক চাহিদা তাই চাহিদাগুলো জনগণ ভোগ করার অধিকারী। জনগণ যাতে এই অধিকারগুলি সহজে ভোগ করতে পারে। তার দায়িত্ব সরকারের।

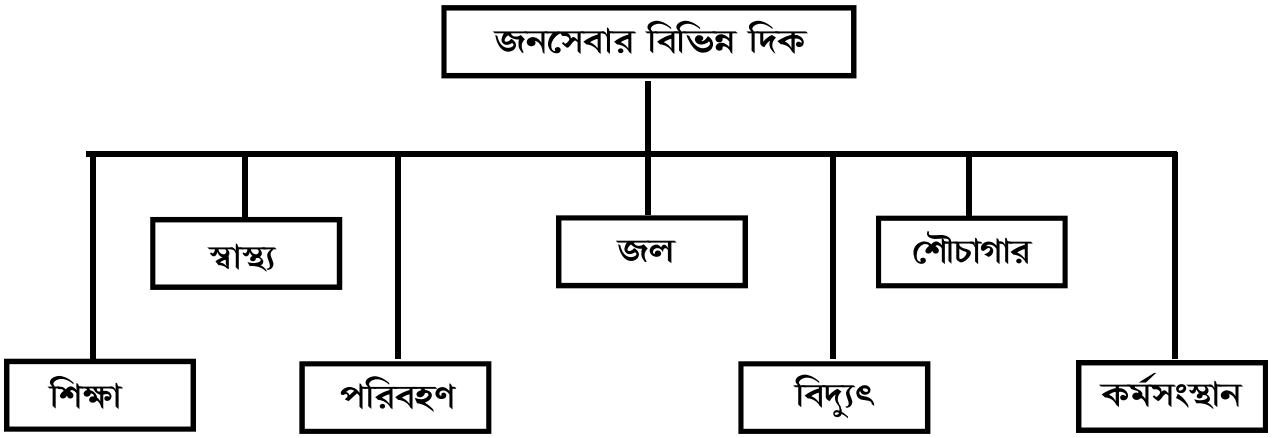

প্রশ্নাবলি

১। স্তম্ভ মেলাও ঃ-

'ক' - স্তম্ভ	'খ' - স্তম্ভ
(ক) শিক্ষার অধিকার	(অ) মেট্রপলিটন (মহানগরী)
(খ) ২১নং ধারা	(আ) প্রত্যেক বছর
(গ) কলকাতা	(ই) কর
(ঘ) রাজস্বের প্রধান উৎস	(ঈ) ৬ থেকে ১৪ বছর
(ঙ) সরকারের বাজেট	(উ) জীবনের অধিকার

২। সত্য মিথ্যা লিখঃ- (প্রতিটির মান - ১)

	মিথ্যা
ক) AIDS হল জল বাহিত রোগ।	
খ) 'জীবনের অধিকার' সংবিধানের মৌলিক অধিকারের অন্তর্গত।	
গ) রামগোপাল মায়লপুরে বসবাস করেন।	
ঘ) নিরাপদ পাণীয় জলের জন্য, শিবা সর্বদা বোতলের জল ক্রয় করেন।	
ঙ) ডেঙ্গু জলবাহিত রোগ।	
চ) 'পার্টো আলজার' ব্রাজিলের একটি শহরের নাম।	

৩। শূণ্যস্থান পূরণ করঃ- (প্রতিটির মান - ১)

ক) সুলভ হল ———— সংস্থা। **উত্তরঃ সরকারি।**

খ) ভারতের সংবিধান ———— বছরের শিশুদের জন্য শিক্ষার অধিকারকে সুরক্ষিত করেছে।

গ) বাস হল গুরুত্বপূর্ণ ———— মাধ্যম।

ঘ) ———— বহু জল বাহিত রোগকে প্রতিহত করতে পারে।

ঙ) গণ পরিসেবার গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল ———— ব্যবস্থা করা।

চ) বেসরকারী ———— এবং বেসরকারী ———— সমাজের অর্থনৈতিক সামর্থ্যযুক্ত জনগণই সকল সুবিধা ভোগ করে।

ছ) মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে ———— একটি অত্যাবশ্যকীয় বস্তু।

জ) পৃথিবীতে সর্বনিম্ন শিশু মৃত্যুর হারের পেছনে কারণ হল সকলের নিকট বিশুদ্ধ ———— পৌঁছে দিতে পারা।

৪। সঠিক উত্তর বাছাই করঃ- (প্রতিটির মান - ১)

ক) আন্না নগর অবস্থিত –

(অ) দিল্লীতে (আ) কলকাতায় (ই) মুম্বাই-এ (ঈ) চেন্নাই-এ

উত্তরঃ (ঈ) চেন্নাই।

খ) পদ্মা বসবাস করে –

(অ) মায়লাপুরে (আ) অন্না নগরে (ই) সাইদাপেট এর বস্তিতে (ঈ) কোনটিই নয়

গ) সাইদাপেটের জনগণের অপেক্ষা করতে হয় –

(অ) বাসের (আ) বিদ্যুতের (ই) জলের ট্যাঙ্কের (ঈ) কোনটিই নয়

ঘ) পদ্মার বস্থিতে জল আসে –

(অ) পুকুর থেকে (আ) নলকূপ থেকে (ই) দুনোটিই (ঈ) কোনটিই নয়

ঙ) ভারতের সংবিধানের কত নং অনুচ্ছেদ জীবনের অধিকারের অংশ হিসেবেই জল পাওয়ার অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে ?

(অ) ২২নং ধারা (আ) ২৩নং ধারা (ই) ২১নং ধারা (ঈ) কোনটিই নয়

চ) নিম্নলিখিত কোনটি জলবাহিত রোগ নয় ?

(অ) পোলিও (আ) ম্যালেরিয়া (ই) কলেরা (ঈ) সবগুলিই

ছ) চেন্নাইয়ের কোন স্থানে প্রায় সময়ই জলের অভাব দেখা যায় ?

(অ) মায়ালপুর (আ) মাদিপক্কম (ই) দুটোই (ঈ) কোনটিই নয়

জ) গণপরিসেবাগুলি কি ?

(অ) অত্যাবশ্যকীয় পরিসেবা (আ) অনাত্যাবশ্যকীয় পরিসেবা

(ই) দুটোই (ঈ) কোনটিই নয়

৫। অল্প কথায় উত্তর দাওঃ- (প্রতিটি প্রশ্নের মান - ১)

ক) জনগণের মধ্যে গণপরিসেবা সরবরাহ করা কার প্রধান দায়িত্ব ?

উত্তরঃ সরকারের।

খ) ভারতের কোন্ শহর বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করে রাখে ?

গ) বেসরকারী সংস্থাগুলি যে পরিসেবা প্রদান করে কারা তা ভোগ করতে পারে না ?

ঘ) ২০০১ সালের আদমসুমারি অনুসারে কত শতাংশ পরিবার বিশুদ্ধ পাণীয়জল ও পাকা শৌচাগার অর্জন করেছে বলে জানা যায় ?

৬। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাওঃ- (প্রতিটি প্রশ্নের মান - ৩/৪)

ক) মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের জনগন কিভাবে জলাভাবের সম্মুখীন হন ?

খ) শহরের ও গ্রামের পরিবারের জলের উৎপত্তিগুলি কি কি ?

গ) 'জীবনের অধিকার' নিয়ে আলোচনা কর।

৭। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর দাওঃ- (প্রতিটি প্রশ্নের মান - ৫)

ক) জনগনকে গনপরিসেবা প্রদান করার ক্ষেত্রে ভারত সরকারের ভূমিকা ও কার্যকলাপ ব্যাখ্যা কর।

খ) গনপরিসেবাগুলি সকল জনগনের মধ্যে সমান ভাবে ভাগ করে দেওয়া কেন প্রয়োজন বলে তুমি মনে করো এবং তা ব্যাখ্যা কর।

***

ইউনিট - ৫
দশম অধ্যায়
আইন এবং সামাজিক ন্যায় বিচার ও মানবাধিকার

বিষয় সংক্ষেপ

➢ সরকার জনগনকে শোষন বঞ্চনা ও অন্যায়ের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য বাজার, অফিস অথবা কলকারখানা সর্বত্রই নতুন আইন প্রনয়ন করেছে।

➢ শ্রমিকদের উপযুক্ত মজুরি দেওয়া বা সঠিক পারিশ্রমিক সুনিশ্চিত করার জন্য নূন্যতম মজুরি আইন রয়েছে।

➢ বেসরকারি কোম্পানী, ঠিকাদারগন, ব্যবসায়ীগন সাধারনভাবে চেষ্ঠা করেন সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের জন্য ওই আইন ভঙ্গ করতে।

➢ পরিবেশকে রক্ষা করার জন্য সরকার আইন প্রনয়ন করেছে। কিন্তু বিভিন্ন বেসরকারি কোম্পানিগুলি ও ঠিকাদারগন পরিবেশ সংক্রান্ত আইনগুলিকে নিজেদের স্বার্থে অমান্য করে থাকে।

➢ ভারতের ১২ মিলিয়নের অধিক শিশু যাদের বয়স ৬-১৪ বছরের মধ্যে বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ন পেশায় নিযুক্ত। এরা নূন্যতম প্রাথমিক শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

➢ সরকার কর্মক্ষেত্রে শিশু শ্রমিক নিয়োগ করার বিরুদ্ধে ২০০৬ সালে নতুন আইন প্রনয়ন করেছে।

➢ কেবলমাত্র আইন প্রনয়নই যথেষ্ট নয়, আইনগুলো যাতে যথাযথভাবে কার্যকর করা হয় সরকারকে তা সুনিশ্চিত করতে হবে।

➢ বিদেশী কোম্পানিগুলির ভারতে আসার অন্যতম একটি কারন হল সস্তা শ্রমিক।

➢ আইন প্রনয়নকারী ও বলবৎকারী হিসেবে সরকারের গুরুত্বপূর্ন দায়িত্ব হল নিরাপত্তা মূলক আইনগুলি কার্যকর করা।

➢ আমাদের সংবিধানে ২১নং ধারাতে বলা হয়েছে যে, সুরক্ষিত জীবনের অধিকার যাতে কোনভাবেই লঙ্ঘিত না হয় তা দেখাও সরকারের দায়িত্ব।

➢ ১৯৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে পরিবেশ সুরক্ষিত রাখার বিষয়ে খুব অল্প সংখ্যক আইনের অস্তিত্ব ছিল।

➢ ভোপাল বিপর্যয়ের পর ভারত সরকার পরিবেশ দূষনের বিষয়টিকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে।

প্রশ্নাবলি

১। স্তম্ভ মেলাও ঃ-

'ক' - স্তম্ভ	'খ' - স্তম্ভ
(ক) ভোপাল গ্যাস দূর্ঘটনা	(অ) ইউনিয়ন কারবাইড
(খ) শিশু শ্রম আইন	(আ) ভারত
(গ) শ্রমিকরা উচ্চ বেতেন পান	(ই) ধ্বংস করা যায় না
(ঘ) তৃতীয় বিশ্বের দেশ	(ঈ) ইউ. এস. এ (USA)
(ঙ) পরিবেশ	(উ) ১৯৮৪
(চ) UC (ইউ সি)	(ঊ) ১৯৮৬

২। সত্য মিথ্যা যাচাই করঃ- (প্রতিটির মান - ১)

ক) নতুন আইন প্রনয়নের দায়িত্ব জনগনের। **সত্য**

খ) কার্যনিবাহকরা শাসন সংক্রান্ত আইন প্রয়োগ করেন।

গ) 'নূন্যতম মজুরি আইন' শ্রমিকদের সঠিক পারিশ্রমিক সুনিশ্চিত করেছে।

ঘ) বিদেশী কোম্পানি ভারতে আসার কারন হল কম মজুরীতে শ্রমিক পাওয়া যায়।

ঙ) ভোপাল গ্যাস দূর্ঘটনায় কবলিত মানুষ এখনও ন্যায় বিচারের জন্য লড়াই চালাচ্ছে।

চ) ইউ-নিয়ন কার্বাইড কোম্পানি ভারতে কারখানা স্থাপন করেছিল।

৩। শূন্যস্থান পূরণ করঃ- (প্রতিটির মান - ১)

ক) শ্রমিকের ———— প্রদান না করা অবৈধ কাজ। **উত্তরঃ মজুরি।**

খ) যে ব্যক্তি বা সংগঠন বাজারে দ্রব্য বিক্রী করার জন্য উৎপাদন করে তাকে ———— বলে।

গ) ১৯৮৪ সালের ডিসেম্বর মাসে ভোপালের মধ্যপ্রদেশ বিশ্বের সবচেয়ে বড় ———— বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়েছিল।

ঘ) আমেরিকান সংস্থা ———— তৈরীর জন্য ভোপালে কারখানা স্থাপন করেছিল।

ঙ) আইন পরিবেশকে দূষনমুক্ত করার পাশাপাশি ———— রক্ষা করা প্রয়োজন।

চ) কেবলমাত্র আইন প্রনয়নই যথেষ্ট নয় ———— সুনিশ্চিত করার জন্য আইন বলবৎ করা অত্যন্ত প্রয়োজন।

ছ) কারখানার চতুর্পার্শ্বের শ্রমিকও সাধারন মানুষেরা যাতে নিরাপদ পরিবেশে বসবাস করতে পারে তার জন্য ———— খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

জ) গাড়ীতে ———————— ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা পরিবেশ দূষন কমাতে পারি।

ঝ) শ্রমিকদের ইউনিয়ন হল ———————— সংগঠন।

ঞ) ———————— ও ———————— স্বার্থরক্ষার জন্য বাজারের আইনও রয়েছে।

৪। সঠিক উত্তর নির্বাচন করঃ- (প্রতিটির মান - ১)

ক) যেকোন কোম্পানি বা কারখানা কোনো বাধা নিষেধ ছাড়াই কেন পরিবেশ দূষন করতে পারত ?

(অ) কোনো শাস্তির বিধান না থাকায় (আ) নতুন আইন সঠিকভবে প্রয়োগ না হওয়ায়

(ই) উভয়ই (ঈ) কোনটাই নয়

উত্তরঃ (ই) উভয়ই।

খ) পরিবেশ দূষনের উৎস –

(অ) জল (আ) বাতাস (ই) মাটি (ঈ) সবগুলিই

গ) ভূপাল গ্যাস দূর্ঘটনার জন্য কোন গ্যাস দায়ী ?

(অ) হাইড্রোজেন গ্যাস (আ) নাইট্রোজেন গ্যাস

(ই) মিথাইল-আইসোসায়ানাইড (ঈ) কোনোটিই নয়

ঘ) বিদেশী কোম্পানি গুলি কেন ভারতে বিনিয়োগ করতে উৎসাহী হয় ?

(অ) দরিদ্র দেশের জন্য (আ) বেশী মুনাফা অর্জনের জন্য

(ই) কম মজুরির জন্য (ঈ) সবগুলিই

ঙ) PENCIL কার্যকরী হয়েছে –

(অ) ২০০৭ খ্রীঃ (আ) ২০০৯ খ্রীঃ (ই) ২০১৭ খ্রীঃ (ঈ) ২০১১ খ্রীঃ

চ) UC বা ইউ. সি. কি ?

(অ) ইউনিয়ন কারবাইড (আ) আমেরিকার কোম্পানি

(ই) ভূপাল গ্যাস দূর্ঘটনার জন্য দায়ী (ঈ) সবগুলিই

ছ) সংসদে শিশু শ্রম আইন সংশোধন করা হয়েছে –

(অ) ২০০৪ খ্রীঃ (আ) ২০০১ খ্রীঃ (ই) ২০০৬ খ্রীঃ (ঈ) ২০১৬ খ্রীঃ

জ) একটি কারখানায় কাজ করা ১০ বছর বয়সী শিশুর জন্য ব্যবহৃত শব্দটি কী ?

(অ) শিশু শ্রমিক (আ) কারখানা শ্রমিক (ই) কুলি (ঈ) সবগুলিই

ঝ) দূষনের জন্য কোন শব্দ ব্যবহৃত হয় ?

(অ) কলুষিত করণ (আ) বিষাক্ত (ই) বিশুদ্ধ (ঈ) কোনোটিই নয়

৫। অল্প কথায় উত্তর দাওঃ- (প্রতিটি প্রশ্নের মান - ১)

ক) ভারতে কয়টি বিভাগ আছে ?

উত্তরঃ দুটো।

খ) কোন বিপর্যয় পরিবেশের বিষয়টি সামনে এনেছে ?

গ) পরিবেশ দূষণের প্রধান কারণ কি ?

ঘ) CNG/সি. এন. জি এর সম্পূর্ণ নাম কী ?

ঙ) একটি বিপজ্জনক শিল্পের নাম লিখ।

চ) ভারতে পরিবেশ আইন কবে কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হয়েছিল ?

ছ) ইউনিয়ন কারবাইড কোথায় কারখানা স্থাপন করেছিল ?

৬। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাওঃ- (প্রতিটি প্রশ্নের মান – ৩/৪)

ক) বাস্তবায়ন করা কখন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে ?

খ) ভূপাল গ্যাস দূর্ঘটনায় বেচে যাওয়া মানুষের বর্তমান পরিস্থিতি কি ?

গ) আইন কেন প্রয়োজনীয় ?

৭। প্রশ্নগুলোর উত্তর দাওঃ- (প্রতিটি প্রশ্নের মান – ৫)

ক) কেন শ্রমিকের জন্য স্বল্প বা সর্বনিম্ন মজুরী গুরুত্বপূর্ণ ?

খ) কারখানায় বা কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকদের নিরাপত্তা আইন গুরুত্বপূর্ণ কেন ?

***

নোট

নোট